"চাঁদ-সদাগর" গ্রন্থকারের

শঙ্খরাসুর	১।০
মা (মঙ্গলচণ্ডী বা কালকেতু)	১।০
মীরা	১।০
মানিনী সত্যভামা	১।০
ভ্রান্তি-বিলাস	১৲
আরবি-হুর	১৲
ভাস্কর পণ্ডিত	১।০

মহাত্মা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার

শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল

ভূমিকা।

বঙ্গ-সাহিত্যে সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সতীদিগের পবিত্র কাহিনীতে অলঙ্কৃত; তাঁহাদের মধ্যে সকলেই ভারতীয়া বটে, কিন্তু কেহই বাংলার ঘরের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। বাংলা যাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে—তাঁহার নাম "বেহুলা"। এই বেহুলাই আমাদের একান্ত আপনার জন। তাঁহারই পবিত্র চরিত্র-কাহিনী অবলম্বনে দ্বিজ বংশীদাস প্রমুখ বাইশ কবি ও কবি বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি পদ্মপুরাণে এবং ক্ষমানন্দ কেতকানন্দ মনসার ভাসানে যে সুললিত গীতি-কবিতার অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ; বহুদিন হইতে অদ্যাপি তাহা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে একত্রে মিলিয়া গান করিয়া থাকে। এমন মধুরভাবে গীত হয় যে, শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠে।

অনেকদিন হইতে এই বেহুলা-চরিত্র নাটকাকারে পরিণত করিতে আমার অতীব আগ্রহ হয়; যদিও নাটকে সে গীতিকার মাধুর্য্য কিছুমাত্র রক্ষা করা অসম্ভব, তথাপি এই মহিয়সী সতীর করুণ-কাহিনীর অভিনয় জনপ্রিয় হইবার অবকাশ আছে।

পূর্ব্বে 'মনসা-মঙ্গল' নামে কয়েকখানি 'নামে-নাটক' পল্লীবাসিগণ দ্বারা অভিনীত হইলেও তাহা নাটকত্বের অভাবে হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। আমি এই নাটকে সে অভাব সাধ্যানুসারে মোচনের চেষ্টা করিয়াছি, আরও চেষ্টা করিয়াছি—যাহাতে অল্প আয়াসে ইহার অভিনয় সুসম্পন্ন হইয়া নাট্যামোদীদিগের আনন্দ বিধান করিতে পারে। এ প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হইবে জানি না, তবে এই কোমলে তেজস্বিনী সতীর চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়া মনোমধ্যে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিতেছি।

বিনীত—গ্রন্থকার।

চরিত্র ও পরিচয়।

পুরুষ।

শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, যম, বরুণ, অগ্নি, শনি, মদন ইত্যাদি।

চাঁদ সদাগর	...	...	লখিন্দরের পিতা।
সায় সদাগর	...	...	বেহুলার পিতা।
লখিন্দর	...	...	চাঁদ সদাগরের পুত্র।
নেড়া	...	...	ঐ ভৃত্য।
আস্তীক	..	...	মনসার পুত্র।
ধন্বন্তরী	...	...	মৃত-সঞ্জীবক।
ধনা, মনা	...	...	ঐ শিষ্যদ্বয়।

রাজ-সেনাপতি, জালু মালু, কালু-কামার, পুরোহিত, দস্যুসর্দ্দার, গোদা, জনৈক সেনানায়ক, প্রতিহারী, ভুলো, গদা, ভোঁদা, নিমাই, মটর, ফটিক প্রভৃতি কালুকামারের সহকারিগণ, দণ্ডধারীদ্বয়, বাহকগণ, ঢেঁড়াদারগণ, সাপুড়িয়াগণ, অনুচরগণ, সৈন্যগণ, ভক্তগণ, পল্লীবাসীলোকগণ, দস্যুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ভগবতী, মনসা, নিয়তি।

সনকা	...	...	চাঁদ সদাগরের ভার্য্যা।
সুমিত্রা	...	...	সায় সদাগরের ভার্য্যা।
বেহুলা	...	...	ঐ কন্যা।
নেতা	...	...	মনসার সহচরী।

লখিয়া (জালু মালুর মাতা), জনৈক রমণী, পরিচারিকা, পুর-বালিকাগণ, পল্লীবাসিনীগণ, সাপুড়িয়া স্ত্রীগণ, ভক্তস্ত্রীগণ, তরঙ্গ-বালাগণ ইত্যাদি।

চাঁদ-সদাগর

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশ।

একহস্তে কয়েকটী মৃতসর্প এবং অপর হস্তে একটী সুদৃঢ় দণ্ড লইয়া বেগে চাঁদ সদাগরের প্রবেশ।

চাঁদ। আরে আরে দুষ্ট বিষধর,
আশুমৃত্যু-হাত হ'তে
এড়াইলি দুষ্ট তুই—
পলাইয়া দৃষ্টি-পথ হ'তে মোর !
কিন্তু তথাপি পামর, জেনে রাখ্—
এ জীবন শুধু তোর ততক্ষণ—
যতক্ষণ র'বি দুষ্ট দৃষ্টির বাহিরে।
এ উদ্যান পাঁতি পাঁতি করিয়া সন্ধান
বাহির করিব তোরে ;
কোথায় লুকাবি ?
আমি মৃত্যু ল'য়ে সদা
ভ্রমিব পশ্চাতে তোর।

দেখি, কোন্ শক্তিবলে
রক্ষা করে তোরে চ্যাংমুড়ি কাণী।
দৃঢ়পণ—
এই চাঁদ সদাগর করিয়াছে পণ—
সর্পহীনা করিবে মেদিনী ;
যাহে সর্পভয়ে ভীত দুর্ব্বল মানব
ভুলে যায় মনসার নাম,
উঠে যায় মনসার পূজা
সমগ্র জগৎ হ'তে,
যেমন গিয়াছে উঠে
মোর ক্ষুদ্র রাজ্য হ'তে।
ওই—ওই না মর্ম্মরধ্বনি
শুষ্ক পল্লবের ?
বুঝি চ'লে যায় দুষ্ট ভুজঙ্গম !
যাই, দেখি—

[গমনোদ্যত]

বেগে সনকার প্রবেশ।

সনকা। যেয়ো না—যেয়ো না,
রাজা—ব'ধো না উহারে ;
সর্প বধি' বাড়ায়ো না
দেবতার রোষ !
দেবী পদ্মা সর্পকুল-রাণী
রুষ্ট হ'লে অনর্থ ঘটিবে,
সন্তানের অকল্যাণ হবে,

রাজ্য মাঝে ঘটিবে প্রমাদ !
কথা রাখ—
স্ব-ইচ্ছায় অমঙ্গল ডাকিয়া এনো না।

চাঁদ। অমঙ্গল ?
রাণি, নাহি কহ হেন বাণী !
কার অমঙ্গল-ভয়ে ভীতা তুমি আজি ?
জীব-শিবকারী, অশিব-নাশন
আরাধ্য দেবতা মোর
থাকিতে সহায়,
মর্ত্তে ধন্বন্তরী সখা,
আর এই শিব-দত্ত মহাজ্ঞান মণি,
অপদেবতায় তৃণ সম গণি ;
দেবতা সহায় যার,
সে কি ডরে অপদেবতায় ?
ফিরে যাও, রাণি !
বার বার দিয়ো না'ক বাধা ;
জেনো স্থির—
মম পণ অচল অটল।

সনকা। হীন বুদ্ধি নারী আমি,
তুমি বিজ্ঞ পুরুষ ধীমান্,
হিতাহিত ভাল বোঝ আমা হ'তে ;
তবুও কি জানি কেন,
সদাই সন্দেহ জাগে মনে—
বুঝি কোন অমঙ্গল ঘটিবে অচিরে।

শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
যেন দূর হ'তে ভেসে আসে কানে
সকরুণ বিলাপের ধ্বনি—
মর্ম্মভেদী ক্ষুব্ধ হাহাকার!
ভাবি কতবার
ব্যথিতের করুণ রোদন—
করিয়াছি বহু অন্বেষণ,
নিদর্শন পাই নাই কিছু।
সেই দিন হ'তে
সন্দেহ জেগেছে প্রাণে,
অমঙ্গল-আশঙ্কায় সতত শিহরি ;
নাহি জানি—
দেবতার কোপে কি হ'তে কি হয়!

চাঁদ। রাণি!
দেবতা কাহারে বল তুমি?
সর্পিণী সঙ্গিনী যার,
অতি হীনা অনার্য্য নাগিনী সেই,
দেবী বলি' তারে
দেবতার নামে
করিতেছ কলঙ্ক আরোপ?
বুঝিয়াছি, বুদ্ধিলোপ ঘটিয়াছে তব ;
বিবেক ঘুমায়ে আছে—
ইষ্টদেবে গিয়াছ ভুলিয়া,
তাই ভীতা তুমি অপদেবতার ভয়ে।

শুন হিতবাণী—
যাও—রাণি, দেবতা-মন্দিরে ;
পূজি' মহেশ্বরে মাগি' লহ বর,
অশিব হইবে নাশ শিবের কৃপায়।
যাই আমি—
অযথা বিলম্বে পলাইবে দুষ্ট সরীসৃপ

[বেগে প্রস্থান।

সনকা। হে শঙ্কর !
কৃপা কর কিঙ্করীর প্রতি,
ফিরাও স্বামীর মন,
দেবতা-বিদ্বেষ
মুছে দাও তাঁর হৃদয় হইতে।

সর্পদষ্ট মৃতপুত্রকে কোলে লইয়া রোরুদ্যমানা
জনৈক রমণীর প্রবেশ।

রমণী। ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো! বাপ্ রে—আনন্দ-দুলাল আমার, কোথা গেলি রে! মহারাজ—মহারাজ—রক্ষা করন—আমার একমাত্র আনন্দ-দুলালকে ফিরিয়ে এনে দিন্! কৈ—মহারাজ কৈ ?

সনকা। কেন, মা—কি হয়েছে তোমার ?

রমণী। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, মা—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! পতিহীনা অভাগিনীর একমাত্র সম্বল—ওগো, আমার আঁধার ঘরের মাণিক আজ হারিয়ে গিয়েছে ; ওগো দয়া কর গো—দয়া কর! ওগো, তোমরা দয়া করলে আমি আমার হারানিধিকে আবার ফিরে পাব! দয়া কর—দুখিনী ব'লে দয়া কর—অনাথা ব'লে দয়া কর!

সনকা। নিষ্ঠুর নিয়তি তোমার পুত্রের অদৃষ্টে এমনি মৃত্যুই লিখেছিল, মা! তাই এই দুধের বাছা এমন অসময়ে তোমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আন্‌বার শক্তি মানুষের কি আছে, মা?

রমণী। ওগো, আছে গো—আছে—সবাই বল্‌ছে আছে; কিন্তু রাজার আজ্ঞায় উপায়ের পথে কাঁটা প'ড়ে গেছে! রাজার অনুমতি না হ'লে উপায় থাক্‌তেও উপায় নেই! দয়া কর—দয়া কর—

সনকা। কি বল্‌ছ, তুমি—রাজার আদেশে উপায়ের পথ বন্ধ? উন্মাদিনি! এতদিন এ রাজ্যে বাস ক'রেও তোমরা তোমাদের দেব-হৃদয় রাজাকে চিন্‌তে পার্‌লে না?

রমণী। ওগো, চিনি—খুব চিনি; দেবতাকে মানুষে যতটুকু চিন্‌তে পারে, আমরা তার চেয়েও বেশি চিনি; কিন্তু তবুও বল্‌ব, এ তাঁরই আদেশ—চাঁদের কলঙ্কের মত দেব-চরিত্রে একটুখানি কলঙ্ক। আজ যদি মহারাজ এ আদেশ না দিতেন, তা' হ'লে দেবতার কোপে আমার এ সর্ব্বনাশ হ'ত না!

সনকা। মহারাজের আদেশে দেবতার কোপ! ও বুঝেছি, মনসার কোপে সর্প-দংশনে তোমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে।

রমণী। হাঁ, মা—তাই! সবাই বল্‌ছে, দেবীর পূজা কর্‌লে আবার আমি আমার পুত্রকে ফিরে পাব। কিন্তু মহারাজের আদেশ—রাজ্যে মনসা-পূজা নিষেধ। এখন মহারাজের আদেশ না পেলে—

চাঁদ সদাগরের পুনঃ প্রবেশ।

চাঁদ। কোন প্রয়োজন নেই, মা! অনুমতির পরিবর্ত্তে আমি তোমার পুত্রের পুনর্জীবন দান কর্‌ব। [মহাজ্ঞান-মণি মৃতশিশুকে স্পর্শ করাইবামাত্র শিশু পুনর্জীবিত হইল] এই নাও, মা, তোমার হারানিধি

পুত্রকে ; আনন্দিতমনে পুত্রকে নিয়ে গৃহে যাও। মনে রেখো, চাঁদ সদাগরের নিষেধাজ্ঞা শুধু একদিনের জন্য নয়—চিরদিনের।

রমণী। হারানিধি বাপ্ আমার! আয়—বুকে আয়। করুণাময় দেবতা! আপনার জয় হোক্!

[পুত্রকে লইয়া প্রস্থান।

চাঁদ। সনকা! এখনও তুমি অপদেবতার ভয় কর্‌ছ? আবার বল্‌ছি, শোন, রাণি—স্বর্গে দেবাদিদেব, মর্ত্তে ধন্বন্তরী আর বক্ষে মহাজ্ঞান-মণি যার সহায়, সে অপদেবতা চ্যাংমুড়ি-কাণীকে ভয় করে না। আমি আজই আবার দামামা বাজিয়ে আমার নিষেধাজ্ঞা আমার রাজ্যে ভাল ক'রে প্রচার করতে আদেশ দোব। কে আছিস্, দামামা বাজিয়ে রাজ্যে ঘোষণা কর্—আমার রাজ্যে মনসা-পূজা নিষেধ, একেবারে নিষেধ ; আর এ আদেশ যে লঙ্ঘন কর্‌বে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

ঢেড়্রাদারগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং
ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং।
মনসা-পুজো সিকেয় তোল,
বল দুয়ো কাণী মুড়ি চ্যাং॥
রাজার গুণে বাঁচে মরা,
কি কর্‌বে আর গোখ্‌রো বোড়া,
দেখে হ্যাঁতাল বাড়ি দিচ্ছে পাড়ি,
কেউটে হ'ল কূয়োর ব্যাং॥
পেয়ে ধুনোর গন্ধ মনসা নাচে,
ভাব্‌ছে কিসে সাপ্‌রা বাঁচে,
বুঝ্‌ছে আঁচে, গেলে কাছে,
চাঁদ রাজা ভাঙ্‌বে ঠ্যাং॥
চাঁদ রাজার বিষম গোঁ,
সাপের বংশ রাখ্‌বে না গো,
মনসা তাই সদল-বলে
সাগরের অথৈ জলে
লুকোবে ধ'রে খাবে
চিংড়ী চাঁদা চ্যাং॥

১ম ঢ্যাঁ। চাঁদরাজার আদেশ, রাজ্যে মনসাপূজা নিষেধ। যে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে অপদেবতা চ্যাংমুড়ি-কাণীর পূজা কর্‌বে, সে শূলদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

[বাদ্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

মনসা ও নেতার প্রবেশ।

মনসা। শুন্‌লি, বোন্! দাম্ভিক সদাগরের আদেশ শুন্‌লি? ইচ্ছা হচ্ছে, একটা জ্বালাময়ী বিষনিঃশ্বাসে দাম্ভিক সদাগরের রাজ্যখানাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিই ; পারি না শুধু—

নেতা। শুধু একটুখানি প্রলোভনে প'ড়ে—কেমন নয় কি ?

মনসা। সত্য তাই, নেতা! দেবতার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে যদি দেবতার সম্মান না পেলুম, তার চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কি আছে, নেতা ?

নেতা। তা'ত সত্যি। তবে আমার মতে এতখানি হীনতার ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেয়ে অপ্রতিষ্ঠ থেকে দর্পীর দর্প চূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ। উঃ, কি হীনতা! হীন নগণ্য মানুষের কাছে দেবতার এতখানি হীনতা! অসহ্য!

মনসা। কিন্তু দেবতা হ'য়ে দেব-সমাজে একটা আসন পাব না, এও কি অসহ্য নয়, নেতা ?

নেতা। তা' হ'লে একটু সহ্য কর।

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। না, তা হবে না—কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না। মা! অনুমতি দাও—আমি যুদ্ধ কর্‌ব।

নেতা। যুদ্ধ কর্‌বে? কার সঙ্গে ?

আস্তিক। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে '

নেতা। অর্থাৎ একটা দুর্ব্বল, নগণ্য মানুষের সঙ্গে! দেবকুমারের উপযুক্ত পৌরুষের কথা বটে!

আস্তিক। তবে কি সেই নগণ্য মানুষের অপমান মাথা পেতে সহ্য কর্‌ব? উঃ, লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে! সেই দাম্ভিক নরাধমের ঘৃণিত রসনার ঘৃণিত বচন এখনও আমার মর্ম্মে বিঁধ্‌ছে! অসহ্য—নিতান্ত অসহ্য!

মনসা। অধীর হ'য়ো না—আস্তিক, আমায় সব শুন্‌তে দাও—বুঝ্‌তে দাও—ভাব্‌তে দাও, তার পর কর্ত্তব্য। হাঁ, সে রমণী তার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য আমার পূজার অনুমতি চেয়েছিল?

আস্তিক। চেয়েছিল।

মনসা। চাঁদ অনুমতি দিলে?

আস্তিক। অনুমতি?

মনসা। স্পষ্ট বল, আস্তিক! অনুমতি দিয়েছে?

আস্তিক। অনুমতি দিয়েছিল! শুন্‌তে পেলে না, মা—দামামাধ্বনি আর তার সঙ্গে দাম্ভিক রাজার আদেশ? শিবদত্ত মহাজ্ঞান-মণি স্পর্শে তার মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত ক'রে রাজ্যে তোমার পূজার নিষেধাজ্ঞা প্রচার কর্‌তে অনুমতি দিলে, আর—

মনসা। আর কি, আস্তিক?

আস্তিক। আর—না, মা—পার্‌ব না সে অপমানের কথা উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌ব না! আদেশ দাও, মা—আমি সমস্ত নাগ-সেনা নিয়ে সেই দাম্ভিক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব।

মনসা। নগণ্য একটা মানুষ—একটা বিষ-নিঃশ্বাসে যার অস্তিত্ব চক্ষের এক নিমেষে লোপ হ'য়ে যায়, তার সঙ্গে যুদ্ধ! না, আস্তিক—

তা হবে না, তাতে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না! ঐ চাঁদ সদাগর পূজা না করলে মর্ত্তে আমার পূজার প্রচলন হবে না।

নেতা। তা' হ'লে কি করবে? ভিক্ষুকের মত ঐ দাম্ভিক সদাগরের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে পূজা-ভিক্ষা চাইবে?

মনসা। তা নয়, নেতা! কৌশলে সদাগরকে বাধ্য করতে হবে, যে শক্তির অহঙ্কারে নগণ্য মানুষ আজ দেবতার অপমান করছে, তার সে শক্তি অপহরণ করতে হবে।

নেতা। অর্থাৎ তার মহাজ্ঞান-মণি? কেমন? শুধু তাতে হবে না—ধন্বন্তরী বেঁচে থাকতে তার দম্ভ চূর্ণ হবে না।

মনসা। তাই করতে হবে, নেতা! আগে মহাজ্ঞান হরণ, তার পর ধন্বন্তরীর নিধন।

আস্তিক। কিন্তু মা! আমার মনে হচ্ছে, তার পূর্ব্বে দুষ্ট সদাগর পৃথিবীকে সর্পশূন্য করবে।

মনসা। তুমি তাদের রক্ষার উপায় কর, আস্তিক। তাদের নিয়ে অবিলম্বে তুমি কালীদহের অতল তলে আশ্রয় নাও। যাও—

আস্তিক। দেবতার অদৃষ্টে এই ছিল! [প্রস্থান।

নেতা। এখন জিজ্ঞাসা করি, কি উপায়ে তুমি সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করবে? পরম শিব-ভক্ত সদাগর, সামান্য মানুষের চেয়ে তার হৃদয়ের দৃঢ়তা অনেকখানি বেশি; সে কি ছলনায় ভুলবে?

মনসা। নগণ্য মানুষের মনের দৃঢ়তা যতই হোক, নেতা! সে কামজয়ী নয়। আয়, আমরা একবার অনঙ্গদেবের সাহায্য গ্রহণ করি; তাঁর কৃপায় অসাধ্য সাধন হয়, একটা মানুষের মন ভোলানো কোন্ ছার!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

চাঁদ সদাগরের প্রবেশ।

চাঁদ। নাগকুল হ'ল কি নির্ম্মূল ?
গিরি, বন, উপবন খুঁজিলাম কত,
তড়াগ-তটিনী তট, বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
একটীও সর্প আর
নাহি পড়ে দৃষ্টিপথে !
মরিল কি সব ?
কিংবা ইহা মনসার খেলা—
অতল জলধিতলে চ্যাংমুড়ি-কাণী
নাগকুলে রাখিল লুকায়ে ?
বুঝিতে না পারি কিছু !
ভুলিয়া আহার নিদ্রা সর্পের সন্ধানে
ভ্রমিতেছি অহর্নিশ,
দেখিয়াছি যারে একবার—
বধিয়াছি তারে।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য—
একটীও আর নাহি পড়ে দৃষ্টিপথে।
সপ্তাহ অতীত হ'ল—
শ্রান্ত অবসন্ন দেহ

ক্ষণেক বিশ্রাম চায়।
স্নিগ্ধ উপবন—
বহিতেছে সুমন্দ মলয়,
বিরামের উপযুক্ত স্থান ;
এই স্থানে ক্ষণকাল শ্রান্তি দূর করি,'
স্বকার্য্য সাধনে পুনঃ হ'ব অগ্রসর।

[লতামণ্ডপ-সন্নিহিত প্রস্তরবেদিকায় উপবেশন করিলেন।]

শ্রান্তদেহে পেয়ে অবসর
সন্তাপহারিণী নিদ্রা মোর 'পরে
করিতেছে আপনার প্রভাব বিস্তার।

[শয়ন ও নিদ্রা]

গীতকণ্ঠে মদনের আবির্ভাব।

মদন :—

গান।

এই পল্‌কা ধনু হাল্কা ফুলবাণ।
পরশে আপনহারা, প্রাণ করে আন্‌চান্ ॥
ফোটে ফুল মরুর বুকে,
প্রেমের কথা যোগীর মুখে,
পাষাণ প্রাণে প্রেমের নিঝর বহে গো উজান ॥

[নিদ্রিত চাঁদ সদাগরকে ফুলবাণ নিক্ষেপ ও অন্তর্দ্ধান।

অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী মূর্ত্তিতে নেতার প্রবেশ।

নেতা। ওগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো !

চাঁদ। [নিদ্রাভঙ্গে] কে—এ ? একি !
কে তুমি, সুন্দরি ?

[স্বগত] মানবীতে এত রূপ
জীবনে ত দেখি নি ক'খনো!
অপ্সরী কিন্নরী কিংবা ত্রিদিববাসিনী
দেববালা কোন
আসিয়াছে ছলিতে আমারে ?
[প্রকাশ্যে] বরাননে!
কি হেতু নীরব ?
কি কারণে অশ্রুধার ঝরিছে নয়নে ?
কার তরে করিছ রোদন ?
বল কি বেদনাভারে
আকুলিতা তুমি আজি ?
অতুলন রূপৈশ্বর্য্য-অধিশ্বরী তুমি,
আমি চাঁদ সদাগর—
চিরদিন রূপের সেবক ;
তুমি যদি, লো সুন্দরি,
বারেকের তরে
চাহ ফিরে মোর পানে করুণানয়নে—
মুগ্ধ আমি—আত্মহারা আমি—
বিনিময়ে দিব তোমা সর্ব্বস্ব আমার।
হবে তুমি রাজ্যেশ্বরী,
রাজা আমি—ভৃত্যসম
তব আজ্ঞা করিব পালন।
সুলোচনে!
কথা রাখ—পূরাও বাসনা।

নেতা । তুমি রাজা ?
রাজ্যেশ্বর হয় কি শুধুই
কামনার দাস ?
তবে কি আছে প্রভেদ
ভিখারী রাজায় ?
প্রাণপাত করে বটে
দরিদ্র ভিক্ষুক
নিজ উদরান্ন লাগি ;
কিন্তু তাহারো হৃদয় আছে,
নাহি শক্তি তার,
মুছাইতে ব্যথিতের ব্যথা,
তথাপি সে কাঁদে তার তরে,
সমবেদনায় হৃদয় ভরিয়া ওঠে ।
আর তুমি ?
তুমি রাজ্যেশ্বর—
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী
যাহাদের রক্ষণে—পালনে,
তাদের ব্যথায় গলে না তোমার প্রাণ,
জাগে শুধু অতৃপ্ত বাসনা !
ধিক্ রাজা—শতধিক্ !

চাঁদ । দাও—দাও, লো সুন্দরি,
সহস্র ধিক্কার
আমা সম হীন মূঢ়জনে
কর্ত্তব্য-হেলন-অপরাধে ।

দেখিয়া তোমায় ওগো ভুবন-মোহিনি !
ভুলিয়াছি কর্ত্তব্য আপন।
ভাবি নাই—বুঝি নাই,
বুঝি পাই নাই ভাবিবার অবসর,
তাই অন্ধ সম ছুটিয়াছি
বাসনার পাছে—
পিপাসিত পান্থ যথা ধায়,
আত্মহারা জ্ঞানহারা উন্মাদের প্রায়
জলভ্রমে মরীচিকা পানে।
ক্ষমা কর অপরাধ,
করিতেছি পণ,
যদি হয় প্রয়োজন—
দিব প্রাণ তোমার রক্ষণে ;
কহ বরাননে, বিষাদ-কাহিনী তব।

নেতা। সত্য বলিতেছ
তুমি উদ্ধার করিবে মোরে
বিপদ্ পাথার হ'তে ?
অথবা এ ছলনা তোমার
স্বার্থসিদ্ধি তরে ?
ওগো রাজা !
দেবতা বিরূপ মোর প্রতি,
বুঝি দেব-রোষে হ'তে হ'ল পিতৃহীনা !
তুমি ত মানব—
দেবতার সনে কেমনে সাধিবে বাদ ?

চাঁদ। দেবরোষে হবে পিতৃহীনা!
অদ্ভুত কাহিনী তব, সুলোচনা!
নরহত্যা প্রয়াসী দেবতা—
কল্পনা অতীত কথা,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।
অকাল-মরণ যদি তোমার পিতার
জেনো ললাট-লিখন তাঁর,
দেবতার নাহি অপরাধ।

নেতা। জান না—জান না, রাজা!
দেবী পদ্মা বিরূপা পিতার প্রতি,
তাই তার অকাল-মরণ সর্পের দংশনে।

চাঁদ। তাই বল—
নহে দেবতার রোষে!
এক অপদেবতার রোষে
পিতা তব বিগত জীবন।
নাহি ভয় লো সুন্দরি! সম্বর রোদন,
আমি বাঁচাইব তাঁরে।

নেতা। তুমি বাঁচাইবে তাঁরে!
সর্প-বিষে জর জর পিতা পড়েছে ঢলিয়া,
হিম স্পর্শ দিয়াছে মরণ,
তবু তুমি বাঁচাইবে তারে?
তুমি কি দেবতা?
মানবের এত শক্তি শুনি নি কখনো!

চাঁদ। শূলী শম্ভু বরে শুধু আমি—

লো সুন্দরি, শুধু আমি
সেই মহাশক্তি অধিকারী।
এই মহাজ্ঞান মণি,
ইহার পরশে
পিতা তব বাঁচিবে আবার।

নেতা। এই মণি—এর এত গুণ ?

চাঁদ। ত্রিগুণ অতীত ত্রিলোচন—
তাঁর দত্ত ধন অতুলন এ সংসারে।

নেতা। তবে দয়া কর, রাজা,
দাও মণি—রক্ষা কর পিতার জীবন।

চাঁদ। চাহিয়ো না—পারিব না দিতে এই মণি,
এর বলে শুধু পদ্মাসনে করি বাদ।
নিয়ে চল মোরে যথা পিতা তব,
আমি তাঁর করিব জীবন দান।

নেতা। বুঝিয়াছি—পুরুষ তোমর
শুধু কথায় ভুলাতে চাও।
প্রাণ পণ কথায় কথায়,
কামনার দাস
ফেরো সদা কামনা-পশ্চাতে।
প্রথম দর্শনে সর্ব্বস্ব দিবার পণ,
পণভঙ্গ কর পরক্ষণে—
পুরুষের যেমন স্বভাব !
দেবতার রোষে আজি হারাইনু পিতা,
কালি হবে আমার মরণ ;

তবে কেন অকারণ
আপনারে দিই ডালি কপটের পায় ?
কর্ম্মফল অলঙ্ঘ্য যখন,
বৃথা আকিঞ্চন—বিফল প্রয়াস,
যা ঘটে ঘটুক সকলি সহিতে হবে ;
যাই আমি নিয়তি-চালিতা পথে।
বিদায়—বিদায়, রাজা। [গমনোদ্যোগ]

চাঁদ। [নেতার হস্ত ধারণ করিয়া]
কোথা যাও—পূরাও কামনা।

নেতা। রাখ পণ, দাও মণি—
রক্ষা কর পিতার জীবন,
নহে জেনো স্থির—
পূরিবে না বাসনা তোমার।

চাঁদ। আছে কি লো বাধা মোরে সাথে নিয়ে যেতে ?

নেতা। আছে বহু বাধা।
বল, মণি দিবে কি না দিবে ?

চাঁদ। কতক্ষণে আসিবে ফিরিয়া ?

নেতা। নহে বহুক্ষণ।
রক্ষা করি পিতার জীবন,
ত্বরায় আসিব ফিরি।

চাঁদ। তবে এই নাও—[মণি প্রদান]
দেখো যেন ভুলো না আমায়।

[স্মিতমুখে বক্রদৃষ্টিতে একবারমাত্র
চাঁদসদাগরের দিকে চাহিয়া নেতার প্রস্থান।

শূন্যে মনসার আবির্ভাব।

মনসা। চাঁদ—

চাঁদ। কে ?

মনসা। বল এইবার আমার পূজা করবে ? মহাজ্ঞান হারিয়েছে. এখন তুমি শক্তিহীন।

চাঁদ। কে—পদ্মা ! বুঝেছি, এ তোমারই ছলনা। কিন্তু তবুও জেনে রেখো, কাণি ! আমি আমার নিজের শক্তি হারালেও এখনও আমার জীবন্ত রক্ষাকবচ ধন্বন্তরীকে হারাই নি।

মনসা। যদি তাকেও হারাও, চাঁদ, তবুও পূজা করবে না ?

চাঁদ। অপদেবতার পূজা ! হা—হা—হা !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ধন্বন্তরীর গৃহ।

পূজার উপকরণাদি লইয়া ধনা ও মনার প্রবেশ।

মনা। কি রে, ধনা, পণ্ডিতজীর কথামত সমস্ত আয়োজন হয়েছে ত?

ধনা। নিশ্চয়ই। পণ্ডিতজী যেমন আদেশ করেছেন, আমি সব ঠিক্-ঠাক্ যোগাড় করেছি। এই ধর গিয়ে—হোমের কাঠ, ঘি, ফুল, বেলপাতা, চন্দন, ধূপ, ধূনো, নৈবিদ্যি, আসন, আসন-অঙ্গুরী মায় মধুপর্কের বাটিটা পর্য্যন্ত কোনটাই বাদ পড়ে নি; তার পর শিবের জোড়, বিষ্ণুর জোড়, বাস্তুদেবতার জোড়, দিক্‌পালের বস্ত্র, ভোগের সমস্ত জিনিষ—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত।

মনা। ওরে আহাম্মুক, ঠাকুর পূজোর দ্রব্যাদির নাম কর্‌তে অস্পৃশ্য পাদুকার নাম কর্‌লি!

ধনা। চোপ্‌রাও মনা, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্! আহাম্মুক কাকে বলে জানিস্?

মনা। জানি বৈ কি, আহাম্মুক তুই—নইলে তোর ঠাকুর-দেবতা জ্ঞান নেই?

ধনা। কেন, তোরই বুঝি টন্‌টনে জ্ঞান? বলি, জুতোর নাম করেছি, তাতে হয়েছে কি? জুতো ত মা ভগবতীর চাম্‌ড়া—মা ভগবতী অস্পৃশ্য হ'ল? তুই একটা আসল হস্তীমূর্খ কিনা!

মনা। দেখ্, ধনা, এখনও বল্‌ছি, বাড়াবাড়ি করিস্ নি! বাবুদিগর্

যদি অমন গালাগাল দিবি, আমি কিন্তু হেঁ—হেঁ—একটা অনর্থ বাধিয়ে ফেল্‌ব !

ধনা। অকাল-কুষ্মাণ্ড ! হস্তীমূর্খ বুঝি গালাগাল ?

মনা। কি—আবার ? তুই মনে করিস্ বুঝি, কুষ্মাণ্ডের মানে আমি জানি নি ? সেদিন পণ্ডিতজী আমায় হাট থেকে কুষ্মাণ্ড আন্‌তে বলেছিলেন, বল্‌বামাত্র আমি এক দৌড়ে হাটে গিয়ে কুষ্মাণ্ড নিয়ে এসেছি, কুষ্মাণ্ডের মানে আমি জানি নি ?

ধনা। কি এনেছিলি ?

মনা। কেন, ঝিঙে।

ধনা। আরে গর্দ্দভ ! কুষ্মাণ্ডের মানে বুঝি ঝিঙে ? তা তোর এতখানি বিদ্যের দৌড় দেখে পণ্ডিতজী কিছু বল্‌লেন না ?

মনা। তবে কুষ্মাণ্ড মানে কি ? আমায় ত পণ্ডিতজী একটা কথাও বলেন নি।

ধনা। তোর মত মূর্খকে আর বল্‌বেন কি !

মনা। আচ্ছা তুই বল্ দেখি, কুষ্মাণ্ড মানে কি ?

ধনা। ওরে মূর্খ ! কুষ্মাণ্ড মানে—কুশের অণ্ড অর্থাৎ কুশের ডিম। তা কুশ ত একরকম ঘাস, তার আর ডিম হবে কি ? তবে কুশের ঝোপে একরকম পাখীতে ডিম পাড়ে, চিড়িমারারা হাটে সেই ডিম বেচ্‌তে আসে, পণ্ডিতজী সেই ডিম আন্‌তে বলেছিলেন বোধ হয়, কোন ওষুধ-পত্তর তৈরী কর্‌তে ; বুঝ্‌লি, গাধা ?

মনা। তবে যে পণ্ডিতজী বল্‌লেন, কি একটা ব্যঞ্জন তৈরী কর্‌বেন ?

ধনা। হবে, ডিম দিয়ে অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন তৈরী হয়।

মনা। কি বলিস্ তুই ! অমন নিষ্ঠাবান্ লোক তিনি—তিনি পাখীর ডিম খাবেন ?

ধনা। সাপের ওঝা হ'লে শুধু পাখীর ডিম কি, দরকার হ'লে ঘোড়ার ডিমও খেতে হয়।

মনা। তাই ত, তা' হ'লে ত পণ্ডিতজী আমার উপর চ'টে গিয়েছেন?

ধনা। শুধু চ'টে গিয়েছেন কি, তিনি বেশ বুঝেছেন যে, তুমি একটী বিরাট্ হস্তীমূর্খ! আর ঐ জন্যই ত আজ্‌কের জিনিস-পত্তর আন্‌বার ভার আমার উপর দিয়েছেন।

মনা। বটে!

ধনা। এখন আর ভাব্‌লে কি হবে বল? এখন চল, জিনিস-পত্তরগুলো ঠাকুরঘরে গোছ-গাছ ক'রে রেখে আসি।

মনা। তাই ত, কুষ্মাণ্ড মানে পাখীর ডিম!

[উভয়ে গমনোদ্যত]

ধন্বন্তরীর প্রবেশ।

ধন্ব। এই যে, ধনা—এই যে, মনা! আমার পূজার সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করেছ?

ধনা। হাঁ, প্রভু! সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে রেখেছি।

ধন্ব। দেখ, আজ্‌কের তিথিটা বড় খারাপ, তাই সঙ্কল্প করেছি—আজ আর পূজার ঘর থেকে বেরুব না। যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে, বল্‌বে দেখা হবে না।

ধনা। যে আজ্ঞে! কিন্তু যদি সাপুড়েরা পূজা দিতে আসে?

ধন্ব। পূজা নিবি—বল্‌বি দেখা হবে না।

ধনা। যদি কোন সাপে কাম্‌ড়ানো রুগী আসে?

ধন্ব। তাকেও বল্‌বি দেখা হবে না।

ধনা। যদি চাঁদরাজা আসে?

ধন্ব। তখন আমায় সংবাদ দিবি।

ধনা। আর যদি—

ধন্ব। এক চাঁদরাজা ছাড়া আর কেউ এলে বল্‌বি দেখা হবে না। বুঝেছিস্? যা—[গমনোদ্যোগ]

মনা। প্রভু কি আমার উপর রাগ করেছেন?

ধন্ব। কেন?

মনা। এই ধনা বল্‌ছে, আমি কুষ্মাণ্ড মানে জান্‌তুম না তাই—তা এখন ধনার কাছে শিখে নিয়েছি, পণ্ডিতজীর দরকার হ'লেই একদৌড়ে গিয়ে এনে দোব। আমায় মাপ করুন, পণ্ডিতজী!

ধন্ব। এর জন্য এতখানি কুণ্ঠাবোধ কর্‌ছিস্ কেন, মনা! আমি ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর্‌তে কুষ্মাণ্ড আন্‌তে বলেছিলুম; কিন্তু তুই যা এনেছিলি, তাতেই উপাদেয় ব্যঞ্জন হয়েছে।

মনা। আজ্ঞে, কুষ্মাণ্ড মানে যে পাখীর ডিম, তা জান্‌তুম না।

ধন্ব। পাখীর ডিম!

মনা। আজ্ঞে, ধনা যা বল্‌লে।

ধন্ব। মূর্খের দল!

[প্রস্থান।

মনা। তাই ত, পাখীর ডিমও নয় ত?

ধনা। তবে কুষ্মাণ্ড মানে কি!

গীতকণ্ঠে সাপুড়ে ও সাপুড়ানীগণের প্রবেশ।

পুরুষ।—

গান।

মোরা সাপ ধরি আর সাপ খেলি,
হেসে খেলে করি দিন গুজার।

ওস্তাদের দোয়ায় মজা লুটি,
ধারি নাকো কারো ধার ॥
স্ত্রী ।— আমরা সাপুড়ের ঝি, সাপুড়ের নারী,
ঝাড়্‌-ফুঁকেতে আমরা পাকা, আমরা কি হারি ;
পুরুষ ।— শিস্ দিয়ে বিষ মগজ হ'তে
নামিয়ে রুগী করি পাচার ॥
স্ত্রী :— মোরা নই শুধু ওঝা,
এই সাপের সাথী পুরুষগুলোর
আছে মনটাও বোঝা,
আছি মন দিয়ে হ'য়ে মনের মত,
তাদের সাধের তাঁবেদার ॥
সকলে ।— আমরা দুটী দুটী প্রেমের জুটী
সাথের সাথী গলার হার ॥

পুরুষগণ । কৈ—কৈ—ওস্তাদবাবা কৈ ?

স্ত্রীগণ । কৈ—কৈ—ধন্বন্তরী বাবা কৈ ?

ধনা । আ-মর্ হাঘরে বেটা-বেটীরা, সকাল বেলা চেল্লাতে সুরু করলে দেখ্ ! এই—তোরা চেল্লাছিস্ কেন ? কি চাস্ ?

সকলে । আমরা বাবার পূজো এনেছি ।

ধনা । পূজো এনেছিস্ ? বেশ করেছিস্ । দে—দে—কি এনেছিস্ দে । [জনৈক রমণীর হস্তস্থিত ভাণ্ড গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে] তোদের বাবা তোদের আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন—বলেছেন পারিস্ ত বেঁচে থাকিস্, তাঁর আপত্তি নেই । এঃ, এ কি রে মাগি !

১ম স্ত্রী । ওকি, বাবা ! তুমি ওটা খেলে নাকি ? ওতে চুণ এনেছি—বাবা বলেছিলেন চুণপড়া শেখাবেন ।

মনা । [ইত্যবসরে অপর এক রমণীর হস্তস্থিত ভাণ্ড কাড়িয়া

লইয়া খাদ্যভ্রমে তাহাতে হাত প্রবেশ করাইবামাত্র তন্মধ্যস্থ বৃশ্চিক্ তাহাকে দংশন করিল এবং সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল] উঃ, গেছি—গেছি—গেছি !

২য় রমণী। আহা-হা. কর্‌লে কি, বাবা—ওতে যে কাঁক্‌ড়া বিছে ছিল, বাবা ! কাঁকড়া-বিষ তৈরী করতে শেখাবেন ব'লে এনেছিলুম।

ধনা }
মনা } পাজী বেটীরা—নচ্ছার বেটীরা—বেরো বেটীরা—

১ম ও ২য় রমণী } আমার কি অপরাধ, বাবা—

ধনা। অপরাধ নেই, বেটী প্যাঁচা-মুখী—আগে বল্‌তে হয় ওটা চূণ ; আমি যে দই মনে ক'রে খেয়ে ফেলেছি, এখন মুখটা পুড়ে গেল !

মনা। আমিও যে মিষ্টান্ন মনে ক'রে ভাঁড়ে হাত দিয়েছিলুম, রে বেটী ছুঁচোমুখি ! এখন যে বিছের কামড়ে জ্ব'লে-পুড়ে মলুম !

৩য় রমণী। এই কলাটা খাও, বাবা, মুখটা ঠাণ্ডা হবে।

২য় রমণী। তুমি বাবা, হাতটা এই চূণের ভাঁড়ে ডুবিয়ে রাখ, জ্বালা ক'মে যাবে।

মনা। তোর মাথা হবে—তোর মুণ্ডু হবে ! বেরো হাঘোরে বেটা-বেটীরা এখান থেকে।

৩য় রমণী। কলাটা খাও না, বাবা ?

মনা। তবে রে বেটীরা ! ধনা, নাদ্‌নাগাছটা নিয়ে আয় ত।

পুরুষগণ }
স্ত্রীগণ } ওরে বাবা রে—খুন কর্‌লে রে—

[প্রস্থান।

ধনা। মনা, তুই খানিক পাহারা দে, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।

মনা। না—ভাই, তুই খানিক পাহারা দে, আমি হাতটা আগুনে সেঁকে আসি।

ধনা। না—না তুই থাক্, আমি এলুম ব'লে।

মনা। তুই থাক্, আমি এলুম ব'লে।

[পরস্পরকে বাধা দিতে দিতে উভয়ের প্রস্থান।

দধিভাণ্ড লইয়া গোয়ালিনীবেশে
গীতকণ্ঠে নেতার প্রবেশ।

নেতা।—

গান।

এক বিয়ানের খাঁটী দুধ কে নিবি তা বল্।
বটের আটা হার মেনে যায়, নাইক' মোটে জল॥
নিয়ে এই ভরা কেঁড়ে,
যাচিয়ে বেচি ঘরে ঘরে,
রসিকে আদর করে, অরসিকের শুধুই ছল॥

দুধ নেবে গো—খাঁটী দুধ—টাট্‌কা দই ; কৈ এখানে ত কেউ নেই, পূজোর কতকগুলি জিনিস-পত্তর প'ড়ে রয়েছে, ধন্বন্তরী ঠাকুর গেল কোথায় ? আর বাড়ীর লোকজন চাকর-বাকরই বা সব গেল কোথায় ? পদ্মা বলেছেন, আজ যদি ধন্বন্তরীর মৃত্যু না হয়, তা' হ'লে সে অমর হ'য়ে থাক্‌বে ; এক উদয়নাগ ভিন্ন আর কেউ তাকে মার্‌তে পার্‌বে না ব'লেই পিতার কাছ থেকে উদয়নাগ ভিক্ষা ক'রে আমার সঙ্গে দিয়েছে। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে উদয়নাগ সর্পকে বাহির করিয়া] উদয়নাগ! ইষ্টদেবতা প্রতিষ্ঠার জন্য ধন্বন্তরীর মৃত্যুর প্রয়োজন হয়েছে। যাও, বৎস! এই পুষ্পকরণ্ডকে লুক্কায়িত থেকে সুযোগ বুঝে তাকে দংশন কর।

[পুষ্পকরণ্ডকে উদয়নাগকে রাখিয়া প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে ধনা ও মনার পুনঃ প্রবেশ ।

ধনা। তোর দোষ !

মনা। তোর দোষ !

ধনা। তুই ত পূজোর জিনিস ফেলে তাড়াতাড়ি হাত সেঁকৃতে গেলি ।

মনা। তুই ত চূণ খেয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে গেলি ।

ধনা। যাক্, এখন চল্ তাড়াতাড়ি পূজোর যোগাড় ক'রে দিই, পণ্ডিতজী চ'টে কাঁই হ'য়ে গেছেন ।

মনা। চল্—চল্—

[পূজার উপকরণাদি লইয়া উভয়ের প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে শূন্যে নিয়তির আবির্ভাব ।

নিয়তি ।—

গান ।

ভবে ভাঙা গড়া আমার খেলা,
খেলার সাথী কান্না হাসি।
একটী দিয়ে একটী নে যাই,
যখনই যার কাছে আসি ॥
সোনার চোখে দেখ্‌ছে যে আজ
সুখে ভরা সাধের ধরা,
সজল চোখে রাত পোহাবে,
ভাব্‌বে এযে কঠোর কারা,
এই আছে সব, এই নেই রব,
এই আলো—এই আঁধার রাশি ॥

[অন্তর্দ্ধান ।

[সহসা "হায়—হায় কি সর্ব্বনাশ হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল!" এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল ; অনতিবিলম্বে দুইহস্তে সবলে স্বীয় মস্তক চাপিয়া ধরিয়া বেগে ধন্বন্তরীর প্রবেশ এবং তৎপশ্চাৎ ধনা ও মনার পুনঃ প্রবেশ।]

ধন্ব। নিয়তি—নিয়তি—নিয়তি! মূর্খ—অন্ধ, তোদের জন্যই—না—না তোদের কোন অপরাধ নেই—তোদের কোন অপরাধ নেই; নিয়তি—দুর্ব্বার নিয়তি! কিন্তু মূর্খ নিয়তি জানে না যে, অভিন্ন-হৃদয় চাঁদসদাগর এখনও জীবিত—সঙ্গে তাঁর মৃত-সঞ্জীবনী মহাজ্ঞান মণি! ধনা, মনা! যা—এখনই যা, চাঁদকে বল্, আমায় কালসর্প দংশন করেছে—মৃত্যু শিয়রে—বল্, তাঁর জীবন্ত রক্ষা-কবচ মহাজ্ঞানের পরশ দিয়ে আমায় মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা কর্‌তে। যা—যা, ছুটে যা—এখনই যা—উঃ, বড় যন্ত্রণা!

[ধনা ও মনার বেগে প্রস্থান।

জ্ব'লে গেল—বুঝি ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল! চাঁদ—চাঁদ—বন্ধু—কোথায় তুমি?

বেগে চাঁদসদাগরের প্রবেশ।

চাঁদ। বন্ধু—বন্ধু—আমি এসেছি; কিন্তু রিক্তহস্তে—তোমার প্রসাদ ভিক্ষা কর্‌তে; আমার ছয় পুত্র সর্পদংশনে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়েছে। দাও, বন্ধু— আমার নয়নানন্দ দুলালদের ফিরিয়ে দাও।

ধন্ব। জীবন্ত রক্ষাকবচ মহাজ্ঞানের অধিকারী হ'য়ে তুমি চাঁদ, পুত্র-শোকে এতখানি অধীর হয়েছ যে, নিজের শক্তির কথা ভুলে গিয়ে পুত্রদের জীবন রক্ষার জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছ?

চাঁদ। হারিয়েছি—বন্ধু, সে শক্তি হারিয়েছি; তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি! নেই, বন্ধু—আমার মহাজ্ঞান মণি আর নেই!

ধন্ব। মহাজ্ঞান নেই!

চাঁদ। ছলনা, বন্ধু—অপদেবতা কাণীর ছলনা! মহাজ্ঞান নেই!

ধন্ব। মহাজ্ঞান নেই! বন্ধু, তবে আমার জীবনেরও বুঝি আশা নেই! উদয়নাগ আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশন করেছে।

চাঁদ। তোমাকেও—উঃ, নিষ্ঠুর নিয়তি!

ধন্ব। না—না—তবুও আমি বাঁচ্‌বার আশা ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না! ধনা—মনা—

ধনা ও মনার পুনঃ প্রবেশ।

যা—ঐ নদীর ওপারে, ঐ পর্ব্বতের সানুদেশে বিশল্যকরণী আছে—ছুটে যা—যত শীঘ্র পারিস্ নিয়ে আয়; আমূল উৎপাটন ক'রে আন্‌বি, ওতেই আমি বাঁচ্‌ব।

[ধনা, মনার প্রস্থান।

বড় জ্বালা—বড় জ্বালা, বন্ধু—আমায় কোন শীতল স্থানে নিয়ে চল—না—না তুমি যাও, বন্ধু! তোমার পুত্রদের জন্ম বিশল্যকরণী নিয়ে গৃহে যাও।

চাঁদ। চল, বন্ধু! আগে তোমাকে কোন শীতল স্থানে রেখে আসি, তার পর পুত্রের ভাবনা ভাব্‌ব। নিয়তি—দুর্ব্বার নিয়তি!

[ধন্বন্তরীকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীতীর।

মনসা ও নেতার প্রবেশ।

মনসা। সব বুঝি ব্যর্থ হ'ল, নেতা! চতুর ধন্বন্তরী বিশল্যকরণী আন্‌তে তার অনুচরদের পাঠিয়েছে। তারা যদি বিশল্যকরণী নিয়ে যায়, তা' হ'লেই ধন্বন্তরী বাঁচ্‌বে। এখন উপায়?

নেতা। উপায় খোঁজ—উপায় আছে; আর তা না খুঁজে হাত গুটিয়ে ব'সে থাক—নিরুপায়!

মনসা। কি রকম?

নেতা। রকম কিছুই নয়—উপায় অতি সোজা! তুমি একবার মর, আর আমি তোমার পাশে ব'সে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদি; ব্যস্ তা' হ'লেই কার্য্যসিদ্ধি।

মনসা। হেঁয়ালী রাখ, স্পষ্ট বল তাতে কি হবে?

নেতা। তাতেই হবে গো—তাতেই হবে।

মনসা। আমি মর্‌ব কি ক'রে?

নেতা। ঐ সবাই যেমন ক'রে মরে।

মনসা। আ-মর, আমরা যে অমর! মর্‌ব আবার কেমন ক'রে?

নেতা। কেন, সটান্ চৌদ্দপোয়া হ'য়ে মাটীতে প'ড়ে।

মনসা। কি বল্‌ছিস্ তুই?

নেতা। যা বল্‌ছি, একেবারে খাঁটী কথা!

মনসা। মস্করা রাখ্, যা কর্‌তে হবে খুলে বল্।

নেতা। স্পষ্টই বল্‌ছি ত গো—সটান্ চৌদ্দপোয়া হ'য়ে এইখানে প'ড়ে থাক, আমি তোমার গায়ে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখি আর তোমার পাশে একটা চিতা জ্বেলে দিয়ে এইখানে ব'সে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদ্‌তে সুরু ক'রে দিই।

মনসা। তার পর ?

নেতা। তার পর যা হবে দেখ্‌তে না পাও, কান আছে শুন্‌তে পাবে। নাও, শীগ্‌গীর নাও—তারা এখনই এসে পড়্‌বে। আমি তবে চিতা জ্বালি।

[নেতা চিতা প্রজ্বলিত করিল, মনসা সেই চিতার অনতিদূরে শয়ন করিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিল ; তার পর নেতা মনসার পার্শ্বে বসিয়া—"ওগো মাসী গো—কোথায় গেলি গো !" বলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিশল্যকরণীর একটা ক্ষুদ্র বোঝা লইয়া ধনা ও মনার প্রবেশ।]

ধনা। একি, এখানে কাকে পোড়াচ্ছে ?

মনা। আর এই মড়াটাই বা কার ?

নেতা। ওগো, ধন্বন্তরী মেসো গো—তোমায় পোড়াতে এসে শেষে মাসীকেও হারালুম যে গো—আমার কি হ'ল গো !

ধনা। পণ্ডিতজীকে পোড়াচ্ছে !

মনা। আর মা-ঠাক্‌রুণও নেই !

নেতা। ওগো মাসী গো, কেন তুমি ধন্বন্তরী মেসোর মুখে আগুন দিতে শ্মশানে এলে গো ! না এলে ত পোড়া মড়ার বিষ ছিট্‌কে লেগে তোমার মরণটা হ'ত না গো ! এখন আমি কি করি গো—আমি যে একা মেয়ে মানুষ গো—তোমার পোড়াবার কাঠ কোথায় পাব গো !

ধনা। তাই ত, বিশল্যকরণী আন্‌তে-না-আন্‌তেই পণ্ডিতজী মারা গেলেন!

মনা। আর আমরা ত ছুটে গেছি—ছুটে এসেছি!

নেতা। ওগো মাসী গো—আমায় কি বিপদে ফেল্‌লে গো—এখন কে তোমার কাঠ এনে দেবে গো!

ধনা। দুত্তোর বিশল্যকরণী! পণ্ডিতজীই যখন গেলেন, তখন এ ছাই বিশল্যকরণী নিয়ে আর কি হবে?

মনা। দে, ও সব বালাইগুলোকে চিতের আগুনে ফেলে! পণ্ডিতজীর জন্য আনা হয়েছে, পণ্ডিতজীর সঙ্গেই যাক্।

[বিশল্যকরণীর বোঝাটী চিতায় নিক্ষেপ]

নেতা। ওগো মাসী গো—যখন এলে গো, তখন দু বোঝা কাঠ কেন আন্‌লে না গো—তা' হ'লে ত আমায় আর এতটা ভাব্‌তে হ'ত না গো—

ধনা। আমরা কাঠ এনে দিচ্ছি, তোমার কোন ভাবনা নেই। আচ্ছা, তুমি কে বল ত?

নেতা। ওগো, আমি মাসীর বোন্‌-ঝি গো—

মনা। তুমি বোন্‌-ঝি, তা এ্যদ্দিন ত তোমায় দেখি নি?

নেতা। তা কেমন ক'রে দেখ্‌বে গো—তখন মাসী-মেসো কেউ মরে নি গো—

ধনা। তা বটেই ত, অসময়েই ত আত্মীয়-স্বজন দেখে থাকে! তা তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমরা কাঠ নিয়ে এলুম ব'লে।

নেতা। তাই কর গো—এখনও যে আসল জিনিষ পোড়ে নি গো—

ধনা। বেশ, তা' হ'লে আমরা চল্‌লুম। আয়, মনা—

[ধনা ও মনার প্রস্থান

মনসা। উঠ্‌ব?

নেতা। ওঠ।

[মনসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

মনসা। কি হ'ল?

নেতা। ঐ দেখ—[চিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ] ব্যস্, নিশ্চিন্ত—সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে! নদীর একটা ঢেউ এখন ছাইগুলোকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এস—চ'লে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

অগ্রে চাঁদসদাগর এবং তৎপশ্চাৎ একটী ডুলিতে ধন্বন্তরীকে লইয়া কতিপয় বাহকের প্রবেশ।

ধন্ব। এইখানটায় নামাতে বল, বন্ধু! নদীর শীতল জলের ঢেউ এসে গা ধুইয়ে দেবে—জ্বালার কতকটা উপশম হবে। ধনা, মনাও এই পথ দিয়ে বিশল্যকরণী নিয়ে ফির্‌বে।

চাঁদ। তাই কর—এইখানেই নামা—

[বাহকগণের তথাকরণ]

ধন্ব। বন্ধু, ধনা মনা এত বিলম্ব কর্‌ছে কেন? ঐ ত ঐখানে বিশল্যকরণী আছে। কতক্ষণ এসেছে তারা—

চাঁদ। তারা বিশল্যকরণী চিন্‌তে পারে নি বোধ হয়।

ধন্ব। কেন পার্‌বে না, আমি অনেকবার তাদের চিনিয়ে দিয়েছি; আর ঐ বিশল্যকরণীই যে, সর্প-বিষের মহৌষধ, তাও তারা জানে।

চাঁদ। তবে তারা অযথা বিলম্ব কর্‌ছে কেন?

কাষ্ঠের বোঝা লইয়া ধনা ও মনার পুনঃ প্রবেশ।

ধনা। এই যে, ধনা—এই যে, মনা! কৈ, বিশল্যকরণী কৈ?

ধনা। তাই ত, এ কি রকমটা হ'ল!

মনা। পণ্ডিতজী যে বেঁচে রয়েছেন!

ধন্ব। ধনা—মনা, তোরা কি বিশল্যকরণী দেখ্‌তে পাস্‌ নি?

ধনা। কেন পাব না, পণ্ডিতজী! আমরা ত বিশল্যকরণী এনেছিলুম; কিন্তু কোথাকার এক হাড়হাবাতী হতচ্ছাড়ী, নচ্ছার ডাইনী মাগী আমাদের গাড়োল বানিয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

মনা। নচ্ছার মাগী চিতার পাশে ব'সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, পণ্ডিতজী নেই—তাঁরই শব দাহ হচ্ছে। পাশে আর একজন কে শুয়েছিল, বল্‌লে—মা-ঠাক্‌রুণও দেহ রেখেছেন; কিন্তু তাঁকে দাহ কর্‌বার কাঠ নেই, তাই আমরা মনের দুঃখে বিশল্যকরণী সেই জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দিয়ে কাঠ আন্‌তে গিয়েছিলুম।

ধনা। আহা, আর কি সে বিশল্যকরণী আছে, পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে!

ধন্ব। সেই ছাই দুটী আন্‌তে পারিস্‌, ধনা—তাতেও বাঁচ্‌ব!

ধনা। তাও কি আছে, পণ্ডিতজী! নদীর ঢেউ এসে তাও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

ধন্ব। তবে আর আশা নেই! বন্ধু, দেখ—নিয়তির খেলা দেখ, আর মায়া-মমতা কেন? ধনা, মনা—আমায় অন্তর্জলি কর্‌বি চল্‌—এত যত্নে যে কাষ্ঠ আহরণ করেছিস্‌, তাই দিয়ে আমার চিতা সাজাবি চল্‌—

চাঁদ। ওহো-হো—দুর্ব্বার নিয়তি! মহাজ্ঞান গেছে—আজ ধন্বন্তরীকেও হারালুম!

ধন্ব। চল—চল—নিয়ে চল—

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ।

গবাক্ষ-পার্শ্বে সনকা আসীনা :

সনকা। মা—মা—দেবি—শুভদে মঙ্গলা!
আর কত দুঃখ দিবি গো জননি ?
দিয়েছিলি সব—রমণীর কাম্য যাহা,
স্বামী মনোমত—গুণবান্ যশস্বী ধীমান্,
অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য-সম্ভার—রাজ্ঞীর সম্মান,
গুণবান্ ছয় পুত্র নয়ন-আনন্দ,
এ হ'তে অধিক কি থাকিতে পারে
রমণীর কামনার নিধি ?
কিন্তু হায়, দেবি—
হ'য়ে ছয় পুত্রের জননী,
পুত্রহীনা আমি অভাগিনী—
কেহ নাহি বংশে দিতে বাতি!
কোন্ পাপে—নাহি জানি, দেবি—
কোন্ পাপে পুণ্যময় এ রাজ-সংসারে
ঘটিল মা হেন অমঙ্গল ?
মনসা-বিদ্বেষী রাজা—

কিন্তু ভক্ত তোর চিরদিন।
মঙ্গলা সহায় যার,
তার কেন ঘটে অমঙ্গল ?
মাতা যার সন্তাপ-হারিণী,
তার মনে কি হেতু সন্তাপ ?
অহো, নিদারুণ পুত্রশোক
আর যে মা, পারি না সহিতে !
দয়া কর—দয়া কর, দেবি—

বাহিরে উদ্যানে গবাক্ষ-সম্মুখে নেতার প্রবেশ।

নেতা। হাঁ গা, তুমি একলাটী এখানে ব'সে ব'সে কাঁদ্ছ কেন গা ? তোমার কি হয়েছে ?

সনকা। কে তুমি—আসিয়াছ কোথা হ'তে ?
নহ কি গো তুমি রাজ্যবাসী প্রজা ?
নাহি রাখ রাজ্যের সংবাদ কিছু ?

নেতা। সত্য করিয়াছ অনুমান—
আসিয়াছি বহুদূর হ'তে ;
নহি রাজ্যবাসী,
রাজ্যের সংবাদ কেমনে রাখিব ?
কৌতূহল-বশে করিনু জিজ্ঞাসা
রোদনের হেতু তব।
তাতে যদি হ'য়ে থাকি অপরাধী,
ক্ষমা কর মোরে !

সনকা। অপরাধী !
না—না—অপরাধী তুমি কেন হবে ?

কেহ যদি দেখে অশ্রু কারো চোখে,
কারণ জানিতে চায়—এ তো স্বাভাবিক,
এতে দোষ নাহি কিছু।
জান না কি বিদেশিনি—
দুর্ভাগ্যে রমণী কাঁদে ?
আমি অভাগিনী—
ভাসি তাই নয়নের জলে।
হায়, বিদেশিনি—
কি ক'ব তোমায় ?
আমা সম ভাগ্যবতী নারী—
বুঝি কেহ নাহি ছিল ভবে ;
সেই আমি—আজি ভাগ্যহীনা,
রাজরাণী—ভিখারিণী হ'তেও দুখিনী !
হ'য়ে ছয় পুত্রের জননী,
আজি পুত্রহীনা আমি !
কহ, বিদেশিনি !
আমি যদি কাঁদিব না,
কে কাঁদিবে আর ?

নেতা। বুঝিয়াছি, সত্য অভাগিনী তুমি—
সম-দুখী মোর।

সনকা। কি কহিলে—
সম-দুখী তুমি মোর ?
তুমিও কি তবে পুত্রহারা অভাগিনী—
ভ্রমিতেছ দেশে দেশে পুত্রশোকাকুলা ?

নেতা ।   সত্য তাই !
মনসার কোপে হয়েছিনু পুত্রহারা ।
পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে গেল কতদিন,
অবশেষে একদিন
প্রত্যাদেশ পাইনু দেবীর—
পতি পত্নী মিলি
দিলে পদ্ম পদ্মার চরণে,
হারানিধি পাইব ফিরিয়া ।
ফুল্লমনে স্বামীরে কহিনু সব,
কত বুঝাইনু—
বুঝি আমার রোদনে গলিল স্বামীর মন ;
দুইজনে ভক্তিভাবে দেবীরে পূজিনু,
হারানিধি পাইনু ফিরিয়া ।
সেইদিন হ'তে
দেবীর মাহাত্ম্য ভবে করিতে প্রচার,
পতি পত্নী ভ্রমি দেশে দেশে ।
তুমিও মায়েরে ভক্তিভরে কর পূজা,
বুঝাও স্বামীরে তব ;
দেবীর প্রসাদে
অচিরে পূরিবে মনস্কাম ।

সনকা ।   ওগো, জান না—জান না তুমি তাঁরে,
একনিষ্ঠ শিব-উপাসক তিনি,
বড়ই কঠোর প্রাণ—
পণ তাঁর অচল অটল !

ছয় পুত্র গেছে—
তবু তাঁর টলে নি হৃদয়।
আমি নারী—তাই পারি নি ভুলিতে
এখনও সে নিদারুণ পুত্রশোক।

নেতা। বুঝিলাম, বড় অভাগিনী তুমি!
দুখী আমি তব দুখে।
কিন্তু নারি!
দেখিতেছি সন্তানসম্ভবা তুমি,
আসিতেছে আর একজন,
শূন্য কোল পূর্ণ হবে তব।
কল্যাণি! চাহ না কি তাহার কল্যাণ?
ভক্তিভাবে পদ্ম-পুষ্পাঞ্জলি
দাও যদি পদ্মার চরণে,
দেবীর করুণা পাবে—
পাবে কোলে আনন্দ-দুলাল,
মলিন বদনে, সুলোচনে—
আবার ফুটিবে হাসি।
শুন হিতবাণী—
বুঝাও স্বামীরে আগে,
তাতে যদি নাহি হয় ফল,
তুমি মাতা—কর পূজা পুত্রের কল্যাণে।

সনকা। স্বামী যার অরি,
তারে দয়া করিবেন দেবী?

নেতা। সুনিশ্চয় করিবেন দয়া!

দেবতা—দেবতা,
নহে সঙ্কীর্ণ-হৃদয় মানুষের মত।
দয়াময়ী দেবী পদ্মা-পদে
লইলে শরণ—
ব্যর্থকাম কভু নাহি হবে।
যাই আমি—
যেতে হবে বহুদূর।
পুনঃ কহিতেছি, মাতা তুমি—
ভুলিয়ো না কর্ত্তব্য আপন।

[নেতার প্রস্থান।

সনকা। কেবা এই নারী,
নিরাশ হৃদয়ে
জ্বেলে দিল আশার প্রদীপ?
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে,
কভু অনশনে, কভু অর্দ্ধাশনে থাকি'
পুত্র লাগি মাতা যত সহে ক্লেশ,
পিতা নাহি সহে তত,
তাই পুত্রশোকে টলে না পুরুষ।
অনায়াসে পারে দেবতার সনে
করিবারে বৈরতা সাধন,
তার ফলে—হ'য়ে ছয় পুত্রের জননী
পুত্রহারা আমি অভাগিনী
সহিতেছি নিদারুণ পুত্রশোক।
আর না সহিতে পারি—আর না সহিব,

সঙ্গোপনে পদ্ম-পুষ্পাঞ্জলি
দিব আমি পদ্মার চরণে
গর্ভের সন্তান লাগি।
কে ? নেড়া ?

নেড়ার প্রবেশ।

নেড়া। হাঁ, মা, আমি। প্রভু সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বাণিজ্য-যাত্রার আয়োজন কর্‌ছেন, মার যদি কোন দ্রব্যের অভিলাষ থাকে, তাই জান্‌তে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

সনকা। তার জন্যে তোকে পাঠিয়ে দিলেন! তিনি কি একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্য সাক্ষাৎ কর্‌বার অবসর পেলেন না ?

নেড়া। তা কেমন ক'রে জান্‌ব, মা—আমি ত সামান্য ভৃত্যমাত্র! তবে তাঁর বন্ধু সায়-সদাগরও নাকি এই সঙ্গে বাণিজ্যে যাচ্ছেন, তাই বোধ হয়—

সনকা। থাক্‌, কারণ জান্‌বার আমার প্রয়োজন নেই ; তবে আমার ইচ্ছা, এ সময় যেন না গেলেই ভাল হ'ত। জীবনে কখনও তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিই নি, আজও দোব না। হাঁ, তুই বলিস্‌—আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই।

নেড়া। যে আজ্ঞে। [গমনোদ্যোগ]

সনকা। নেড়া!

[নেড়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল]

নেড়া। মা!

সনকা। একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বি, নেড়া ?

নেড়া। কেন পার্‌ব না ? কাজের জন্যই ত নেড়া আছে, মা! এখন আদেশ করুন।

সনকা। দেখ্, বড় গোপনীয় কথা; তোর প্রভুকে বল্‌বি না ত?

নেড়া। আরে রামচন্দ্র—নেড়া সে পাত্তরই নয়!

সনকা। বেশ কথা! দেখ্, ছয়-ছয়টী আনন্দ-দুলালকে হারিয়ে আমি কি দুঃখে আছি, তা ত তুই জানিস্?

নেড়া। তা জানি বৈকি, মা! ঐ বুকে ছ' ছ' দাদাবাবুর শোকের আগুন জ্বল্‌ছে—কি ক'রে যে সহ্য কর্‌ছ, মা, তা তুমিই জান! তাই ত এক-একবার মনে হয়, বেটী চ্যাংমুড়ি কাণীকে পাই ত একবার টের পাইয়ে দিই! বেটীর যে চোখটী আছে, সেটীও গেলে দিয়ে বেটীকে একেবারে অন্ধ ক'রে দিই!

সনকা। ও কথা বলিস্ না, নেড়া—ওতে পাপ হয়!

নেড়া। বল্‌ব না—একশ'বার বল্‌ব! বেটী কি হাল্‌টাই না করেছে!

সনকা। সে বল্‌তে হয়, তোর প্রভুর কাছে গিয়ে বলিস্, এখন আমি যা বলি, তাই কর্।

নেড়া। বলুন।

সনকা। দেখ্, নেড়া! অদৃষ্টের দোষে ছয় পুত্র হারিয়েছি, তাই মনে করেছি, এবার গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণে দেবী মনসার পূজা কর্‌ব।

নেড়া। সে কি, মা! মনসার পূজা? চ্যাংমুড়ি কাণীর পূজা! অপদেবতার পূজা!

সনকা। অপদেবতার পূজা নয়, নেড়া, দেবী মনসার পূজা!

নেড়া। প্রভু শুন্‌লে যে অনর্থ বাধাবেন, মা?

সনকা। অনর্থ! কিসের অনর্থ? এর চেয়ে আর কি অনর্থ হ'তে পারে, নেড়া? দেবীর কোপে ছয়পুত্রকে হারিয়েছি, আর একজন আস্‌ছে,

তাকেও হারাব? না—না—তা পার্‌ব না—তা পার্‌ব না! নেড়া, আমি গোপনে দেবীর পূজা কর্‌ব, তুই পূজার আয়োজন ক'রে দে!

নেড়া। তাই ত, মা, এযে শাঁকের করাতে পড়্‌লুম! আমায় মার্জ্জনা কর, মা! প্রভুর আদেশ অমান্য ক'রে চ্যাংমুড়ি কাণীর পূজার আয়োজন কর্‌তে পার্‌ব না।

সনকা। নেড়া—

নেড়া। মা!

সনকা। পার্‌বি না?

নেড়া। কি বল্‌ব, মা—তুমিই ব'লে দাও! প্রভুর দাসানুদাস আমি, তুমিই ব'লে দাও, আমি কি কর্‌ব?

সনকা। যা, তোকে কিছুই কর্‌তে হবে না—আমি তোর সাহায্য চাই না, আমি নিজেই সব কর্‌ব; সন্তানের জন্য মা'র অসাধ্য কিছুই নাই! [প্রস্থান।

নেড়া। তাই ত, রাণী-মা ত পূজার আয়োজন কর্‌তে চল্‌লেন, রাজা শুন্‌লে একটা মহা অনর্থ বাধাবে। যাক্, যে যা করে করুক্, আমি নিমি-ত্তের ভাগী হ'তে যাই কেন? কিন্তু রাজার দেখাদেখি আমিও ত তাঁর সঙ্গে বাদ কর্‌ছি—তা তিনি দেবতাই হোন্, আর অপদেবতাই হোন্, তিনি যাই হোন্, তাঁর ঐ ফোঁস-চক্র বড় কম নয়! একবার লেলিয়ে দিলে আর রক্ষে নেই! দোহাই মা মনসা! আমার কথা ধ'রো না, বাবা—পেটের দায়ে চাকরী করি ব'লেই মনিবের মন রাখ্‌তে তোমায় অ-কথা কু-কথা বলি, কিন্তু অঁাতের কথা তুমি ত জান, মা! আড়ালে আব্‌ডালে তোমায় প্রণামও ক'রে থাকি। দোহাই মা, গরীবের পেছনে ফোঁস্-চক্কোর লেলিয়ে দিয়ো না, মা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জালু-মালুর গৃহ।

জালু, মালু জাল বুনিতেছিল এবং তাহাদের অনুচরগণের মধ্যে কেহ বিচালী পাকাইতেছিল, কেহ টাকু দ্বারা সূতা পাকাইতেছিল, কেহ কেহ জালবোনা শিখিতেছিল, কেহ বা তামাকু সাজিতেছিল। সকলে গাহিতেছিল।

গান।

জালু ও মালু।—ওরে লা আমাদের জরু, ছাওয়াল, বাপ, ভাই, মা।
ওই লায়ের দৌলতে মিলে রুটি পাণি দানা;

অনুচরগণ।— ভরা গাঙ্গে বাইও না ভাই লা॥

জালু ও মালু।—লা নিয়ে ভাই গাঙ্গে ফিরি,
জাল ফেলি আর মাছ ধরি,
তাই বেচে হয় দিন গুজারী
মাগীর পৈঁছে গুলিদানা;

অনুচরগণ।— ভরা গাঙ্গে বাইও না ভাই লা॥

জালু ও মালু।—মোরা মাগী মরদ বাইতে জানি,
নগদা কামাই নয় বেইমানী,
ঘর পর নাইকো মোদের
সবাই হয় আপনা,

পরের দরদ্ ছুখে বুক পেতে দিই
ভুকে যোগাই খানা ;

অনুচরগণ।— ভরা গাঙ্গে বাইও না ভাই লা ॥

["ওরে বাপ্ রে—কি হ'ল রে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে লখিয়ার প্রবেশ ; সকলে ভয়চকিত নেত্রে লখিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।]

জালু। কি হয়েছে, মা—কি হয়েছে ? কাঁদ্‌ছিস্ কেন ?

লখিয়া। ওরে বাবা রে—সর্ব্বনাশটী হইয়েছে রে !

জালু। আঃ, বল্ না ছাই, কি হয়েছে ?

লখিয়া। ওরে বাবা রে—কি হ'ল রে !

জালু। বেটীর কাণ্ড দেখ ! কি হয়েছে বল্‌বে না, খালি ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তেছে আর চেল্লাচ্ছে !

লখিয়া। আমি কি আর শুধু শুধু নাচ্‌ছি রে, বাবা ! আমার যে সর্ব্বনাশটী হইয়েছে রে !

মালু। আঃ, বল না কি হয়েছে ? কেউ মরেছে ?

লখিয়া। ষাট্—বালাই ! মরুক্ শত্রুরা ! ওরে বাবা রে—

মালু। তবে কি হয়েছে ?

লখিয়া। ওরে বাবা রে—স্বপ্ন রে !

জালু। তাই ভাল, আমি ভাব্‌ছিনু কি !

লখিয়া। ওরে সর্ব্বনেশে স্বপ্ন যে, রে বাবা !

জালু। স্বপ্ন কথার কথা—ওর জন্য আর ভাব্‌না কেন ?

লখিয়া। এ যে দেখা স্বপ্ন নয় রে, বাবা ! মা মনসা স্বপ্ন দিয়েছে, রে বাবা—

জালু ও মালু। মা মনসা দয়া করেছেন! কি স্বপ্ন দিয়েছেন, মা—কি স্বপ্ন দিয়েছেন?

লখিয়া। মা স্বপ্নে বলেছেন, জালু, মালুকে বড় গাঙে জাল ফেল্‌তে বল্; অগাধ ধন-রত্ন পাবি, আর আমার পূজা কর্।

জালু ও মালু। বেশ ত, মা—বেশ ত! আমরা বড় গাঙে জাল ফেল্‌ব, রাশ রাশ টাকা কড়ি পাব, মায়ের পূজো কর্‌ব, দেদার আমোদ ফুর্‌তি চালাবো!

লখিয়া। ওরে বাবা রে—অত টাকা কড়ি পেলে যে, বড় লোক হ'য়ে যাব রে—আর জাল ফেল্‌তে পাব না রে—লা খেয়া দিতে পার্‌ব না রে—ওরে বাবা রে—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

জালু। আ-মর্, মাগীর রকম দেখ, আমরা বড়লোক হব—মাগী তা চায় না!

লখিয়া। ওরে বড়লোক হ'লে যে, বৌ-বেটা সব পর হ'য়ে যায় রে—ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'য়ে যায় রে—মা-বেটার আলাদা সংসার হ'য়ে যায় রে! ওরে বাবা রে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

জালু। থাম্, মাগি—চেল্লাস্ নি; আমরা আজই সমুদ্রে জাল ফেল্‌ব। আয়, মালু—আয় তোরা চ'লে আয়—ডিঙ্গি চ'ড়ে সমুদ্রে জাল ফেলি গে আয়!

[লখিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লখিয়া। ওরে বাবা রে—আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে—আমরা কেন বড়লোক হচ্ছি রে—ওরে বাবা রে!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

নদী-তীর।

তরঙ্গবালাগণের জল-বিহার।

তরঙ্গবালাগণ।—

গান।

আমরা আকুল সলিল উরসে
মনোরঙ্গে বহিয়া যাই।
হিল্লোলে নাচি, পরশে না বাঁচি,
আপনি উঠি আপনি মিলাই।
আপন মনে কুলু কুলু স্বরে,
গাহি গান মোরা নবীন ঝঙ্কারে,
ব্যথিত বেদনা মুছাতে কামনা,
তাই কোথায় ব্যথিত খুঁজে বেড়াই॥

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে জালু]

জালু।—

গান।

ওরে মালু রে—ভাই রে—দাদা রে,
উঠিতে পড়িছে বাধা রে।
ওরে দাদা রে—মার বচনে
কেন বেইলাম জাল রে॥

লখিয়ার প্রবেশ।

লখিয়া। তাই ত, সাঁঝ হ'য়ে এল, এখনও যে আমার জালু মালু ফির্‌ল না! তাই ত, কি হবে? দোহাই মা মনসা—আমার জালু মালুকে ফিরিয়ে এনে দে, মা!

[নেপথ্যে জালু]

জালু।—

গান।

ওরে মাছ না পা'ইলাম গাঙ্গে
প্রাণ হারালাম গাঙ্গে,
বিপাকে পড়িয়া গেল প্রাণ
ওরে দাদা রে।

লখিয়া। ঐ না আমার জালু কাঁদ্‌ছে! দোহাই মা! আমার জালু মালুকে ফিরিয়ে এনে দে, মা! হায়—হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে—বাবা রে—

মাথায় ঘট লইয়া জালু, মৎস ধরিবার জাল প্রভৃতি লইয়া মালু ও অনুচরগণের প্রবেশ।

এই যে জালু—এই যে মালু—কি পেয়েছিস্, বাবা?

জালু। এই দেখ, কি পেয়েছি—[ঘটপ্রদর্শন]

লখিয়া। য়্যাঁ, ওতেই কি সোনাদানা, টাকাকড়ি সব আছে না কি রে! ওরে বাবা রে—কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে—

জালু। হাঁ, সোনা দানা আছে না আমার মাথা আর এদের মুণ্ডু আছে। এ মনসাদেবীর ঘট; এই ঘট পূজো কর্‌লে আর আমাদের দুঃখ থাকবে না।

লখিয়া ৷ য়্যা, বলিস্ কি ! মা মনসার ঘট ? দে—দে, আমার মাথায় চাপিয়ে দে—আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[মস্তকে ঘট লইয়া অগ্রে লখিয়া তৎপশ্চাৎ জালু মালু প্রভৃতির বন্দনা-গীত।]

সকলে।—

গান।

জয় দেবী মনসা মা, হরের নন্দিনী গো।
ওই শ্রীচরণ ছাড়িয়ে মোরা কোথায় বা যাইব গো ॥
আদ্যাশক্তি বট তুমি জগতের জননী গো।
দূর কর কালভয় কালের কামিনী গো ॥
অধীনের মন্দিরে যদি দয়া ক'রে এলে গো।
চরণ দিয়া শীতল কর, তাপিত প্রাণ জুড়াও গো ॥

সকলের গমনোদ্যোগ, সানুচর রাজ-সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। কি—তোদের এতবড় স্পর্দ্ধা যে, রাজার আদেশ অমান্ত ক'রে তোরা মনসার পূজা কর্ছিস ?

লখিয়া। হাঁ কর্ছি, তাতে হয়েছে কি ? আমরা যে ঠাকুর দেবতাকে মানি—তাঁর পূজো করি, তাতে রাজার কি বটে ?

সেনা। রাজার হুকুম, এ রাজ্যে মনসাপূজা নিষেধ। যে পূজো কর্বে, তাকেই শাস্তি নিতে হবে।

লখিয়া। ইস্—জোর নাকি ? ঠাকুর-দেবতার উপর আবার রাজার জোর কি ? আমরা মনসা মায়ের পূজো কর্ব, আমাদের খুসী !

সেনা। বটে—খুসী দেখাচ্ছি ! এই পাপিষ্ঠাকে আর এর পুত্রদ্বয়কে বন্দী কর—আর চূর্ণ ক'রে দে ঐ ঘট।

জালু। শাস্তি দিতে হয় আমাদের শাস্তি দাও, আমাদের বুড়ো মাকে ছেড়ে দাও।

সেনা। না, তা হবে না—মাগীর বড় লম্বা লম্বা কথা! দে, ঘট ভেঙে দে—

১ম অনু। সেনাপতি মশায়, ও আদেশ আমাদের করবেন না! রাজার ভৃত্য আমরা, রাজাদেশে এদের বন্দী কর্‌তে পারি; কিন্তু বিবেকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিবেকের অবমাননা কর্‌তে পারি না। শক্তির অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে রাজা করেন করুন, কিন্তু আমরা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি, নিজের ভাল-মন্দ ভাল ক'রেই বুঝি; জেনে-শুনে দেবতার অবমাননা ক'রে সর্ব্বনাশকে ডেকে আন্‌তে পার্‌ব না।

সেনা। তোমারও কি ঐ মত?

২য় অনু। শুধু মত নয়, সেনাপতি মশায়! আমি আপনাকেও অনুরোধ কর্‌ছি, আপনিও নিবৃত্ত হন্—সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ ক'রে আন্‌বেন না।

সেনা। অবাধ্য নফর! জেনে রাখ্, এ অবাধ্যতার শাস্তি তোরা পাবি। চল্—নিয়ে চল্ দুর্ব্বৃত্তদের—আর এদের দেবতার পূজা কেমন ক'রে কর্‌তে হয়, তা আমিই দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। [তরবারি উত্তোলন করিয়া ঘট ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিলে সহসা ঘটের উপরিস্থ আম্রপল্লবের মধ্য হইতে একটী অজগর সর্প সেনাপতির মস্তকে পতিত হইয়া তাহাকে দংশন করিল; সেনাপতি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অনুচরগণ—"ওরে বাবা রে—সাপ রে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল।]

উঃ, জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—বুঝি ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হ'য়ে গেল!

লখিয়া। দেখ্‌ছিস্ কি জালু, দেখ্‌ছিস্ কি মালু, একে ঘরে

নিয়ে চল্, এখনই দাওয়াই দিতে হবে। গোখ্রোয় কেটেছে—মনসার সঙ্গে বাদ করার ফল হাতে হাতে ফলেছে! চল্—চল্—দেরী করিস্ নি, দেরী কর্লে আর বাঁচাতে পার্ব না।

[জালু, মালু সেনাপতিকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল।]

আয়—আয়—তোরাও আয়—ভাল ক'রে মায়ের পুজো কর্তে হবে, আয়—চ'লে আয়!

সকলে। জয় মনসা মায়ীর জয়!

[সহসা সসৈন্য চাঁদসদাগরের প্রবেশ এবং হ্যাতাল যষ্ঠী দ্বারা মনসার ঘট চূর্ণ করণ]

চাঁদ। চুপ্—যদি বাঁচ্তে চাস্ ত ও নাম মুখে আনিস্ নি! জয়ধ্বনি কর্তে হয়, বল্—চাঁদরাজার জয়!

লখিয়া। কি কর্লি, রাজা?

চাঁদ। কি কর্লুম দেখ্তে পেলি নি, বুড়ি—আমার রাজ্যে অপ-দেবতার পূজা ঠিক এইভাবেই হবে। আর আমার আদেশ যে অমান্য কর্বে, তার শাস্তি মৃত্যু।

[সসৈন্য চাঁদসদাগরের প্রস্থান।

লখিয়া। জালু—মালু! আয় সব চ'লে আয়। যে রাজ্যের রাজা দেবতা মানে না, সে রাজ্যে আর লহমাও থাক্‌ব না। আয়—আয়—সবাই চ'লে আয়—সবাই চ'লে আয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

নেতা ও মনসার প্রবেশ।

মনসা। দেখ্‌লি, নেতা! চাঁদের আচরণটা দেখ্‌লি?

নেতা। তা দেখ্‌লুম বৈকি!

মনসা। মহাজ্ঞান হারিয়েছে, ধন্বন্তরীকে হারিয়েছে, কিন্তু এখনও তার দম্ভ গেল না! ছ' ছটা পুত্রকে হারিয়েও সে অচল—অটল!

নেতা। তাতেও দুঃখ হয় না, দেবি! কিন্তু ঘৃণায়—লজ্জায়—অপমানে মাথা কাটা যাচ্ছে—সেই জালু, মালুদের কাছে তোমার নিদারুণ অপমানটা দেখে! ধন্য সহ্য-শক্তি তোমার—এতখানি অপমান সহ্য ক'রেও সেই দাম্ভিক সদাগরকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে এখনও তুমি নিশ্চিন্ত রয়েছ! থাক্ তোমার পূজা—থাক্ তোমার প্রতিষ্ঠা—তোমার অপমানকারী দুর্ব্বৃত্তকে উপযুক্ত শাস্তি দাও! সংসারের আবর্জ্জনা সে—তাকে সংসার থেকে সরিয়ে দাও।

মনসা। মনে কর্‌লে তা এখনই পারি, নেতা! কিন্তু তাতে ত আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। দেব-সমাজে আমি মুখ দেখাতে পার্‌ব না। কি বলিস্, নেতা—নগণ্য একটা মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে পরাজিত হয়েছি—এ কলঙ্কের কথা যখন দেব-সমাজে প্রচারিত হবে, তখন আমার অবস্থাটা কি হবে, একবার ভেবে দেখ্ দেখি! চাঁদ পূজা না কর্‌লে মর্ত্তে আমার পূজা প্রচলিত হবে না—শুধু সেই আশায় সমস্ত অপমান নীরবে সহ্য ক'রে আজও তাকে ক্ষমা কর্‌লুম। কিন্তু—কিন্তু নেতা—কেমন

ক'রে আমার আশা পূর্ণ হবে ? একটা উপায় কর্, নেতা—চাঁদকে বাধ্য কর্‌তে একটা উপায় কর্।

নেতা। ছয়-ছয়টা পুত্রের শোক যে অম্লানবদনে সহ্য কর্‌তে পারে—নিদারুণ পুত্রশোকে যার হৃদয় এতটুকু বিচলিত হয় না, তাকে কি উপায়ে বাধ্য কর্‌বে, দেবি ? নারীর হৃদয়ে পুত্রশোক অসহ্য, তাই সনকা আমার পরামর্শে তার গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল কামনায় স্বামীর অজ্ঞাতে তোমার পূজা কর্‌তে সম্মত হয়েছে। কিন্তু এ পূজার পরিণাম কি—তাকি একবার ভেবে দেখেছ, দেবি ? চাঁদ যখন শুন্‌বে যে, তারই অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নী তারই ইষ্টদেবীর মন্দিরে তোমার ঘটস্থাপনা করেছে, তখন সে দাম্ভিক রাজা কি কর্‌বে, তা কি একবার কল্পনা কর্‌তে পার, দেবি ? তোমার অপমানের সঙ্গে সঙ্গে সে বোধ হয়, পত্নীহত্যা কর্‌তেও এতটুকু দ্বিধা কর্‌বে না। এখন বুঝ্‌ছি, দেবি—সনকাকে এ পরামর্শ দিয়ে ভাল করি নি !

মনসা। তাই ত—তাই ত, নেতা—কাজটা ভাল করিস্ নি ! মর্ত্তে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদের শত অপমান নীরবে সহ্য কর্‌তে পারি—যদি বুঝি উপায় আছে। কিন্তু উপস্থিত সনকার রক্ষার উপায় কি ?

নেতা। সে ভাবনা তোমার-আমার ভাব্‌তে হবে না। সতী নারী সে—সতীর মর্য্যাদা যিনি চিরদিন রেখে আস্‌ছেন, তিনিই সতীকে রক্ষা কর্‌বেন। এখন পরের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজের ভাবনা ভাব।

মনসা। ভেবেছি অনেক—ভাব্‌ছিও অনেক ; কিন্তু ভেবে ত কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না, নেতা ?

নেতা। নিদারুণ পুত্রশোকে যার হৃদয় বিচলিত হয় না, জীবন-মরণের সংগ্রামে সে কি জীবনের আশা পরিত্যাগ কর্‌বে মনে কর ?

মনসা। সেটা অনুমান করা শক্ত !

নেতা। তবে কার্য্যক্ষেত্রেই তার পরীক্ষা হোক্।

মনসা। তা' হ'লে সে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাক্‌তে হবে ত?

নেতা। বেশিদিন নয়—সে সুযোগ হাতের কাছে বল্‌লেই হয়!

[নেপথ্যে ঢেঁ রাদারগণের গীতধ্বনি ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং]

মনসা। চ'লে আয়, নেতা! দুর্ব্বৃত্ত রাজ-অনুচরগণের মুখে এই অপমান-সূচক কটুবাণী আর শুন্‌তে পারি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ঢেঁর্‌রাদারগণের প্রবেশ।

ঢেঁর্‌রাদারগণ।—

গান।

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং।
মনসা পূজা কর্‌বে যে—
তাকে মশানেতে ছ্যাড্যাং ড্যাং॥
যাদের ঘরে হবে পূজা,
তাদের হবে এমনি সাজা,
পুরুত-ঠাকুর পার পাবে না
পৈতে খুলে ভাঙ্‌ব ঠ্যাং॥
রাজার হাতে হ্যাতাল বাড়ী,
ঘট্ ভাঙ্‌ছে কাঁড়ি কাঁড়ি,
সাগর পারে মনসা গেল
সাপের রাজা হ'ল ব্যাঙ্॥

নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

সিংহাসনে চাঁদ-সদাগর, জনৈক সেনানায়ক, নেড়া, প্রতিহারী প্রভৃতি আসীন। ভক্ত স্ত্রী-পুরুষগণের গীত।

পুরুষগণ।—

গান।

জয় হর শঙ্কর শিব-শুভঙ্কর আদিদেব পশুপতি।
ভূতনাথ গঙ্গাধর পিনাকী মহেশ্বর আশুতোষ অগতির গতি॥

স্ত্রীগণ।— পতিতপাবনী ভবেশভামিনী নৃমুণ্ডমালিকে অম্বিকে,
গিরীন্দ্র-নন্দিনী শ্যামা ত্রিনয়নী, বিঘ্নবিনাশিনী চণ্ডিকে,

পুরুষগণ।— ত্রিপুরাসুরহর, ভোলা মহেশ্বর,
বাঘাম্বর ধর ভালে শশাঙ্ক ভাতি॥

স্ত্রীগণ।— দনুজদলনী দুরিতবারিণী,
শিবানী সর্ব্বাণী কপালমালিনী,

পুরুষগণ।— শিরে অহি-গরজন, বিভূতিভূষণ
হাড়মাল গলে নখরে বালার্ক পাতি॥

[ভক্ত স্ত্রী-পুরুষগণের প্রস্থান।

চাঁদ। নেড়া, আমার আদেশ-অমান্যকারীদের এইবার নিয়ে আয়। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার আদেশ রাজ্যে সম্যক্ প্রচার হয় নি। নইলে একজন নয়, দুইজন নয়—এতগুলো লোক আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে কেন?

[নেড়া প্রতিহারীকে ইঙ্গিত করিল, প্রতিহারী চলিয়া গেল]

নেড়া। প্রভুর আদেশ প্রজাদের মধ্যে বেশ ভাল ক'রেই জানান্ দেওয়া হয়েছে। ঢেঁড়্রাদারেরা এখনও গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঐ আদেশ প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে।

জালু, মালু, ধীবরপত্নী-বেশিনী নেতা ও অন্যান্য বন্দিনীগণ সহ প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ।

চাঁদ। আমার আদেশ অমান্য ক'রে তোমরা অপদেবতার পূজা করেছ, তার জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি নিতে হবে, তা জান?

১ম বন্দী। দোহাই রাজা—আমাদের কোন অপরাধ নেই; আমরা বড় গরীব, দিনমজুরী ক'রে যা পাই, তাতে কোনদিন পেটভ'রে খেতে পাই, কোনদিন আধপেটা খেয়ে থাকি। মনসাপূজা কর্‌লে আমাদের দুঃখ ঘুচে যাবে এই লোভ দেখিয়ে [নেতাকে দেখাইয়া] এই মাগী আমাদের মনসা-পূজা কর্‌তে বলে; পেটের দায়ে লোভে প'ড়ে আমরা পূজা করেছি; আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আর আমরা ঐশ্বর্য্য চাই না—দিনমজুরী ক'রে দুমুঠো জোটে খাব, নইলে উপোস ক'রে থাক্‌ব, তবুও মহারাজের আদেশ কখনও অমান্য কর্‌ব না।

চাঁদ। কে এ রমণী?

১ম বন্দী। তা জানি না, রাজা! একে কখনও আগে দেখি নি—চিনিও না। জেলের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়েছে।

চাঁদ। যাও, বন্দি—এবার তোমায় মার্জ্জনা কর্‌লুম। কিন্তু সাবধান—অপদেবতার পূজা দূরে থাক্, তার নাম পর্য্যন্ত মুখে এনো না।

[প্রথম বন্দীর প্রস্থান।

২য় বন্দী। রাজা! আমারও কোন দোষ নেই; এই বহুরূপিণী রমণী গোয়ালিনী বেশে আমার গৃহে দধি বিক্রয় করেছিল। পাপিষ্ঠা সেই দধিতে বিষ মিশ্রিত ক'রে দেয়। দধি খেয়ে আমার একমাত্র পুত্রের

জীবন সঙ্কটাপন্ন হ'লে এই রমণীই আমায় মনসা-পূজা করতে উপদেশ দেয়। একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করতে আমি মনসা-পূজা করেছিলুম।

চাঁদ। বুঝেছি, তোমাকেও এবার মার্জ্জনা করলুম ; কিন্তু সাবধান! যাও—

[দ্বিতীয় বন্দীর প্রস্থান।

জালু মালু, তোমরা আমার আদেশ শুনেছ ?

জালু। শুনেছি, রাজা!

চাঁদ। তবে অমন সমারোহ ক'রে অপদেবতার পূজার আয়োজন করছিলে কেন ?

নেতা। তার উত্তর আমি দোব, রাজা ; কিন্তু তার পূর্ব্বে রাজ-সকাশে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

চাঁদ। রাজদ্রোহিণি! তোর আবার জিজ্ঞাস্য কি ?

নেতা। গরীব প্রজা ব'লে কি জিজ্ঞাসা কিছু থাকতে পারে না, রাজা ? স্বীকার করি, আমি রাজার আদেশ অমান্য ক'রে রাজদ্রোহিতা করেছি ; কিন্তু রাজা—এ রাজদ্রোহিতা—আমি একজন সামান্য প্রজা—আমা অপেক্ষা কোন উচ্চতর ব্যক্তি ক'রে থাকে, তার শাস্তি কি হ'তে পারে, রাজা ?

চাঁদ। তোর চেয়ে উচ্চতর ?

নেতা। শুধু উচ্চতর নয়—যদি সে রাজসম্মানের অধিকারী হয় ?

চাঁদ। মিথ্যাকথা! বল্, কুহকিনি—কে সে ?

নেতা। সে আমা অপেক্ষাও কুহকিনী—আমার কুহক-মন্ত্রে ভুলেছে দুটো অসভ্য অজ্ঞ ছোটলোক, আর তার কুহক-মন্ত্রে ভুলে আছে স্বয়ং রাজা—নইলে সে রাজার চোখের সম্মুখে ব'সে এমনি ভাবে রাজদ্রোহিতা করছে, আর অন্ধ রাজা সেদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে শাস্তি দিতে

চলেছেন—রাজ্যের এক নিভৃত পল্লীর কুটিরবাসী এক দীন সহায়হীন প্রজাকে ! চমৎকার বিচার !

চাঁদ। হেঁয়ালী রাখ, নারি ! বল, কে সে কুহকিনী ?

নেতা। শুন্‌বে, রাজা ! সে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—জীবন-সঙ্গিনী রাজ্ঞী সনকা।

[নেপথ্যে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি]

ঐ শোন, রাজা—দেবীর আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ! বল, রাজা—আগে দণ্ড দেবে কাকে ? তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে না তোমার এই অনশনক্লিষ্ট দীন প্রজাকে ?

চাঁদ। নেড়া—নেড়া—এ রমণীর কথা কি সত্য ? আমরা কি তবে সসর্প গৃহে বাস কর্‌ছি ? চুপ্‌ ক'রে রইলি যে ? উত্তর দে—রমণীর কথা সত্য কি না ? কি—তথাপি নিরুত্তর ? বুঝেছি, রমণী মিথ্যা বলে নি। তবে আর কাকে শাস্তি দোব ? নিজের গৃহে যার আদেশ মূল্যহীন, তার আদেশ অপরে মান্‌বে কেন ? নেড়া—

নেড়া। প্রভু !

চাঁদ। পার্‌বি ?

নেড়া। কি কর্‌তে হবে, প্রভু ?

চাঁদ। আমার ইষ্টদেবীর মন্দিরে যে চ্যাংমুড়ী কাণীর মঙ্গলঘট স্থাপন করেছে, তা পদাঘাতে চূর্ণ কর্‌তে ?

নেড়া। প্রভু—

চাঁদ। বুঝেছি, পার্‌বি না ; সে ঘট এখানে আন্‌তে পার্‌বি ?

নেড়া। প্রভু !

চাঁদ। বুঝেছি, তাও পার্‌বি না—অপদার্থ তুই ! আমায় দেখিয়ে দিতে পার্‌বি, কোথায় সে ঘট ?

নেড়া। [স্বগত] অপরাধ নিয়ো না, মা মনসা—যা কর্‌ছি সব পেটের দায়ে। [প্রকাশ্যে] পার্‌ব, প্রভু!

চাঁদ। তবে আয়—চ'লে আয়।

[চাঁদ-সদাগর ও নেড়ার প্রস্থান।

জালু। ভারি মতলবটা বা'র করেছ কিন্তু ; তুমি কে বট, মা?

নেতা। আমি তোমাদেরই মত মনসাদেবীর একজন ভক্ত।

মালু। বলিহারি তোমার বুদ্ধি যা হোক্—আমাদের পরাণটা বাঁচিয়ে দিলে!

নেতা। পাগল, আমার কি শক্তি—সবই মনসা দেবীর খেলা!

জালু। গড় কর্, রে মালু—মা মনসাকে গড় কর্, আর এ মা লক্ষ্মীকেও একটা গড় কর্।

[জালু-মালুর তথাকরণ]

ঘট লইয়া অগ্রে চাঁদ-সদাগর, তৎপশ্চাৎ সনকা ও নেড়ার প্রবেশ।

সনকা। ওগো রাজা—ওগো প্রভু! ভেঙো না গো—ভেঙো না।

চাঁদ। ভাঙ্‌ব কেন, সনকা? আমি পূজা কর্‌ব!

সনকা। মায়ের ইচ্ছায় তোমার তেমনি সুমতিই হোক্। তুমি জান না—কি যাতনা আমি অহরহঃ ভোগ কর্‌ছি—মা হ'য়ে ছয় পুত্রকে কালের মুখে তুলে দিয়েছি! তোমার মুখ চেয়ে কোন কথা বলি নি। এখন আমার শূন্য কোল পূর্ণ কর্‌তে আর একজন আস্‌ছে, তাই তার কল্যাণ-কামনায় পদ্মার চরণে পদ্ম পুষ্পাঞ্জলি দিতে মানস করেছি। তোমার পায়ে ধরি, আমার সে সাধে বাদ সেধো না। দাও—দাও—আমার ঘট ফিরিয়ে দাও।

চাঁদ। এই যে দিই—ছয় পুত্র গিয়েছে আবার পুত্র হবে—ছয় পুত্রের শোক ভুলিয়ে দেবে—ঘট ফিরিয়ে দোব না—দোব বৈ কি! সনকা—

সনকা। প্রভু—

চাঁদ। সনকা, তোমার এই প্রবৃত্তি? স্বামীর প্রতিকূলাচরণ ক'রে আদর্শ সতীর পরাকাষ্ঠা দেখালে—এমন না হ'লে স্ত্রী! ভেবো না, সনকা—আমিও এ ঘট পূজা করব। করব না? তুমি যে পুত্রবতী হবে! র'সো—সেনাপতি, আমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজাও, আমি বাণিজ্য-যাত্রা করব—আজই—এখনই—

[সেনানায়কের প্রস্থান।

নেড়া—না থাক্—সনকা, ভাল ক'রে পূজার আয়োজন করেছ ত? [ঘট পদাঘাতে চূর্ণ করিলেন] কেমন—কেমন—পূজা হ'ল! নেড়া, আমার যাত্রার আয়োজন ক'রে দে এখনই—এই মুহূর্ত্তে। [গমনোদ্যোগ]

নেতা। এখন আমাদের প্রতি কি আদেশ হয়, রাজা?

চাঁদ। মুক্ত তোমরা—যথা ইচ্ছা যেতে পার। হাঁ, আর এক কথা; নেড়া, নগরে নগরে ঘোষণা ক'রে দে—আমার রাজ্যে মনসার পূজা এই-ভাবেই হবে।

সনকা। ওগো স্বামি—ওগো প্রভু—কোথা যাও?

চাঁদ। শোন, সনকা! যে গৃহে চ্যাংমুড়ী কাণীর মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়, সে গৃহে চাঁদ-সদাগর এক লহমাও অবস্থান করবে না।

[প্রস্থান।

সনকা। ওগো স্বামি! ওগো দেবতা! ফেরো—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

নেপথ্যে চাঁদ। না—না—না—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সায়-সদাগরের বাটী।

জনৈক সাপুড়ে গাহিতেছিল এবং সাপ খেলাইতেছিল।

গান।

খেলে খেলে রে মোহন কালিয়া।
ফণা বিথারি টলিয়া টলিয়া॥
মোহন স্বরে বাঁশরী বোলে,
ঠুম্‌কি কালিয়া নাচে তালে তালে,
গলে ঘুঙুর বোলে রিণিকি রিণিকি,
মাতুয়ারা কালিয়া প্রেমরসে রসিয়া॥

সায়-সদাগর ও বেহুলার প্রবেশ।

বেহুলা। নাচ্ যে হ'য়ে গেল, বাবা, এখন তুমি কি দেখাতে নিয়ে এলে? তুমি ভারি দুষ্টু!

সায়। বল্লেই ত পার, মা—তুমি বল ত ও আবার নাচ দেখাবে।

বেহুলা। তা দেখাক্; কিন্তু যে নাচ্‌টা হ'য়ে গেল, সেটা ত আর দেখ্‌তে পেলুম না। আমি কোথায় মনে কর্‌লুম, সর্পিণীর নাচ দেখে আমিও সর্প-নৃত্য শিখ্‌ব, তা তোমার জন্য হ'ল না!

সায়। এ আবার তোর কি সখ্ বল্ দেখি? সাপ খেল্‌ছে, অমনি তোর সর্পনৃত্য শেখ্‌বার সখ্ হ'ল!

বেহুলা। কেন, সখ্ হয় না বুঝি? তোমার সখ্ নেই ব'লে কি সবাই তোমার মত হবে নাকি? এই তুমি সেদিন বাণিজ্য ক'রে ফিরে এলে, আমি তোমায় কত জিনিস আন্‌তে ব'লেছিলুম, তোমার সখ্ নেই, তাই কিছুই আন্‌লে না। আমায় ত তুমি ভালবাস না—যদি ভালবাস্‌তে, তা' হ'লে এমনটা কর্‌তে পার্‌তে না—কখ্‌খনো পার্‌তে না!

সায়। পাগলী মেয়ে, তোকে ভালবাসি না আমি! তুই যে, আমার নয়নের মণি—আমার সর্ব্বস্ব! তুই যা চেয়েছিলি, তার চেয়ে আমি কত বেশি জিনিস তোর জন্য এনেছি, তবু বল্‌ছিস্ আমি কিছু আনি নি?

বেহুলা। ও সব জিনিস কি আমি চেয়েছিলুম? যা চেয়েছিলুম, তা' ত আন্‌লে না! ওঃ—তুমি আমায় কথায় কথায় নাচের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছ—আমি কিন্তু ভুলি নি! বল না, বাবা, ওকে আবার নাচাতে; আমি সাপের নাচ শিখ্‌ব।

সায়। সাপুড়ে, তুমি তোমার সাপ্‌কে আর একবার নাচাও, আমার কন্যা বেহুলা সেই নাচ দেখে নাচ শিখ্‌বে।

সাপুড়ে। প্রভু! আমরা গরীব লোক; পেটের দায়ে দুটো পয়সার জন্য বাড়ী বাড়ী সাপ খেলিয়ে বেড়াই। এক জায়গায় যদি পেট ভরে, পাঁচ বাড়ী ঘোরার দায় থেকে বেঁচে যাব। এখন প্রভুর অনুমতি পেলে আবার আমি সাপের খেলা দেখাব—

বেহুলা। তুমি পেট ভ'রে খেতে পেলেই সাপের নাচ দেখাবে ত? তা বেশ—তুমি নাচ দেখাও, আমি তোমায় পেট ভ'রে খেতে দোব।

সাপুড়ে। এমন দয়াময়ী মা'র দয়া থাক্‌লে কি আর আমাদের মত গরীবকে পেটের ভাবনা ভাব্‌তে হয়! দেখ, মা—আমি আবার কালিয়ার খেলা দেখাচ্ছি।

বেহুলা। আমি শুধু দেখ্‌ব না, আমি তোমার ঐ সাপের সঙ্গে তালে তালে নাচ্‌ব ; আমি নাচ শিখ্‌তে চাই।

সাপুড়ে। বেশ, তাই কর, মা! আও বেটা কালিয়া।

[সাপুড়ে সাপ খেলাইতে লাগিল এবং গাহিতে লাগিল ; বেহুলা তদ্দর্শনে তালে তালে নাচিতে লাগিল।]

গান।

রেংতে রেংতে চলে মেরা মোহন কালিয়া।
জ্বলে উজল মিটি মিটি আঁখিয়া।
রসে ডগমগ তনুয়া টল টল টলে,
যব সাপ্‌টী লপ্‌টী ভুম বিছাওে,
দুঁহু গাল বহি লালি ঝরে ঘন ফোঁসিয়া ফোঁসিয়া॥

মা, চমৎকার তোমার নাচ—আমার কালিয়াও হার মেনেছে!

বেহুলা। এইবার আমার সঙ্গে এস, তোমায় পেট ভ'রে খেতে দোব। এস, বাবা—

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

সনকা ও নেড়া।

সনকা। দিনের পর দিন—মাস, মাসের পর বৎসর—এমনি ক'রে কত বছর কেটে গেল ; কিন্তু কৈ, নেড়া—আজও তাঁর কোন সংবাদ পেলুম না! নেড়া, অভাগিনীর পোড়া কপাল বুঝি পুড়েছে, নইলে—উঃ, সে কতদিন—কতদিন—

নেড়া। কেঁদো না, মা—কেঁদে ফল কি? আশায় বুক বাঁধো, প্রভু আমার তেমন নন্। আমার মন বল্ছে, মা—তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আস্বেন।

সনকা। নেড়া, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! তিনি আস্বেন—আস্বেন, নেড়া?

নেড়া। নিশ্চয়ই আস্বেন।

সনকা। আমি লখিনের কল্যাণে মনসার পূজা করেছিলুম—আর করেছিলুম ব'লেই বাবা লখিনকে পেয়েছি; কিন্তু তাঁকে হারিয়েছি—বুঝি আর তিনি আস্বেন না!

নেড়া। পাগ্‌লী বেটী! অত উতলা হ'লে কি কাজ চলে? তিনি আজ না আসে দু'দিন পরে, না হয় দু'মাস পরে, না হয় দু'বছর পরে আস্বেন; তা ব'লে কি দিন রাত্রি কান্না ভাল? প্রভু আমার তেমন লোকই নন্, তালপাতার আগুনের মত তাঁর রাগ—এই দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল আবার তখনই খপ্ ক'রে নিবে গেল। আমি বল্ছি, মা—তিনি

নিশ্চয়ই আস্‌বেন ; তুমি কান্নাকাটি ছেড়ে, মা মঙ্গল-চণ্ডীকে ডাক—তাঁর পূজা মানত কর। তুমি যদি এমনি দিন রাত্তির কান্নাকাটি কর, তা' হ'লে লখিন ভাইকে রাখা দায় হ'য়ে উঠ্‌বে। তারও জ্ঞান হয়েছে, সে আমায় একলা পেলে প্রায়ই প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করে। আহা, জ'ন্মে অবধি বাপ্‌কে দেখে নি, দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়, বৈকি! শেষে তোমার ঐ রকম কান্নাকাটি দেখ্‌লে হয় ত সেও বাপকে খুঁজ্‌তে বাড়ী থেকে চ'লে যাবে, তখন কি কর্‌বে বল দেখি ? কেঁদেও যে কূল পাবে না!

সনকা। নেড়া, মনে করি কাঁদ্‌ব না, কিন্তু পারি না। যখনই মনে হয়, আমার জন্তই আজ স্বামী আমার দেশত্যাগী, তখনই আমার বুকের ভেতর আগুন জ্ব'লে ওঠে—চোখ ফেটে জল আসে, কিছুতেই সাম্‌লাতে পারি না। নেড়া, সত্যি তোর মন বল্‌ছে তিনি আস্‌বেন ?

নেড়া। হাঁ গো হাঁ—একশো বারই ত বল্‌ছি আস্‌বেন—আস্‌বেন—আস্‌বেন—[স্বগত] মাগীর আর কিছুতেই পেত্যয় হবে না! কি ফ্যাসাদেই পড়্‌লুম গা—মাগীকে নিয়ে আমি করি কি! এই রে—এই সেরেছে—লখিন ভাই আস্‌ছে! [প্রকাশ্যে] ওগো মা, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার ঐ চোখের পাণি মুছে ভাইটীর সঙ্গে দুটো কথা কও—অনর্থের উপর আর অনর্থ বাধিয়ো না!

লখিন্দরের প্রবেশ।

লখি। মা, আমি সব শুনেছি—কেন যে তুমি দিন-রাত্রির কাঁদো, তারও কারণ জেনেছি, আর তুমি আমায় বাজে কথায় ভোলাতে পার্‌বে না।

নেড়া। পাগল আর কি! মা আমার দিন-রাত্তির কাঁদ্‌বে কেন? কে বলেছে তোমায়? মিথ্যা কথা—ডাহা মিথ্যা কথা!

লখি। না নেড়াদাদা, তার কথা মিথ্যা নয়! মা আমার কাছে কোন কথা ভাঙেন না, একলা ব'সে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদেন—কেন কাঁদেন, তা সে বলেছে। সে বলেছে, মা'র এ দুঃখের কারণ আমি—আমার জন্যই মা মনসার পূজা করেছিলেন, তাই পিতা দেশত্যাগী হয়েছেন। আমি মা'র এ দুঃখ দূর করব—আমি পিতার সন্ধানে যাব—তাঁর পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌ব—যেমন ক'রে পারি, তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আন্‌ব। আমায় অনুমতি দাও, মা!

নেড়া। পাগল! এ সব ডাহা ডাহা মিথ্যে কথাগুলো কে তোকে বল্‌লে বল্‌ দেখি?

লখি। না নেড়া দাদা, এর একবর্ণও মিথ্যা নয়! মা, তুমিই বল ত—আমার মুখের দিকে চেয়ে বল ত, যা শুনেছি তা সত্য কি মিথ্যা?

নেড়া। [স্বগত] মাগী এইবার গোল বাধালে দেখ্‌ছি!

লখি। চুপ্‌ ক'রে রৈলে কেন, মা? বল—

সনকা। আমার বুকে শত বজ্রাঘাত হ'লেও তোর মুখের দিকে চেয়ে আমি মিথ্যা বল্‌তে পার্‌ব না, বাবা! বাবা লখিন, যা শুনেছিস্‌ সব সত্যি; কিন্তু তুই যাই বল্‌, আমি তোকে কিছুতেই অনুমতি দোব না—দিতে পার্‌ব না—না—না—প্রাণান্তেও না!

নেড়া। [জনান্তিকে] মাগীর সব অনাছিষ্টি—যখন অনুমতি দিতেই পার্‌বে না, তখন কথাটা চেপে গেলেই হ'ত! [লখিন্দরের প্রতি] ছি, দাদা—ও সব পাগ্‌লামী রাখ; তুমি ছেলে মানুষ—তিনি কোথায় সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে বাণিজ্যে গেছেন, তুমি সেখানে কেমন ক'রে যাবে, ভাই? ছিঃ, ও সব মত্‌লব ছেড়ে দাও—চল দু' ভায়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে একটু সহর বেড়িয়ে আসি; শুন্‌ছি নাকি সহরে একটা খুব বড় রকমের তামাসা হচ্ছে! চল—দু'ভায়ে তাই খানিক দেখে আসি।

লখি। তামাসা! নেড়াদাদা, এই বিশ বৎসর ধ'রে যে তামাসা দেখে আস্‌ছি, তাতেই আমার তামাসা দেখার সখ্ মিটে গেছে! সাত-সমুদ্র তের নদীর পারেই হোক্ আর মৃত্যুর দুয়ারেই হোক্, আমি পিতার সন্ধানে যাব। মা, আমায় অনুমতি দাও—

সনকা। না—না—তা হবে না—তা পার্‌ব না—তোকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌ব না! আনন্দদুলাল—বাপ্‌রে আমার—মায়ের অনুরোধ রাখ্—এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্!

লখি। পিতার প্রতি সন্তানের যা কর্ত্তব্য, আমি সেই কর্ত্তব্যের আহ্বানে চলেছি, কেন তুমি তাতে আমায় বার বার নিষেধ কর্‌ছ, মা?

সনকা। কেন নিষেধ কর্‌ছি, তা তুই কি জান্‌বি? অভাগিনী মায়ের ব্যথা তুই কি বুঝ্‌বি? দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ ক'রে বুকের রক্ত দুধ ক'রে খাইয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টী ক'রে—একটী নয়—দুটী নয়—ছয় ছয়টীকে যমের মুখে ধ'রে দিয়ে এখনও প্রাণ ধ'রে আছি—শুধু তোর মুখ চেয়ে! তুই যদি ব্যথা না বুঝ্‌বি, তা' হ'লে আর কে বুঝ্‌বে, বাবা? বাবা লখিন্—

লখি। মা, আমি তারই মুখে শুনেছি—পিতা যখন বাণিজ্য-যাত্রা করেন, তখন তাঁর বন্ধু সায়-সদাগরও বাণিজ্য-যাত্রা করেছিলেন। শুনেছি, সদাগর নাকি দেশে ফিরে এসেছেন। তা' হ'লে অনুমতি দাও, মা—আমি তাঁর কাছে পিতার সংবাদ নিয়ে আসি।

সনকা। যদি সে অনুমতি দিই, তোকে একলা যেতে দোব না।

লখি। বেশ, নেড়াদাদা আমার সঙ্গে যাবে; বল, অনুমতি দেবে?

সনকা। ভাল, তাই হবে; এখন চল্—খাবি চল্।

[লখিন্দরের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

নেড়া। ইচ্ছে হচ্ছে, প্রভু যেমন হাতালবাড়ি দিয়ে সাপের মাথা ভাঙ্‌তেন, আমিও মনসা বেটীর মাথাটাকে তেমনি ক'রে গুঁড়িয়ে ফেলি! এমন সংসারটা বেটী নয়-ছয় ক'রে দিতে বসেছে গো! ইস্, রাগের মাথায় কল্লু কি? কথাগুলো বে-টক্করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! দোহাই মা মনসা, গরীবের ওপর রাগ ক'রে ফোঁস্-চকোর লেলিয়ে দিয়ো না, মা! আমি আগে থেকেই তোমার পায়ে গড় কর্‌ছি—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সায়-সদাগরের বাটী।

সায়-সদাগর ও লখিন্দর।

সায়। চাঁদ-সদাগর তোমার পিতা?

লখি। হাঁ, তিনিই আমার পিতা।

সায়। তুমি বোধ হয়, তোমার পিতাকে দেখ নি?

লখি। না।

সায়। কেমন ক'রেই বা দেখ্‌বে—তখন তোমার জন্ম হয় নি। সে আজ বিশ বৎরের কথা, আমরা দুই বন্ধু বাণিজ্যযাত্রা করি; কিছুদিন এক সঙ্গে থেকে উভয়ে উভয়দিকে যাত্রা কর্‌লুম। সেই থেকে আমিও তোমার পিতার কোন সংবাদ পাই নি।

লখি। তা' হ'লে আপনি আমার পিতার কোন সংবাদ জানেন না?

সায়। কেমন ক'রে জান্‌ব, বৎস! আমি বহুদিন পূর্ব্বে ফিরে এসেছি, তোমার পিতা এখনও ফেরেন নি। বাণিজ্য-যাত্রা কালে আমরা

উভয়ে কল্পনায় গড়া এক অভিনব আশা নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলুম। এখন দেখ্‌ছি, করুণাময় জগদীশ্বর আমাদের সে আশা পূর্ণ করেছেন; জানি না, করুণাময় আমাদের সে আশা পূর্ণ কর্‌বেন কি না! [স্বগত] বড় আশা আছে—আমার স্নেহের প্রতিমা বেহুলাকে চাঁদের পুত্র-হস্তে অর্পণ কর্‌ব। এই রূপবান্ গুণবান্ যুবকই বেহুলার যোগ্য পাত্র। বিধাতা কি আমার সে সাধ পূর্ণ কর্‌বেন?

বেহুলার প্রবেশ।

বেহুলা। বাবা—বাবা—কোথায় গেল তোমার সে অতিথি? আমায় একবার দেখিয়ে দাও ত, আমি তাকে শাস্তি দোব।

সায়। ছি, মা! ও কথা মুখে আন্‌তে নেই। অতিথি—গৃহী-মাত্রেরই পূজনীয়।

বেহুলা। হোক্ পূজনীয়! সে যদি গৃহীর অনিষ্ট করে, তা' হ'লেও কি গৃহী তার পূজা কর্‌বে?

সায়। কি বল্‌ছিস্, পাগ্‌লী মেয়ে! গৃহে পদার্পণ ক'রে অবধি অতিথি এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সঙ্গ ছাড়া হয় নি, সে তোর অনিষ্ট কর্‌লে কেমন ক'রে?

বেহুলা। সে না করুক্, যদি তার কোন সঙ্গী অনিষ্ট করে, তার জন্য দায়ী হবে কে?

লখি। আমার সঙ্গীর মধ্যে ত এক ময়ূর, সে তোমার কি অনিষ্ট করেছে?

বেহুলা। আমি যার কাছে নাচ শিখি, সেই কালিয়াকে বধ করেছে। এখন আমি নাচ শিখ্‌ব কেমন ক'রে? আমার যে, সর্প-নৃত্য এখনও ভাল ক'রে শেখা হয় নি।

লখি। দুর্ব্বৃত্ত কাকে বধ কর্‌লে! কে সে কালিয়া, বালিকা?

বেহুলা। বল্‌লেও তুমি তাকে চিন্‌তে পার্‌বে না। সে একজন আমায় দিয়ে গেছ্‌ল—নাচ শিখ্‌ব ব'লে—তাকে পেটভ'রে খেতে দিয়েছিলাম—আঁচল ভ'রে অর্থ দিয়েছিলুম। সেও আর আস্‌বে না, আমার নাচ শেখাও হবে না। [ক্রন্দন]

লখি। কেঁদো না, বালিকা! তুমি সাপের নাচ দেখে মোহিত হয়েছ; কিন্তু ময়ূরের নাচ দেখ্‌লে আরও মোহিত হবে। তুমি নাচ শিখ্‌তে চাও, আমি তোমায় আমার ময়ূরটী দোব, তুমি তার কাছে নাচ শিখো। তবে দেবার আগে একবার মা'র কাছে অনুমতি নিতে হবে।

নেড়ার প্রবেশ।

নেড়া। ভ্যালা ময়ূর পুষেছ, দাদা! দেশের সাপ একেবারে সাফ্‌ ক'রে দিলে। আহা, প্রভু আমার যদি আগে এইরকম একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে গোটাকতক ময়ূর পুষ্‌তেন, তা' হ'লে হাতল বাড়ি নিয়ে সাপের পেছু পেছু তাঁকে ছুটে বেড়াতে হ'ত না।

লখি। কি হয়েছে, নেড়াদাদা? আমার ময়ূর কোথায়?

নেড়া। আর কোথায়! মনসার চেলাদের দফা-রফা না ক'রে তিনি আর ফির্‌ছেন না। বন-বাদাড় যেদিকে সাপের গন্ধ পাচ্ছেন, সেইদিকেই ছুট্‌ছেন, আর সাপগুলোকে ধর্‌ছেন আর সাবাড় কর্‌ছেন। আর দু'দিনে দেশের সাপ নিসাপ হ'য়ে যাবে দেখো।

লখি। চল—চল—দেখি আমার ময়ূর কোথায় গেল।

বেহুলা। তা' হ'লে ঠিক দেবে ত?

লখি। দোব—যদি মা'র অনুমতি পাই।

[নেড়া ও লখিন্দরের প্রস্থান।

বেহুলা। চল না, বাবা! ওঁর মার অনুমতি নিয়ে আমরা ময়ূর নিয়ে আসি।

সায়। পাগ্‌লী মেয়ে, তা কি হয়! ওরা যদি না দেয়?

বেহুলা। ও যখন দোব বলেছে, তখন নিশ্চয়ই দেবে। চল না, বাবা?

সায়। বেহুলা, একি আব্‌দার তোর?

বেহুলা। আমার কালিয়া নেই—ময়ূর না পেলে আমি বাঁচ্‌ব না।

সায়। আচ্ছা, সে হবে এখন—তুই কাঁদিস্‌নি।

বেহুলা। বল—যাবে?

সায়। আচ্ছা, যাব। এখন আয়, ও ত আর আজই যাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালিদহ।

নেতা ও মনসার প্রবেশ।

মনসা। তুমুল ঝড় তুলেছি, নেতা! সদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবু ডুবু—

নেতা। তুমি কি সদাগরের সলিল-সমাধি সঙ্কল্প করেছ?

মনসা। তা' হ'লে ত সব শেষ হ'য়ে যাবে—আমার আশা পূর্ণ হবে কেমন ক'রে?

নেতা। তবে?

মনসা। দেখ্‌ব, প্রাণের দায়ে সদাগর আমার পূজা কর্‌তে সম্মত হয় কি না!

নেতা। যদি সম্মত না হয়?

মনসা। মন্দটা আগে হ'তেই কল্পনা করিস্‌ নি। দেখে আয়—সদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর সলিল-সমাধিস্থ হ'ল কি না।

[নেতার প্রস্থান।

এইবার দেখ্‌ব, সদাগর— তোমার দর্প চূর্ণ হয় কি না! পুত্রশোক সহ্য ক'রে মনের যে বল দেখিয়েছ, এখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে—দেখি তোমার সে মনের বল কতক্ষণ থাকে! কি দেখ্‌লি, নেতা?

নেতার পুনঃ প্রবেশ।

নেতা। দেখ্‌লুম, সদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর সলিল-সমাধিস্থ। অশান্ত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মাঝে প'ড়ে সদাগর একবার ডুব্‌ছে, একবার

উঠ্ছে, আর—"কোথায় শিবশম্ভু—কোথা মা চণ্ডিকে" ব'লে প্রাণপণে আর্ত্তনাদ কর্ছে।

মনসা। কি দম্ভ! নেতা, তাকে দেখ্লে কি মনে হয়, সে আত্ম-রক্ষার কোন চেষ্টা কর্ছে না?

নেতা। কেন করবে না; মৃত্যুর সঙ্গে সে এতক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ কর্ছিল, বুঝি আর পার্লে না, দেবি! সে উন্মত্ত তরঙ্গের কোলে নিতান্ত অসহায়ের মত গা ঢেলে দিয়েছে। হয় ত এইবার ডুব্বে।

মনসা। তুই যা—তাকে ডুব্তে দিস্ নি। আমি মায়াবলে তার সম্মুখে পদ্মবন সৃষ্টি কর্ছি, সে বাঁচুক—পদ্মের মৃণাল অবলম্বন ক'রে সে বাঁচুক! তুই মনের ভাব পরীক্ষা কর্, দেখ্ এখন সে আমার শরণাপন্ন হয় কি না—আমায় পূজা করতে চায় কিনা। যা. শীঘ্র যা—

[নেতার প্রস্থান।

মূর্খ সদাগর, এখনও তোমার দম্ভ? তুমি মর্বে তবু মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কর্বে না! মানুষের নিষ্ঠা—মানুষের একাগ্রতার সঙ্গে দেবতার সংগ্রাম—এর জয়েও আনন্দ, পরাজয়েও আনন্দ! কি দেখে এলি, নেতা?

নেতার পুনঃ প্রবেশ।

নেতা। চাঁদ বুঝি ডুব্ল! তুমি তার সম্মুখে পদ্মবন সৃষ্টি কর্লে, সে পদ্মার ফুল পদ্ম ব'লে তাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে অন্যদিকে চ'লে গেল। আমি তার মন বুঝ্তে তার প্রাণরক্ষা কর্ব বল্লুম, প্রথমটা সে আগ্রহ প্রকাশ কর্লে, কিন্তু যখন শুন্লে, তার রক্ষয়িত্রী দেবী পদ্মা, সে আমার কথা উপেক্ষা ক'রে উন্মত্ত তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিলে।

মনসা। সে বাঁচ্তে চাইলে না?

নেতা। না।

মনসা। ম'লে ত সব ফুরিয়ে যাবে। না, নেতা—তার মরা হবে

না—তাকে বাঁচাতেই হবে, তার রক্ষার উপায় কর্! বুঝ্লুম, আমি এবারেও পরাজিত! তাকে বাঁচা—তার সম্মুখে শ্মশানের একটা শবদেহ ফেলে দে—আমি নিমেষে উন্মত্ত সাগরকে শান্ত করছি! নেতা, চাঁদের হাতে পূজা গ্রহণ কর্বার লোভে আমি পাগল হ'য়েছিলুম, সে লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পার্ব না! যা, নেতা—শীঘ্র যা—চাঁদকে তুই বাঁচা। [নেতার প্রস্থান।

চল্লুম, চাঁদ—তোমার হাতে পূজা গ্রহণ কর্বার লোভে পাগল হ'য়ে। তুমিও যাও, চাঁদ—সর্ব্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষুকের বেশে দেশে ফিরে। ছয় পুত্র হারিয়ে—যাকে পেয়ে ছয় পুত্রের শোক ভুল্‌তে যাচ্ছ, দেখি তাকে হারিয়ে তোমার দম্ভ চূর্ণ হয় কি না। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে কলসীকক্ষে পল্লীবাসিনীগণের প্রবেশ।

পল্লীবাসিনীগণ।—

গান।

প'ড়ে গেছে বেলা চল্ লো চ'লে চল্।
ভরণে গাগরি একলা কুলনারী
কে কোথায় লুকিয়ে আছে কি ক'রে ছল্॥
একে ত যুবতী পথে যেতে মানা,
কু-লোকে রটায় কথা নানান্ খানা,
বাঘিনী ননদিনী দেবে কত গঞ্জনা
বাজ যেন বাজে—স'ব কত বল্॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্র-তীর—অদূরে শ্মশান।

নেতা কাপড় কাচিতেছিল।

নেতা। একটা মন—ক'জনার যে মন যোগাব, তা ভেবে পাই না। চাঁদ-সদাগরের হাতে পূজা পাবার জন্য পদ্মা ত হন্যে হ'য়ে বেড়াচ্ছেন; তাঁর মন যোগাতে তাঁর ফাই-ফর্মাসটা খাট্‌তে হবে—এদিকে দেবতাদেরও মন যোগানো চাই। বাবা আমার বেছে বেছে ভাল কাজটাই আমায় দিয়েছেন। আর পারি না, বাপু!

গান।

একলা আমি—একটা মন আমার।
কেমন ক'রে যোগাব মন বল দশজনার॥
একের মন যোগাই যখন দূরে আর জনা,
অদর্শনে মন ভারি তার কথা কবে না,
এমন প্রেমের বেসাত শাঁকের করাত
ছাড়ান্ পাওয়া ভার॥

চীৎকার করিতে করিতে পল্লীবাসিনীগণের প্রবেশ।

সকলে। ওগো, মাগো—এ কে গো—

কতিপয় লোকের প্রবেশ।

লোকগণ। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

১ম রমণী। ও মা গো—এক মিন্‌সে ন্যাংটা খ্যাপা গো—এই এত বড় গোঁফ্—এত বড় দাড়ী—জল থেকে উঠে বলে কি—তোমার পরণের কাপড়খানা দাও।

১ম লোক। তার পর—তার পর ?

২য় লোক। কাম্‌ড়াতে এল বুঝি ?

১ম রমণী। কাম্‌ড়ায় নি, মুখখানা যে রকম ক'রে এলো, তাতে মনে হ'ল বুঝি কাম্‌ড়ায় আর কি !

১ম লোক। তার পর—তার পর ?

১ম রমণী। তার পর আমরাও গাছ-কোমর না বেঁধে এমনি রুখে দাঁড়ালুম।

১ম লোক। তার পর—তার পর ?

১ম রমণী। তার পর আর কি, ন্যাংটা বুড়ো সটান্ ঐ শ্মশানের দিকে পাড়ি দিলে।

১ম লোক। বটে—বটে ! চল—চল দেখি বেটা কে ? বটে, বেটার এতবড় স্পর্দ্ধা যে, আমাদের ইস্ত্রীলোকের কাছে কাপড় চেয়ে তাদের ইজ্জত নষ্ট করে !

২য় রমণী। কাজ নেই, ভাই ! আয়, জল নিয়ে চল্ আজ্‌কের মত ঘরে যাই—ডোবার জলে কাজ সার্‌ব এখন।

৩য় রমণী। আমি ত আজ আর ঘর থেকেই বেরুবো না। যে জল খেতে চাইবে, তাকে বল্‌ব—হয় ডোবার জল খেয়ে এস, নয় গাছ থেকে ডাব পেড়ে খাও।

৪র্থ রমণী। আমার আর কোথাও যেতে হবে না, ঘরে এক খোরা আমানী আছে।

১ম রমণী। চল্—চল্—আর দেরী করিস্ নি।

[রমণীগণের প্রস্থান।

নেতা। এ উলঙ্গ পুরুষ আর কেউ নয়—চাঁদসদাগর।

অৰ্দ্ধদগ্ধ বস্ত্রখণ্ড পরিহিত চাঁদ-সদাগরকে প্রহার করিতে

করিতে লোকগণের পুনঃ প্রবেশ

১ম লোক। পাজী বেটা, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর—আমাদের ইস্তিরী লোকদের কাছে কাপড় চাস্?

চাঁদ। তাতে আর হয়েছে কি, ভাই! সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গের মাঝে প'ড়ে আমার সব গিয়েছে—শঙ্করের কৃপায় প্রাণে বেঁচেছি। উলঙ্গ-অবস্থায় তীরে উঠ্‌তে পারি নি, তাই সন্তান যেমন মা'র কাছে আব্‌দার করে, আমি লজ্জা নিবারণের এক খণ্ড বস্ত্রের জন্য তেমনি ভাবে আব্‌দার করেছিলুম।

২য় লোক। বটে! বেটা—আর আব্‌দার কর্‌বার জায়গা পাও নি?

৩য় লোক। আহা, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে! ও যা বলেছে—

১ম লোক। যা বেটা—আজ খুব বেঁচে গেলি!

[লোকগণের প্রস্থান।

চাঁদ। [নেতার সম্মুখীন হইয়া] মা, একটী ভিক্ষা দেবে?

নেতা। ভিক্ষা? তুমি না রাজা? তোমার ভিক্ষা চাইতে লজ্জা কর্‌ছে না, সদাগর?

চাঁদ। কে বলে আমি রাজা? শবদেহ হ'তে অৰ্দ্ধদগ্ধ বস্ত্রখণ্ড নিয়ে যে লজ্জা নিবারণ করে—সে রাজা? মিথ্যাকথা—ভুল করেছ—আমি সত্যই ভিক্ষুক।

নেতা। চাঁদরাজা, সত্য বল্‌ছ তুমি ভিক্ষুক?

চাঁদ। তবে কি তুমি আমায় চিন্‌তে পেরেছ? এখনও চেনা যায়? এখনও কি আমায় দেখ্‌লে সেই চাঁদরাজা ব'লে মনে হয়? তা যদি হয়—তা' হ'লে ভিক্ষা চাই না। আমি চল্‌লুম—আমি চল্‌লুম—

নেতা। [স্বগত] ওঃ, এই সেই চাঁদরাজা! মুখ দেখ্‌লে চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু কি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—ভাঙ্‌বে তবু মচ্‌কাবে না! [প্রকাশ্যে] যখন ভিক্ষা চেয়েছ, আমি তোমায় বিমুখ কর্‌ব না! বল কি চাও?

চাঁদ। কিছু না—কোন প্রয়োজন নেই। আমি চল্‌লুম—আমি চল্‌লুম—

[প্রস্থান।

নেতা। চাঁদরাজা, ধন্য তুমি—ধন্য তোমার দৃঢ়তা!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সায়-সদাগরের বাটী।

সায়-সদাগর ও বেহুলা।

সায়। তুই এখনও ঘুমুস্‌নি, মা?

বেহুলা। না, বাবা, কিছুতেই ঘুম আস্‌ছে না। যখনই চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর্‌ছি, তখনই মনে হচ্ছে যেন—লখিন্দরের সেই ময়ূরটা পেখম তুলে আমার সুমুখে নাচ্‌ছে; আমি সেই নাচ দেখ্‌তে যেমন চোখ মেলে চাইছি, অমনি ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

সায়। ময়ূর ময়ূর ক'রে তুই পাগল হ'বি দেখ্‌ছি! একটা ময়ূরের জন্য পরের বাড়ী হাত পাত্‌তে হবে! কি লজ্জার কথা!

বেহুলা। এই না তুমি বল্‌ছিলে, লখিন্দরের বাপ তোমার বন্ধু? বন্ধু বুঝি পর হয়? বন্ধুর কাছে চাইতে বুঝি লজ্জা করে?

সায়। এই বয়সে তুই বড় তার্কিক হ'য়ে পড়েছিস্, বেহুলা! যা—যা—ঘুমুগে।

বেহুলা। তোমার এ কেমন কথা! ঘুম আস্‌বে না, অথচ ঘুমুতে হবে—কেমন?

সায়। যা ভাল বুঝিস্ কর্, আমি বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, একটু বিশ্রাম করি গে।

[প্রস্থান।

বেহুলা। বাবা এখনও আমায় তেমনি ছেলে মানুষটী মনে করে, কি আশ্চর্য্য!

ধীরে ধীরে চাঁদ-সদাগরের প্রবেশ।

কে? কে তুমি?

চাঁদ। চুপ্ কর—

বেহুলা। কেন চুপ্ কর্‌ব? বাবা—বাবা—শীঘ্র এস—চোর। আমাদের বাড়ীতে চোর এসেছে।

নেপথ্যে সায়। কে আছিস্, ধর্—ধর্—বাড়ীতে চোর এসেছে।

[রক্ষিগণের প্রবেশ এবং চাঁদ সদাগরকে বন্ধন]

চাঁদ। বাঁধ্‌ছ বাঁধ—কিন্তু তোমাদের প্রভুকে একবার গিয়ে বল, চোর তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে চায়।

সায়-সদাগরের পুনঃ প্রবেশ।

সায়। যে চোর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে, সে চোরকে একবার দেখ্‌তেই হবে। কৈ, বেহুলা—কোথায় চোর?

বেহুলা। এই যে, বাবা!

সায়। একি! কে—বন্ধু তুমি? তুমি এ বেশে কেন, ভাই?

চাঁদ। বল্‌ছি, আগে চোরের সাজাটা হ'য়ে যাক্‌।

সায়। সাজা! কি বল্‌ছ, বন্ধু?

চাঁদ। অদৃষ্ট বলাচ্ছে, তাই বল্‌ছি, বন্ধু! লজ্জা নিবারণের বস্ত্রভিক্ষা কর্‌তে গিয়ে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হ'লুম—সে আমার অদৃষ্ট! গৃহে ফির্‌ব না ব'লে বন্ধুর আশ্রয়ে এলুম, অনুচরেরা চোর ব'লে বন্ধন কর্‌লে—সেও আমার অদৃষ্ট!

সায়। আক্ষেপ ক'রো না, ভাই! না জেনে আমার অনুচরেরা তোমার উপর দুর্ব্যবহার করেছে, আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত—আমি তার জন্য মার্জ্জনা চাইছি, আমায় মার্জ্জনা কর, বন্ধু! তুমি গৃহে না গিয়ে যে আমার বাড়ীতে এসেছ, এ আমার পরম সৌভাগ্য! তোমার সংবাদ জান্‌বার জন্য তোমার পুত্র আজ ক'দিন থেকে আমার গৃহে অবস্থান কর্‌ছে; তোমার সন্ধানে আমি দেশে দেশে লোক পাঠিয়েছি। ঈশ্বরের করুণায় আজ অপ্রত্যাশিতভাবে তোমায় পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর তোমায় কি বল্‌ব?

চাঁদ। আমার পুত্র—আমার পুত্র জীবিত আছে?

সায়। অমন কথা মুখে এনো না, বন্ধু! তোমার সংবাদ নিতে এসে সে আমার গৃহেই অবস্থান কর্‌ছে, তাকে তোমার সংবাদ এনে দেবো ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম; আজ ঈশ্বরের দয়ায় আমি আমার প্রতিশ্রুতি-পালনে সক্ষম হলুম। যাও ত, মা বেহুলা—আমাদের নবাগত অতিথি লখিন্দরকে ডেকে নিয়ে এস ত!

[বেহুলার প্রস্থান

চাঁদ। বন্ধু, এটী কি তোমারই কন্যা?

সায়। হাঁ, বন্ধু—এ আমারই কন্যা বেহুলা।

বেহুলা ও লখিন্দরের প্রবেশ।

বৎস, ইনিই তোমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা ; পিতাকে প্রণাম কর।

লখি। বাবা—বাবা—আপনার এ বেশ কেন ?

চাঁদ। কেন—জিজ্ঞাসা করিস্ নি—জিজ্ঞাসা করিস্ নি ; এ আনন্দে আর সে কথা তুলিস্ নি। ওরে—ওরে আমার সাত রাজার ধন মাণিক রে—বন্ধু—বন্ধু—অপ্রত্যাশিত আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে—আমায় ধর—ধর—ওঃ—ওঃ—

সায়। বন্ধু—বন্ধু—চাঁদ—প্রকৃতিস্থ হও, ভাই!

চ.দ। হাঁ, প্রকৃতিস্থ হব! বুভুক্ষু আজ সুধার স্বাদ পেয়েছে, সে কি প্রকৃতিস্থ থাকৃতে পারে ?

সায়। এর চেয়েও আনন্দের দিন আমাদের আস্‌বে, চ.দ! স্মরণ কর দেখি, বন্ধু—সেই বাণিজ্যযাত্রার কথা! মনে পড়ে কি, চাঁদ—আমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলু. ?

চাঁদ। পড়ে—পড়ে, বন্ধু—বেশ মনে পড়ে! কৈ, বন্ধু—আমার ঘরের লক্ষ্মী মা আমার কৈ ?

সায়। এই যে, বন্ধু—তোমারই সম্মুখে! তুমি কি এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে ?

চাঁদ। হাঁ, ভাই, গেছি—সত্যি ভুলে গেছি—আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমি সব ভুলে গেছি! কৈ, মা—এস ত—এস ত!

[বেহুলাকে লখিন্দরের হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন]

ওঃ, কি আনন্দ রে! আমার আঁধার ঘরে আজ যুগল মাণিক জ্ব'লে উঠ্‌ল! চ্যাংমুড়ি কাণি—দেখ্, চেয়ে দেখ্—আজ কে জয়ী—তুই না আমি ?

সায়। বন্ধু—বন্ধু—কি বল্‌ছ—মনসাদেবীকে কটূক্তি কর্‌ছ ?

চাঁদ। সে শুধু আজ নয়, বন্ধু—চিরদিন ক'রে আস্‌ছি! নইলে চাঁদ রাজা আজ ছয় পুত্র হারিয়ে—সপ্তডিঙ্গা মধুকর হারিয়ে আজ পথের ভিখারী কেন? শোন, বন্ধু! চাঁদরাজার সব গিয়েছে—আজ যদি সাত রাজার ধন লখিনও যায়, তবু চাঁদরাজার হৃদয় ভেঙে পড়্‌বে না—আর সে প্রাণান্তেও অপদেবতা চ্যামুড়ি কাণীর পূজা কর্‌বে না।

সায়। তা' হ'লে মার্জ্জনা কর, বন্ধু—দেব-দ্বেষীর পুত্রের হস্তে আমি প্রাণান্তেও কন্যা-সম্প্রদান কর্‌তে পার্‌ব না।

চাঁদ। না পার উত্তম! বিদায়, বন্ধু—

[প্রস্থান।

লখি। বাবা—বাবা—নেড়া দাদা—নেড়া দাদা, ছুটে এস—বাবা বুঝি আবার বিরাগী হলেন!

[প্রস্থান।

বেহুলা। তা হবে না, বাবা! সতী আমি—একজনের হাতে একবার সঁপে দিয়ে আবার আমায় দ্বিচারিণী হ'তে বল্‌ছ? তা হয় না—তা হবে না। জেনে রেখো, বাবা—ঐ মনসাদ্বেষী চাঁদরাজার পুত্র লখিন্দরই আমার পতি—আমার স্বামী—আমার ইষ্টদেবতা!

সায়। হায়—হায়—না জেনে আমি কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম!

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রকোষ্ঠ।

সায়-সদাগর ও সুমিত্রা।

সুমিত্রা। তা কি হয় গা—পুঁথির দুটো মন্তর আউড়ে বিয়ে হয় নি ব'লে কি এ বিয়ে অসিদ্ধ? চাঁদরাজা তোমায় সাক্ষী ক'রে নিজের হাতে যখন আমার বেহুলাকে লখিন্দরের হাতে স'পে দিয়েছে, তখনই ত তাদের বে হ'য়ে গেছে; বাকী শুধু লৌকিক-আচারে দুটো পুঁথির মন্তর আওড়ান। তুমি তোমার ও পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে, লৌকিক আচারে যাতে ওদের বিবাহ সুসিদ্ধ হয়, তারই আয়োজন কর। তুমি পিতা হ'য়ে কন্যাকে পাপের পথে নিয়ে যেয়ো না।

সায়। সুমিত্রা, বুঝি সব—জানি সব; কিন্তু ইতস্ততঃ কর্‌ছি শুধু কন্যার মুখ চেয়ে। মনসা দেবীর সঙ্গে বাদ ক'রে চাঁদ ছয় পুত্রকে হারিয়েছে; শিবরাত্রের সল্‌তে ঐ লখিন্দর—দেবতা আজিও তার প্রতিকূলে—তাই আশঙ্কা হচ্ছে, যদি তাই হয়—

সুমিত্রা। ও সব অলক্ষণের কথা মুখে এনো না—কন্যার অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্, তবুও মা হ'য়ে তাকে ধর্ম্মত্যাগিনী হ'তে কখনও উপদেশ দোব না—দিতে পার্‌বও না।

-সায়। তবে কি তুমি চাও, সুমিত্রা—চাঁদ-সদাগরের ছয় পুত্রবধূর দশা যা হয়েছে, আমাদের আদরিণী কন্যা বেহুলারও সেই দশা হোক্? না,

সুমিত্রা, আমি তা পার্‌ব না—বেঁচে থেকে বেহুলার সে দশা দেখ্‌তে পার্‌ব না—আমি বেহুলার বিবাহ দোব।

সুমিত্রা। যদি এতদূর অগ্রসর না হ'তে, আমি কোন কথা বল্‌তুম না—কোন্ মাতা জেনে-শুনে কন্যার বৈধব্য কামনা করে? তোমার পায়ে ধরি, স্বামী—নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, পথের ধূলি-মুষ্টির মত স্বেচ্ছায় পদদলিত ক'রো না।

সায়। অনেক ভেবেছি, সুমিত্রা! অনেক চিন্তার পর কর্ত্তব্য স্থির করেছি, সুমিত্রা—আমি কৃত-সঙ্কল্প।

সুমিত্রা। কিন্তু আমি জানি, প্রভু—বেহুলা এ বিবাহে কিছুতেই সম্মত হবে না।

সায়। সম্মত হবে না! কেন?

সুমিত্রা। তার উত্তর আমিই দিয়েছি; তবে যদি তার মুখে শুন্‌তে সাধ হয়, তাকে জিজ্ঞাসা কর।

সায়। বুঝেছি, সুমিত্রা—এ কুমন্ত্রণা তাকে তুমিই দিয়েছ।

সুমিত্রা। এ যদি কুমন্ত্রণা হয়, প্রভু, তা' হ'লে জগতের কোন সতী তার স্নেহের নন্দিনীকে এমন কুমন্ত্রণা দানের গৌরব হ'তে আপনাকে বঞ্চিত কর্‌বে না।

সায়। যাও, সুমিত্রা—আর বকিয়ো না; তোমার এ মধুর উপদেশ-বাণী শোন্‌বার আমার এখন অবসর নেই। যাও—পার ত বেহুলাকে একবার এইখানে পাঠিয়ে দিয়ো।

[বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে সুমিত্রার প্রস্থান।

সায়। অদ্ভুত প্রকৃতি এই নারী জাতির! সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজের বিবেককেও আবদ্ধ ক'রে রেখেছে, তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে—মাথা তোল্‌বার যো নাই!

বেহুলার প্রবেশ।

বেহুলা। বাবা, আমায় ডেকেছ ?

সায়। হাঁ, মা ! ওকি, তোর মুখখানা অমন মলিন কেন, মা ? চোখ দুটী রাঙা হ'য়ে উঠেছে ! তুই কি কাঁদ্‌ছিলি ?

বেহুলা। কৈ—না।

সায়। তবে ?

বেহুলা। কি তবে, বাবা ?

সায়। কিছু নয়। হাঁ, মা—আমি তোর পিতা, কেমন ?

বেহুলা। ও কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন, বাবা ?

সায়। কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—মনে কর্ এ একটা খেয়াল। আচ্ছা বল্ দেখি—পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য কি ?

বেহুলা। অত বড় একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নয়, বাবা ! তবে যেটা সহজ—সরল—সংক্ষিপ্ত, তাই বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, সর্ব্বতোভাবে পিতার মনোরঞ্জন করাই সন্তানের কর্ত্তব্য।

সায়। তাই যদি বুঝেছিস্, তা' হ'লে আমাকেও সুখী কর্ আর নিজেও সুখী হ'।

বেহুলা। বুঝেছি, বাবা—তুমি আমায় আবার বিবাহ কর্‌তে বল্‌ছ।

সায়। আবার কৈ, বেহুলা—তোর ত বিবাহ হয় নি ?

বেহুলা। বল কি, বাবা ? তোমার সমক্ষে—ধর্ম্মের সমক্ষে—ঈশ্বরের সমক্ষে আমায় কি একজনের হাতে সমর্পণ করেন নি ? তখনই ত আমাদের বিবাহ হ'য়ে গেছে। সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হ'তে জানি, লখিন্দর আমার স্বামী—আমার ইষ্টদেবতা—আমার ইহকাল-পরকাল !

সায়। ওঃ বুঝেছি, বেহুলা—বৃথা চেষ্টা ! বৈধব্য-যন্ত্রণাভোগই তোর অখণ্ড্য ললাট-লিপি !

বেহুলা। না, বাবা! সাবিত্রীও সতীর গর্ভে জন্মেছিল, আমিও সতীর গর্ভে জন্মেছি; সে যখন বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে নি, তখন আমিও কর্‌ব না। সেও মানুষ ছিল—আমিও মানুষ।

সায়। তবে তাই হোক্, মা—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!

সুমিত্রার পুনঃ প্রবেশ।

সুমিত্রা। আমিও আশীর্ব্বাদ করি, মা—তোর সতীত্ব-গৌরবে তোর শ্বশুরকুলের নাম জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হোক্।

সায়। তবে আর কেন, আয় মা বেহুলা—তুই যে কুলের কুললক্ষ্মী হ'তে সঙ্কল্প করেছিস্, তোকে সেইখানে রেখে আসি।

চাঁদ-সদগার ও লখিন্দরের প্রবেশ।

চাঁদ। আর রাখ্‌তে যেতে হবে না, বৈবাহিক! আমার কুল-লক্ষ্মীকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়ে যেতে সপুত্র আজ আমি তোমারই দ্বারে অতিথি।

সায়। এসেছ, বেয়াই, বড় সৌভাগ্য আমার—বড় সৌভাগ্য আমার! কিন্তু বেয়াই, আমি ত এখনও বিবাহের কোন আয়োজনই করি নি!

চাঁদ। তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না—আমিই সমস্ত আয়োজন করেছি। মনসার সঙ্গে বাদ সাধ্‌তে হ'লে এ আয়োজনের সমস্তটাই নূতনভাবে কর্‌তে হবে। বিবাহের পর কালরাত্রি, সেই কালরাত্রি যাপন কর্‌তে আমি সাতালি-পর্ব্বতের শিখরদেশে লৌহ-নির্ম্মিত বাসর ঘর নির্ম্মাণ কর্‌ব ব'লে মনস্থ করেছি; নবদম্পতী সেই লৌহ-গৃহে সেই কালরাত্রি যাপন কর্‌বে। দেখি, চ্যাংমুড়ি কাণীর দর্প চূর্ণ হয় কি না।

সায়। তুমি যা ভাল বোঝ কর, বেয়াই! বেহুলা শুধু আমার কন্যা নয়—তোমারও কুল-লক্ষ্মী।

[সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে পুরবালিকাগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

এতদিনে ফুট্‌ল সইয়ের বিয়ের ফুল।
ভাবনার অকূল পাথার এবার পার হ'য়ে যে পেলে কূল ॥
আশায় কত নিত্যি নূতন,
আঁক্‌তে ছবি মনের মতন,
আঁকা ছবি প্রাণ পেয়েছে, আঁখিতে আঁখির মিলন,
হৃদয়ে নবীন পুলক উঠেছে ছাপিয়ে দুকূল ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালু কামারের কুটির-সম্মুখ।

কালু।

কালু। তাই ত, কি কালই এল—কাজকর্ম্মের ত নাম-গন্ধই নেই! মোটামুটি কাজ ত দূরের কথা, এক-আধটা খুচ্‌রা কাজও পেলুম না। দেশে মন্বন্তর হ'ল নাকি? চিকণ কাজের যন্তর-পাতিতে ত মর্‌চে ধর্‌তে সুরু হয়েছে। আজ প্রায় হপ্তাখানেক থেকে ছেনা হাতুড়ীতেও হাত দিতে হয় নি। এমনি যদি আরও কিছুদিন যায়, তা' হ'লে ত দেখ্‌ছি, সপরিবারে উপোস ক'রে মর্‌তে হবে! দোহাই বাবা পঞ্চানন্দ—দোহাই বাবা বিশ্বকর্ম্মা! একটা বেশ সাঁশালো রকম কাজ জুটিয়ে দাও, বাবা! সওয়া পাঁচ ছিদেম খরচ ক'রে তোমাদের ভাল ক'রে পূজো দোব! দোহাই বাবা—আজ্‌কের দিনটা আর নিষ্ফলা ক'র না, বাবা!

নেপথ্যে চাঁদসদাগর। কালু—কালু—ওহে কালু বাড়ীতে আছ ?

কালু। তাই ত, কে ডাকে ? কোন্ বেটা পাওনাদার নাকি ? খদ্দেরের ডাক ত অমন বাজখাই সুরে হবে না ?

নেপথ্যে চাঁদ। বলি, ওহে কালু—কালু কামার বাড়ীতে আছ ?

কালু। না, এ বেটা পাওনাদার না হ'য়ে আর যায় না ; কিন্তু বেটা এখনও বাড়ীতে না ঢুকে বাইরে থেকে ডেকে যে ভদ্রতা জানাচ্ছে, এইটুকুই আমার সৌভাগ্য ! যাই হোক্, আর উত্তর না দিলে চলে না ; বেটা এইবার বাড়ী ঢুকে পড়্‌বে। বলি, কে ডাকে হে ? আমার সান্নিপাতিক জ্বর—উত্থান-শক্তি রহিত, যা বল্‌তে হয়, ঐখান থেকেই বল।

চাঁদ-সদাগরের প্রবেশ।

চাঁদ। [ব্যস্তভাবে] তাই ত, কালু—তুমি কি নিতান্তই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছ ; একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বে না ?

কালু। য়্যাঁ কে ! রাজা ? য়্যাঁ—য়্যাঁ—

চাঁদ। কি বল, কালু—তুমি কি একেবারে অশক্ত ?

কালু। আজ্ঞে, কি কর্‌তে হবে—তাই ত ঘুমের ঘোরে কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি—

চাঁদ। পাহাড়ের উপর একখানা লোহার ঘর কর্‌তে হবে একদিনের মধ্যে। এমন ঘর কর্‌বে, যাতে একটি মক্ষিকা—এমন কি বায়ু প্রবেশেরও পথ না থাকে। যদি পার, কালু—তোমায় আশাতীত অর্থ দোব ; তোমায় আর কামার-বৃত্তি কর্‌তে হবে না। কি, কালু—পার্‌বে ?

কালু। নিশ্চয়ই পার্‌ব ! একদিনে—যেমনটী বলেছেন ঠিক তেমনটী ক'রে দোব।

চাঁদ। বেশ, তা' হ'লে আর বিলম্ব ক'রো না ; তোমার কারিগরদের নিয়ে এখনই প্রস্তুত হ'য়ে এস।

কালু। যে আজ্ঞে, এখনই যাচ্ছি—

[চাঁদসদাগরের প্রস্থান

ওরে গদা—ওরে ভুলো—ওরে মটর—ও বাপ নিমাই ! তাই ত, কোন বেটারই সাড়া শব্দ নেই যে ! বেটারা সব গেল কোথায় ? ওরে ফটিক—ওরে কানু—ওরে ভোঁদা—বেটারা ম'লো নাকি ? ওরে বেটারা—ওরে শালারা—

নেপথ্যে গদা, ভুলো প্রভৃতি। বলি, কি হয়েছে, কর্ত্তামশায় ! অত ডাক্ পাড়াপাড়ি কর্‌ছ কেন গো ?

কালু। দেখ, বকেয়া বুলি না ধর্‌লে কোন শালা রা'টী কাড়্‌বেক নি। ওরে শালারা, চট্‌চট্ আয়—ভারি মোটা দাঁও মিলেছে রে—ভারি মোটা দাঁও মিলেছে !

ভুলো, গদা, মটর, নিমাই, ফটিক প্রভৃতির প্রবেশ।

সকলে। কি হয়েছে, কর্ত্তামশায়—কি হয়েছে ? কি কর্‌তে হবে, কর্ত্তামশায় ?

কালু। এই তেমন কিছু নয়, দখিন্ মাঠে একগাড়ি সার ফেলে আস্‌তে হবে, আর নদীর ধারের জঙ্গল থেকে বোঝা দুই কাঠ, আর পগার থেকে ঝুড়ি পাঁচেক মাটী কেটে আন্‌তে হবে, আর বুধী গাইটের একগাছা দড়ি পাকাতে হবে, আর পণটাক বিচালী কাট্‌তে হবে, আর—আর—

ভুলো। কর্ত্তামশায়, আমার মাথাটা বেজায় ধরেছে, আজকের মত আমাকে রেহাই দিতে হবে।

গদা। বড় জ্বর, কর্ত্তামশায়—বড় জ্বর—উ-হু-হু—

মটর। গেছি—গেছি—গেছি ! বুক গেল—বুক গেল—ওরে বাবা রে—এর নাম কি শূলবেদনা রে ! গেছি—গেছি—গেছি—

নিমাই। ই-রি-রি-রি-রি ! পেট টন্ টন্—কোমর কন্ কন্—

সকলে।—

গান।

হরেক রকম রোগে আমরা রুগী ক'জনা।
রেহাই দাও গো কর্ত্তামশাই, আজ্‌কের কাজের বাহানা॥

ভুলো। উহু-হু—আমার মাথা ধরেছে,
গদা। আমার বুক ধড় ফড়্, গা ময় জ্বর, দফা সেরেছে,
মটর। আমার শূলবেদনায় বুক যায় যায়,
নিমাই। আমার কম্প থামে না॥
ফটিক। কর্ত্তামশায় গো, আমার চোখ গেল—
আমি বুঝ্‌তে নারি কি হ'ল!
ভোঁদা। আমার পেট টন্ টন্, কোমর কন্ কন্,
নতুন রোগের নিশানা॥
কালু। তবে গুড়ি গুড়ি সব যাও বাড়ী,
আমি একলা গিয়ে কাম সারি,
যা পাব আপনি নোব, মুনোফার ভাগ দোব না॥

যাও, সব লক্ষ্মীধন বাবারা—বাপের সুপুত্তুররা—সুড়্ সুড়্ ক'রে সব স'রে পড়; রাজার ফরমাসি কাজ হাজার হাজার মুনফা—কোন বেটাকে ভাগ দোব না। যাও, স'রে পড়—

সকলে। তা কি হয়, কর্ত্তামশায়! রাজবাড়ীর কাজ—বিষম কাজ—আমরা না গেলে তুমি একা বুড়ো মানুষ পার্‌বে কেন? আমরা অসুখে মর্‌তে মর্‌তে যাব—খাবি খেতে খেতেও যাব—দানো পেয়ে ভূত হ'য়েও যাব। যাব না—তুমি যে আমাদের কর্ত্তামশায়!

কালু। তবে আয়, সব—চ'লে আয়—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাতালী-পর্ব্বতের সানুদেশ।

নেতা ও মনসার প্রবেশ।

মনসা। এইবার বুঝি চাঁদ জিত্‌লো—আমরা হার্‌লুম!

নেতা। কিসে?

মনসা। ঐ দেখ, পর্ব্বত-শিখরে লৌহগৃহ—আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ কর্‌তে চাঁদ ঐ সুরক্ষিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়েছে। ঐ লৌহ গৃহই হবে বেহুলা-লখিন্দরের বাসর-গৃহ। সর্প প্রবেশ করা দূরে থাক্, বায়ুপ্রবেশের ছিদ্রটী পর্য্যন্ত নেই।

নেতা। দেবি, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, এখনও গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হয় নি—এখনও উপায় আছে।

মনসা। শেষ হয় নি? কেমন ক'রে বুঝ্‌লি? ঐ ত কালু কামারের সহকারীরা নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ ক'রে পর্ব্বত হ'তে নেমে আস্‌ছে।

নেতা। তারা নেমে আস্‌ছে বটে, কিন্তু ঐ দেখ—সংযোগস্থলে কয়েকটা লৌহ-কীলক বসাবে ব'লে কালু এখনও উপরে দাড়িয়ে—তার পর গৃহের কোথাও কিছু আছে কিনা তার পরীক্ষা কর্‌বে।

মনসা। তা না হয় কর্‌লে; কিন্তু তাতে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির কি উপায় হ'তে পারে?

নেতা। উপায় না থাক্‌লে আর বল্‌ব কেন, দেবি? ঐ কীলক বসাবার পূর্ব্বে তুমি মক্ষিকা-রূপ ধ'রে—পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ছিদ্রপথে অবস্থান কর।

মনসা। কি বল্‌ছিস্, নেতা—বিমাতার সঙ্গে বিবাদ ক'রে একটী চক্ষে একটু আঘাত পেয়েছিলুম, তার চিহ্ন এখনও রয়েছে; ঐ চিহ্নটুকুর জন্য দাম্ভিক সদাগর আমায় কাণী ব'লে বিদ্রূপ করে। মক্ষিকা-রূপ ধারণ ক'রে যদি ঐ চতুর সদাগরের হাতে প'ড়ে আমার আর একটা নূতন বিপদ্ ঘটে? না, নেতা—এ কাজ আমার দ্বারা হবে না—তুই অন্য উপায় কর্।

নেতা। তবেই ত!

মনসা। তবে কি আর কোন উপায় নাই, নেতা?

নেতা। দেখি, ভেবে দেখি—

মনসা। ভাব্‌বারও অবসর নেই, নেতা! ঐ দেখ্, কালু নেমে আস্‌ছে!

নেতা। তা' হ'লে এখন ঐ কামারকে বাধ্য করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

মনসা। তা' হ'লে বুঝ্‌লুম, নেতা—আমার পরাজয় অনিবার্য্য! বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও ঐ দরিদ্র কামার কখনও বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে না।

নেতা। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে না ভুল্‌লেও, সে কামজয়ী নয়? যে প্রলোভনে বিশ্বামিত্রের মত কঠোর তপাচারী ঋষিরও ব্রতভঙ্গ হয়—যোগীশ্বর ত্রিলোচনকেও উন্মত্ত ক'রে তোলে, সেই রূপের প্রলোভনে একটা নগণ্য মানুষের মন ভোলাতে বোধ হয়, বেশি বিলম্ব হবে না।

মনসা। ভাল, চেষ্টা ক'রে দেখ্; কিন্তু মনে রাখিস্ নেতা—তোর কার্য্যের সাফল্যের উপরই নির্ভর কর্‌ছে—আমার জয়াশা—আমার মর্য্যাদা—আমার দেবত্ব-গৌরব! ঐ বুঝি কালু নেমে আস্‌ছে! নেতা—আমি চল্‌লুম।

নেতা। যাও, কিন্তু নিকটেই থেকো—যেন ডাক্‌লেই পাই।

মনসা। ভাল, তাই হবে।

[প্রস্থান।

নেতা। চাঁদ-সদাগর! বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমিই হার্‌বে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বিজয়গর্ব্বের অধিকারী আমরা নই—তুমি।

[প্রস্থান।

অগ্রে কালু, তৎপশ্চাৎ গীতকণ্ঠে ভুলো প্রভৃতি সহকারিগণের প্রবেশ।

সহকারিগণ।—

গান।

আমরা জনে জনে বাহাদুর।
এক তুড়িতে কাজের খতম, নাই কোন কসুর॥
পাহাড় কেটে লোহার ঘর বানিয়ে দিছি যা,
দেখ্‌লে হবে চক্ষুস্থির, চেয়ে র'বে হাঁ,
আমরা চেলা গুরু কাজের কাজী হুঁসিয়ার খুব হুজুর॥

কালু। থাম্—থাম্—আর চেল্লাস্ নি—ঐ রাজা আস্‌ছেন।

চাঁদসদাগরের প্রবেশ।

চাঁদ। কি, কালু—কাজ শেষ?

কালু। আজ্ঞে!

চাঁদ। যেমনটী বলেছিলুম, ঠিক তেমনটী?

কালু। আঁজ্ঞে!

চাঁদ। কোথাও কোন ছিদ্র নেই?

কালু। আঁজ্ঞে না।

চাঁদ। বেশ পরীক্ষা ক'রে দেখেছ?

কালু। আজ্ঞে!

চাঁদ। ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে সত্য বল, কালু—কোথাও কোন ছিদ্র নেই? জীবন-মরণ সমস্যা—কিছু গোপন ক'রো না।

কালু। আজ্ঞে, সে কি কথা, ধর্ম্মাবতার! আমরা ছোটলোক বটি, কিন্তু নেমকহারাম নই।

চাঁদ। সন্তুষ্ট হ'লুম। এই নাও, কালু—তোমাদের পুরস্কার।

[প্রত্যেককে এক একটী মুদ্রাপূর্ণ থলী প্রদান]

সকলে। জয় চাঁদরাজার জয়!

[ভুলো প্রভৃতির প্রস্থান।

চাঁদ। কালু, এখনও বল্—আমি নিশ্চিন্ত?

কালু। হাঁ, ধর্ম্মাবতার! আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে যান্।

চাঁদ। দেখো, কালু—তোমার হাতে আমার পুত্রের জীবন!

কালু। আমি সত্য বল্‌ছি, ধর্ম্মাবতার! বার বার ও কথা ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন্ না।

[চাঁদ-সদাগরের প্রস্থান।

কি বল্‌লে রাজা—তাঁর পুত্রের জীবন আমার হাতে! কেন এ কথা বল্‌লে? কে জানে?

[গমনোদ্যোগ]

মোহিনীবেশে নেতার প্রবেশ এবং পশ্চাৎ হইতে কালুর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ।

নেতা। ওগো কামার—তুমি কার?
আমার—না আছে কেহ আর?

কালু। আমর্—ছাড়্—হাত ছাড়্—

নেতা। ওগো কামার—
সত্য বল না গো
তুমি কি আমার ?
দেখ তোমা বিনে শূন্য চারিধার,
খালি আঁধার—আঁধার—আঁধার !
ওগো কামার—
ছেড়ে দে মাগি, হাত আমার
নইলে দেখ্‌ছিস্ এই হাতিয়ার—
একটী কোপে কর্‌ব সাবাড় !

নেতা। ওগো কামার—সর্ব্বস্ব আমার !
কেন কর ছল—একি ব্যবহার ?

কালু। কেন করিস্ বেজার,
বুড়ো বয়সে অত ঢং কেন আর ?
হয়েছে নাতির নাতি,
এখন আর ন'স্ যুবতী,
রঙ্গ রস কি ভাল লাগে আর ?

নেতা। ওগো তবু তুমি যে আমার,
ওগো কামার—

কালু। আঃ ভারি ত্যক্ত কর্‌লে ত !
দেখ্‌ ফটুকের মা—
[সহসা মোহিনী বেশধারিণী নেতাকে দেখিয়া]
এঁ্যা—এঁ্যা—একি—কে তুমি ?

নেতা। ওগো কামার—

কালু। অপরাধ নিয়ো না, সুন্দরি !

চিন্‌তে পারি নি—
তাই হয়েছি গুণাগার !

নেতা । ওগো, তবু তুমি আমার—তুমি আমার !

কালু । সুন্দরি !
এ সত্য না ছলনা ?
এমন ভাগ্যি হবে—
তুমি হবে আমার ?
আমি বামন—তুমি চাঁদ,
তোমায় ধর্‌ব আমি—
দুরাশা আমার ।
আমার নাই রূপ, নাই যৌবন,
কুঁড়ে ঘর সার ।
অর্থ ? তাও নেই—কখনো ছিল না,
যা দেখ্‌ছ—এইমাত্র পেয়েছি পুরস্কার ।
যদি ক'রে থাক সেই আশা,
এই নাও—আমায় ছেড়ে দাও ।

নেতা । ওগো কামার—অর্থ ছার !
শুধু বল তুমি আমার,
কোন সাধ নাই আর ।
ধর এই সুধাধার—
যা গিয়েছে আসিবে আবার,
যৌবন, রূপ, কাম্য যা আমার
ওগো কামার—

[পানপাত্র প্রদান করিল, কালু তাহা পান করিল]

কালু। চমৎকার!
সুন্দরি—একি তব অধরের সুধা?
খুলে গেল নূতন নয়ন,
নূতন জীবন—
নব রংএ রঙিন্ চারিধার;
সুধামুখি,
ঢাল সুধা—ঢাল লো আবার!

নেতা। নাও—নাও—নাও গো কামার!

[পানপাত্র প্রদান ও কালু পুনঃ পান করিল]

বল এইবার—তুমি আমার?

কালু। আমি বলিতেছি শতবার
আমি তোমার—
কিন্তু তুমি কি আমার হবে?

নেতা। ওগো কামার—
জীবনে মরণে আমি তোমার।
খাও সুধা—খাও আরবার।

[নেতা পানপাত্র দিল, কালু পুনঃ পুনঃ তাহা পান করিল]

কালু। তবে আর কেন?
চল প্রিয়ে
কুটিরে আমার।

নেতা। যাব—নিশ্চয়ই যাব;
কিন্তু ওগো কামার—
রাখিবে কি মিনতি আমার,
করিবে কি মোর উপকার?

কালু। উপকার? বল আদেশ তোমার!
তোমা লাগি দিব প্রাণ ছার!

নেতা। চাঁদরাজা অতি দুরাচার,
অরি সে আমার,
দিয়াছে যে ব্যথা নহে ভুলিবার।
প্রতিশোধ লইব তাহার।
ওগো কামার—
তুমি যদি কর উপকার,
লহ এই অস্ত্র তীক্ষ্ণধার,
লৌহ-গৃহে কর ছিদ্র, প্রাণের কামার!

কালু। [চমকিত হইয়া]
লো সুন্দরি—
চাহ অন্য উপকার।
সত্যে বদ্ধ—পণে বদ্ধ—
বদ্ধ আমি কর্ত্তব্যের ঋণে;
ভাঙিব না বিশ্বাস তাহার।

নেতা। এই প্রেম—এই ভালবাসা—এই আত্মদান
শুধু বাক্যমাত্র সার?
বুঝিলাম দুর্ভাগ্য আমার!
যার কাছে যাই—
বাক্‌পটু প্রবঞ্চক সেই,
কেহ নয় আপনার।

কালু। সুন্দরি—
নাহি চাহ অন্য উপকার?

নেতা। চাহি না—চাহি না কিছু আর ;
ধর বিদায়ের সুধাপাত্র প্রাণের কামার !

[পান পাত্র প্রদান করিলে কালু তাহা পান করিল, নেতা গমনোদ্যোগী হইল।]

কালু। [স্বগত] চ'লে যায় সুধামুখী
না দেখি উপায় !
ভাঙিব বিশ্বাস ?
রাজার সমক্ষে মিথ্যা বলি নাই,
করিয়াছি পণরক্ষা—
ধর্ম্মরক্ষা—কর্ত্তব্যপালন,
আমার কর্ত্তব্য শেষ।
চোর যদি আসি'
ছিদ্র ক'রে দেয় গৃহে,
কে হইবে দায়ী ?
রাজার কর্ত্তব্য ছিল রাখিতে প্রহরা।
[প্রকাশ্যে] যেয়ো না—যেয়ো না, প্রিয়ে,
এই আমি যাইতেছি
তব আজ্ঞা করিতে পালন।
ক্ষুণ্ণ নাহি হও—
থাক হেথা ক্ষণকাল,
মুহূর্ত্তে ফিরিব আমি।

নেতা। যাও তবে প্রাণের কামার !
এস ত্বরা—বিলম্ব ক'রো না।

[কালুর প্রস্থান।

মনসার প্রবেশ।

মনসা। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ?

নেতা। কে না ভোলে রমণী-কুহকে ?
এই রূপ—এ নব যৌবন
টলাইতে পারে অটল যোগীর মন,
তুচ্ছ সে কামার !
[নেপথ্যে আঘাতের শব্দ]
ওই কার্য্য শেষ—
প্রাণেশ্বর এখনি আসিবে।
অন্তরাল হ'তে
দেখিয়াছ প্রেম-অভিনয় ;
এবে দেখ
আশালুব্ধ হিয়াখানি তার,
কেমনে ভাঙিয়া দিই একটী আঘাতে—
যেমন ভাঙিল মূর্খ
বিশ্বাসের লৌহদ্বার
কীলকের একটী আঘাতে।

কালুর পুনঃ প্রবেশ।

কালু। প্রিয়তমে !
আজ্ঞা তব করেছি পালন ;
চল এবে মোর সাথে কুটিরে আমার।

নেতা। নির্ব্বোধ কামার !
কারে তুমি ভাব আপনার ?

নহি আমি নগণ্যা মানবী,
কামুকী কুক্কুরী সম
মজিব তোমার প্রেমে।
মনসা-সঙ্গিনী আমি—
নেতা মোর নাম,
চাঁদের পরম বৈরী।
কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে মোর,
চলিলাম আপনার বাসে।

কালু। বটে মায়াবিনি!
ছলে নিজকার্য্য করিয়া উদ্ধার
প্রতিহিংসা সাধিবি আপন?
কভু তা হবে না।
যতক্ষণ রয়েছি জীবিত—
পূর্ণ নাহি হবে তোর আশা।
এই হাতে ছিদ্র করিয়াছি আমি,
আমিই করিব রুদ্ধ সেই ছিদ্রপথ;
দেখি কি করিস্ তুই রে, ডাকিনি!

[গমনোদ্যোগ]

মনসা। কোথা যাস্, অশিষ্ট কামার!
থাক্ এইখানে প'ড়ে,
চলচ্ছক্তি লোপ হোক্ তোর।

[কালু অগ্রসর হইতে গিয়া ভূপতিত হইল]

কালু। উঃ—কি করিলি পাপিষ্ঠা ডাকিনি!
তবু জেনে রাখ্—

তোর ইচ্ছা না হবে পূরণ।
থাকি পড়ি এইখানে আকুল চীৎকারে
নৃপতিরে সতর্ক করিব।

মনসা। মূর্খ!
তা হ'তেও বঞ্চিত করিব তোরে ;
বাক্‌শক্তি লুপ্ত হোক্ তোর।

[মনসা ও নেতার প্রস্থান।

মূক্ ও চলচ্ছক্তিহীন কালু ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। নব-পরিণীত লখিন্দর ও বেহুলাকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্য চাঁদ-সদাগরের প্রবেশ।

চাঁদ। সৈন্যগণ—বন্ধুগণ!
আজি তোমাদের করে
রক্ষাভার দিয়া লখিনের
রহিব নিশ্চিন্ত আমি।
ওই আশে ভয়ঙ্করী কাল নিশীথিনী,
মৃত্যু-সহচর সহ
থাকি সবে সজাগ প্রহরী,
ব্যর্থ কর নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়ম।
পদ্মা বৈরী মোর,
তাই সর্প-ভয় হ'তে
বাঁচাইতে স্নেহের লখিনে,
আয়োজন করিয়াছি বিধিমত।
সুদৃঢ় এই লৌহগৃহ,

নাহি ছিদ্র বায়ু প্রবেশের ;
আছে চৌদিকে তাহার—
সর্পভূক্ শিখি ও শিখিনী
সজাগ প্রহরী !
তোমরাও আছ সজাগ সশস্ত্র ;
আমিও রহিব দ্বারে,
দেখি কি করিতে পারে চ্যাংমুড়ি কাণী।
এস সবে—শুভক্ষণ ব'য়ে যায় !

[সকলে গমনোদ্যোগ করিলে কালু তাহাদের পথরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ইঙ্গিতে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

চাঁদ। দুর্ব্বৃত্ত কামার—
শুভ কাজে কেন দাও বাধা ?
কি কারণ অহেতুক ঘটাও জঞ্জাল ?
রক্ত আঁখি, আলু থালু বাস।
নাহি উত্থান শকতি ;
বুঝিয়াছি—
সুরাপানে হারায়েছ কর্ত্তব্যের জ্ঞান।
কি বলিব—উপকারী তুমি মোর,
তাই তোম করিলাম ক্ষমা,
নহে ধৃষ্টতার যোগ্য প্রতিফল
অচিরায় দিতাম তোমায়।
ছাড় পথ—কাল ব'য়ে যায় !
[কালু পূর্ব্ববৎ বাধা দিতে লাগিল]

রে মন্ত্রপায়ী ঘৃণিত অধম!
নাহি শুন বাণী,
অকারণ ঘটাও জঞ্জাল?
বুঝিলাম—
পদাঘাত ললাট-লিখন তব।

[পদাঘাত করিয়া লখিন্দর প্রভৃতিকে লইয়া প্রস্থান।

[তথাপি কালু বাধা দিবার চেষ্টায় অতিকষ্টে বুকে ভর দিয়া সর্পগতিতে তাহাদের অনুসরণ করিল।]

চতুর্থ দৃশ্য।

সাতালী পর্ব্বতোপরি লৌহ-গৃহ।

বেহুলা ও লখিন্দর।

লখি। এমন আনন্দের দিনে তোমার মুখে হাসি নেই কেন, বেহুলা?

বেহুলা। কেন, প্রভু—আমি ত দিব্যি হাস্ছি—কথা কইছি—

লখি। তুমি হাস্ছ বটে, কিন্তু সে হাসিতে যেন প্রাণ নেই! তুমি কথা কইতে কইতে আন-মনা হ'য়ে যাচ্ছ, তোমার এ ভাবান্তরটুকু আমি লক্ষ্য করেছি। কেন এমন হচ্ছে, প্রিয়তমে?

বেহুলা। ও কিছু নয়! তুমি ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম কর।

লখি। তা হবে না, বেহুলা—তার কারণ আমায় বল্‌তেই হবে!

বেহুলা। একান্তই শুন্‌বে? আমি বলি নি—পাছে তুমি প্রাণে ব্যথা পাও। ওগো স্বামি—ওগো দেবতা—আমার এ ভাবান্তরের কারণ—তুমি।

লখি। আমি! আমার জন্য চিন্তা কর্‌ছ? কোন চিন্তা নেই, বেহুলা! এ কাল রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হবে। সর্পকুল-রাণী পদ্মার চেষ্টা ব্যর্থ কর্‌তে পিতা যে আয়োজন করেছেন, তাতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। সুরক্ষিত সুদৃঢ় লৌহগৃহ—যাতে বায়ু প্রবেশের ছিদ্রটী পর্য্যন্ত নেই, তাতে সর্প প্রবেশ কর্‌বে কেমন ক'রে? তা ছাড়া গৃহের চতুর্দ্দিকে সুশিক্ষিত সর্প-ভুক্ ময়ূরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রতি পাদক্ষেপে সজাগ প্রহরী, গৃহদ্বারে স্বয়ং পিতা প্রহরায় নিযুক্ত; এই সুরক্ষিত বেষ্টনী ভেদ ক'রে সর্প প্রবেশ কর্‌বে এ কক্ষে? উন্মাদ কল্পনা!

বেহুলা। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—তোমার কথা যেন সত্য হয়!

লখি। এখনও তোমার সন্দেহ গেল না, বেহুলা? তোমার অপরাধ নেই—স্ত্রীজাতির হৃদয় এমনই দুর্ব্বলই হয়! যাক্, এখন ও কথা ভুলে যাও—অন্য কথা কও। দেখ দেখি, কি সুন্দর রাত্রি! কাল রাত্রির এই বিরাট্ স্তব্ধতাও যেন অতি মধুর—উপভোগ্য ব'লে মনে হচ্ছে! তোমার কি মনে হচ্ছে, বেহুলা?

বেহুলা। আমার? আমার মনে হচ্ছে, এ রাত্রি কতক্ষণে প্রভাত হয়। আমার যেন মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না!

লখি। তা ত লাগ্‌বে না—যেমন তোমার মাথায় ঐ সাপের বেণী আমার মোটেই ভাল লাগে না!

বেহুলা। আমি কিন্তু সাপ্‌কে বড় ভালবাসি। গানের তালে তালে কেমন সুন্দর নাচে! আমি তাই দেখে তাদের নাচ শিখেছি। তোমার ময়ূরও বেশ নাচে, তাকেও আমি বড় ভালবাসি, আমিও তার নাচ দেখে নাচ্‌তে শিখেছি। তুমি নাচ দেখ্‌বে?

লখি। আমার সম্মুখে তোমার নাচ্‌তে লজ্জা কর্‌বে না, বেহুলা?

বেহুলা। ওমা, তাই ত! ভাগ্যি মনে ক'রে দিলে! তোমার সাম্‌নে আমি নাচ্‌তে পার্‌ব না, আমার লজ্জা কর্‌বে।

লখি। এখন বুঝি সেটা মনে হ'ল? এই ত নাচ্‌বে বল্‌ছিলে, আমি মনে ক'রে দিলুম ব'লে বুঝি অমনি লজ্জা এসে গেল?

বেহুলা। হয় ত তাই হবে; না আমি নাচ্‌ব না। শোন শোন, কে গাইছে—কি মিষ্টি সুর!

নেপথ্যে নেতার গীত।

নেতা।—

গান।

আয় ঘুম আয়—ঘুম আয়—আয়—আয়।
কাল নিশার কোলে জগৎ ঘুমায়ে গেছে
কেন রে আছিস্ জেগে বল কি আশায়॥
পশু পাখী কীট আদি সকলি নিঝুম,
কিসের ভাবনা বল্, তোর চোখে নেই ঘুম,
আয় ঘুম, দে রে ঘুম, হোক্ ধরা নিঝুম,
কাল নিশি ব'য়ে যায়, আমি মরি ভাবনায়॥

লখি। অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ছ কি, বেহুলা? কোন জননী হয় ত তার শিশুর ঘুম পাড়াতে ঘুম পাড়ানিয়া মাসী-পিসিকে ডাক্‌ছে। ভাবনা কেন? কালে তুমিও অমনি ক'রে ডাক্‌বে।

বেহুলা। যাও—

লখি। বেশ যাই—[শয়ন] আমারও বড় ঘুম আস্‌ছে, বেহুলা! তুমি কি এমনি ক'রে জেগে ব'সে থাক্‌বে, বেহুলা?

বেহুলা। তুমি ঘুমোও—আমি তোমার পদসেবা করি।

লখি। বেশ, তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাই না।

[দেখিতে দেখিতে লখিন্দর নিদ্রিত হইল।]

বেহুলা। বাবা বিশ্বনাথ! এ কালরাত্রি কখন্ পোহাবে? একি অলক্ষণ! আমারও চোখ দুটো যেন জড়িয়ে আস্‌ছে!

[পালঙ্কের চন্দ্রাতপ হইতে কালকুটী নাগের পতন]

কে? ভাই কালকুটী? এস ভাই এস, তোমার জন্যই ত এতক্ষণ ব'সে আছি, ভাই! কিছু খাবে না—অমনি ঘুমুবে? কিছু খাবে না বুঝি, তাই কথা কইছ না? বেশ, ঘুমোও—

[কালকুটীকে ধরিয়া একটী হাঁড়িতে রাখিল]

[দেখিতে দেখিতে ধনুনাগ, বড়াল নাগ, কৃষ্ণ নাগ পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রাতপ হইতে পতিত হইল।]

বাঃ—বাঃ—তোমরা যে ক' ভাই একসঙ্গেই এসে পড়েছ! এস—এস—পেট ভরা দেখ্‌ছি যে। থাক্ আর খেয়ে কাজ নেই—ঘুমোও। [ধরিয়া হাঁড়িতে রাখিল] উঃ আর যে পারি না, একি কালনিদ্রা! কি করি? বাবা বিশ্বনাথ! আর একটু জাগ্‌বার শক্তি দাও। দিলে না, ঠাকুর! তবে অভাগিনীর সর্ব্বস্ব স্বামী রইল—দেখো, প্রভু!

[বেহুলার শয়ন ও নিদ্রা, পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রাতপ হইতে কালনাগিনীর পতন এবং লখিন্দরকে দংশন।]

লখি। ওঃ বেহুলা—আমায় কিসে কাম্‌ড়েছে!

বেহুলা। [নিদ্রাভঙ্গে] য়্যাঁ—কি বল্‌লে? [উদ্দেশে] বাবা বিশ্বনাথ! আমি যে তোমার উপর তাঁর রক্ষার ভার দিয়েছিলুম। কি করলে, প্রভু? কালনাগিনি! তোর এই কাজ?

[কাজললতা নিক্ষেপ, কালনাগিনীর পতন ও মৃত্যু]

লখি। বেহুলা—বেহুলা—প্রিয়তমে—বুঝি সব শেষ! ওহো-হো—অসহ্য যন্ত্রণা—সব জ্ব'লে গেল! যাই, বেহুলা—বিদায়—[মৃত্যু]

বেহুলা। ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো!

বেগে চাঁদ-সদাগরের প্রবেশ।

চাঁদ। কি হয়েছে, মা—কি হয়েছে?

বেহুলা। বাবা, তোমার পুত্রকে কালনাগিনী দংশন করেছে!

চাঁদ। দংশন করেছে! ওহো-হো—নিষ্ঠুর প্রাক্তন! কালনিদ্রার আকর্ষণে মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুজিয়েছি, আর কালনাগিনী আমার লখিনকে দংশন কর্‌লে? মা—মা—তুমিও কি নিশ্চিন্ত হ'যে ঘুমুচ্ছিলে? চোখের উপর তোমার স্বামীকে কালনাগিনী দংশন কর্‌লে—নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে ব'সে তুমি তাই দেখ্‌লে?

বেহুলা। না, বাবা! কালকুটী, ধন্থু, বড়াল, কৃষ্ণনাগ সবারই গতিরোধ করেছিলুম; কিন্তু কোথা হ'তে কাল নিদ্রা আমার চোখে ঘুমের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে আমায় ক্ষণেকের জন্য অভিভূত ক'রে দিলে! সেই সুযোগে পাপিষ্ঠা কালনাগিনী আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

চাঁদ। বুঝেছি, মা! আর বল্‌তে হবে না—নিষ্ঠুর প্রাক্তন! নিষ্ঠুর প্রাক্তন! তবে আর কেন, মা, বেরিয়ে এস—আর এ দৃশ্য দেখ্‌ব না—কাকেও দেখ্‌তে দোব না—শবদেহের এখনই সৎকার ক'রে আস্‌ব।

বেহুলা। না, বাবা, তা হবে না—তা দোব না! আমার কাছ থেকে আমার স্বামীকে নিয়ে যেতে দোব না।

চাঁদ। পাগ্‌লী মা, কাকে ধ'রে রাখ্‌বি? কোথায় তোর স্বামী? তোর স্বামী তোকে জন্মের মত ত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছে। নেই, পাগ্‌লি—নেই—তোর স্বামী আর ইহলোকে নেই!

বেহুলা। কে বলে আমার স্বামী নেই? এই যে—এই যে প্রভু আমার—আমার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছেন।

চাঁদ। উন্মাদিনি! এ আত্ম-প্রতারণায় কোন ফল নেই। দে—দে—মা, শবদেহ আমায় দে! আমার বড় আদরের পুত্র লখিন্—আমি স্বহস্তে তার সৎকার ক'রে আসি।

বেহুলা। কিছুতেই না—কারও সাধ্য নেই যে, সতীর কাছ থেকে তার পতিদেবতাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়!

চাঁদ। কাকে জোর ক'রে রাখ্‌ছিস্, মা? কোথায় সে? সে নেই—সে নেই—

বেহুলা। না, বাবা! আছেন—তিনি আছেন।

চাঁদ। আছে? হাঁ আছে; তবে এখানে নয়, মা—ঐখানে।

বেহুলা। যেখানেই থাকুন তিনি—তিনি আমার! আমায় ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। আমি সতী—সতী কখনও স্বামী-সঙ্গ ছাড়া হয় না। তিনিও আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না—আবার আস্‌বেন—আবার আস্‌বেন।

চাঁদ। কি বল্‌লি, মা! আবার আস্‌বে? মরা বাঁচ্‌বে?

বেহুলা। হাঁ, বাবা, আমি বল্‌ছি, আবার আস্‌বেন—আমি তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌ব।

চাঁদ। পার্‌বি, মা? পার্‌বি তুই আমার লখিন্‌কে ফিরিয়ে আন্‌তে? পারিস্ যদি, পদ্মার দর্প চূর্ণ হবে—পদ্মার দর্প চূর্ণ হবে!

বেহুলা। কেন পার্‌ব না, বাবা? সতীর গর্ভে জ'ন্মে সাবিত্রী যখন পেরেছিল, তখন আমি পার্‌ব না কেন, বাবা? সতীর অসাধ্য কিছু নেই, বাবা! আমি সতী—নিশ্চয়ই পার্‌ব, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, আমি সেইখানে যাব—সেখানকার দেবতার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌ব—করুণাময় দেবতা নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেবেন্। বাবা! একটা অনুরোধ রাখ, আমার স্বামীর দেহ আমায় ভিক্ষা দাও!

চাঁদ। তাই যা, মা—তোর অলৌকিক সতীত্বের তেজ আর মনের অসীম দৃঢ়তা নিয়ে। আর আমি তোকে বাধা দোব না—কোন কথা বল্‌ব না। পদ্মার দর্প চূর্ণ কর্‌তে আমি পরিপূর্ণ আগ্রহ নিয়ে তোদের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ব।

নেপথ্যে সনকা। ওরে বাপ্‌ লখিন্‌ রে—

চাঁদ। কে আছিস্‌, রাজ্ঞীকে শৃঙ্খলিত কর্‌। মায়ের শুভযাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণে যে রোদন ক'রে অমঙ্গলের সূচনা কর্‌বে, আমি তাকে হত্যা কর্‌ব। চল্‌, মা—আমি তোদের শুভযাত্রার আয়োজন ক'রে দিই।

[লখিন্দরের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া চাঁদ-সদাগর
তৎপশ্চাৎ বেহুলার প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদীতট—দস্যুদিগের গুপ্ত আবাস-সন্নিকট অরণ্য সীমান্ত।

দস্যুসর্দ্দার ও দস্যুগণ।

সর্দ্দার। তুই দেখেছিস্?

১ম দস্যু। হাঁ, সর্দ্দার! আমি দেখেছি।

২য় দস্যু। আমিই প্রথমে দেখেছি, সর্দ্দার!

৩য় দস্যু। আমরাও দেখেছি, সর্দ্দার! বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌ছিলুম কি, এ আগে ব'লে ফেলেছে।

সর্দ্দার। কি দেখ্‌লি?

দস্যুগণ। দেখ্‌লুম এই—তোমার গিয়ে—

সর্দ্দার। থাম্, আগে তুই বল্।

১ম দস্যু। দেখ্‌লুম, অপূর্ব্ব সুন্দরী এক মান্দাস বেয়ে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে।

সর্দ্দার। তুই কি দেখ্‌লি?

২য় দস্যু। ঠিক ঐ দেখেছি, সর্দ্দার!

সর্দ্দার। তুই?

৩য় দস্যু। এক সুন্দরী গান গাইতে গাইতে মান্দাস বেয়ে চলেছে।

সর্দ্দার। তুই বল্‌তে পারিস্?

৪র্থ দস্যু। এক অলোকসুন্দরী মান্দাস বেয়ে গান গাইতে গাইতে

চলেছে, তার কোলে একটা গলিত শবদেহ—মাংসগুলো খ'সে খ'সে পড়্‌ছে! তাতে বড় বড় পোকা, বড় বড় জোঁক লেগেছে, সে গান গাইছে আর সেই গলিত শবদেহ থেকে জোঁক বেছে দিচ্ছে—পোকা বেছে দিচ্ছে; কখনও বা পচা হাড়গুলো বেশ যত্ন ক'রে ধুয়ে কাপড়ে মুছে আঁচলে বেঁধে রাখ্‌ছে। এক-একবার গান বন্ধ ক'রে যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। প্রণয়িনী যেমন তার প্রণয়ীর সঙ্গে কথা কয়, আলাপ করে, ঠিক তেমনি। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে কাছে যাবার যো নেই!

সর্দ্দার। তুই ঠিক দেখেছিস্।

৪র্থ ব্যতীত সকলে। আমরাও ঠিক দেখেছি, সর্দ্দার!

সর্দ্দার। চুপ্—দেখে কি বুঝ্‌লি?

১ম দস্যু। এ আর বোঝাবুঝি কি, সর্দ্দার!

২য় দস্যু। একেবারে উন্মাদ!

৩য় দস্যু। বিকৃত মস্তিষ্ক—কিংবা রাক্ষসী কি পিশাচী!

সর্দ্দার। চুপ্—

৪র্থ দস্যু। বুঝ্‌লুম, ঐ গলিত শব নিশ্চয়ই রমণীর পরমাত্মীয়।

সর্দ্দার। আমারও তাই মনে হয়। রমণী সুন্দরী—কেমন?

৪র্থ দস্যু। এমন রূপ কখনও দেখেছি ব'লে ত মনে হয় না, সর্দ্দার! সে যে বড়-ঘরোয়ানার মেয়ে, তাতে আর ভুল নেই।

সর্দ্দার। আমি সেই সুন্দরীকে চাই। যে আন্‌তে পার্‌বি, তাকে আমার সেই মুক্তার কণ্ঠী পুরস্কার দোব।

সকলে। আমি আন্‌ব—আমি আন্‌ব—

সর্দ্দার। যে আগে আন্‌তে পার্‌বে, সে-ই পুরস্কার পাবে।

["আমি আগে আন্‌ব" ইত্যাদি বচসা করিতে করিতে দস্যুগণের প্রস্থান।

সর্দ্দার ! দেখ্‌তে হবে—কে এ অলোকসুন্দরী !

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে বেহুলার গীত]

বেহুলা।—

গান।

জাগ প্রিয় জাগ, আর কত র'বে ঘুমায়ে।
সেই মিলন সাঁঝে ঘুমায়েছ, নিশি যে গেল পোহায়ে ॥
ওই শিথিল শেফালী পড়িছে ঝরিয়া,
মলিনা কুমুদী গিয়াছে মুদিয়া,
সোনার গগনে অরুণ হাসি উঠেছে সথা ফুটিয়া ;—
আমি তৃষিত আকুল হৃদয়ে আছি তব মুখপানে চাহিয়া ॥

[একটী চৌকীর উপর গোদা উপবিষ্ট এবং তাহাকে বহন করিয়া তাহার অনুচরগণের প্রবেশ ও চৌকী নামাইয়া সকলে হাঁপাইতে লাগিল।]

গোদা। কোথায় দেখেছিস্ তাকে ?

১ম অনু। আজ্ঞে, ঐদিকে।

গোদা। তবে এদিকে নিয়ে এলি কেন, রে বেটা ?

১ম-অনু। আজ্ঞে, এই পথ দিয়েই ত যেতে হবে।

গোদা। ফের্ বেটা আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী ? ঝাড়্‌ব নাকি গোদা পায়ের এক ঘা লাথি ?

১ম-অনু। দোহাই হুজুর, রক্ষে করুন! অপরাধ করি, দু' দশ ঘা লাঠী মারুন, কিন্তু ঐ শ্রীচরণ কমলেষুর নামটী কর্‌বেন না, ওর একটা ঘায়ে একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্‌টা হ'য়ে যাব।

গোদা। তা' হ'লে সাবধান! আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী কর নি, বাবা ?

১ম-অনু। রামচন্দ্র! যার চিড়ে-চ্যাপ্‌টা হবার ভয় নেই, সে-ই আপনার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী কর্‌তে সাহসী হবে; নইলে যারা লাঠী তলোয়ার গ্রাহ্য করে না, সেই লোক আমরা কেবল ঐ শ্রীচরণ কমলেষুখানার ভয়ে হুজুরের ঝাঁকামুটে হ'য়ে হুজুরকে দিন রাত ব'য়ে বেড়াচ্ছি।

গোদা। তা' হ'লে তোরা আমায় ভয় করিস্—কেমন?

১ম-অনু। হুজুরকে যতটুকু ভয় না করি, ভয় করি শুধু ঐ শ্রীচরণ-কমলেষুখানিকে। বাপ্—অখণ্ডমণ্ডলাকার সুবিশাল কলেবর তাল শাল তমালগুঁড়ি জিনি—

গোদা। তবে রে বেটা, আবার ঠাট্টা? ঝাড়্‌ব নাকি একটা ঘা—

১ম-অনু। দোহাই হুজুর—এ ঠাট্টা নয়, স্বরূপ বর্ণনা।

গোদা। থাক্, আর বেশি বক্‌তে হবে না; যে কাজে এসেছি, যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, সব বেটাদের এক-একটা ঘা ঝাড়্‌ব।

১ম-অনু। আজ্ঞে, কার্য্যসিদ্ধি হবে কিনা, সে কথা আমরা কেমন ক'রে বল্‌ব? ছুঁড়ী মান্দাসে চ'ড়ে যাচ্ছে, আমরা দেখিয়ে দোব; তার পর হাত করার ভার হুজুরের উপর।

গোদা। কি বল্‌লি, বেটা নচ্ছার! আমিই যদি সব কর্‌ব, তবে তোরা রয়েছিস্ কি কর্‌তে?

১ম-অনু। আজ্ঞে কি বল্‌ছেন, হুজুর! প্রেম কর্‌বেন আপনি, আর আমরা—

গোদা। [বাধা দিয়া] তোরা—তোরা আবার কি কর্‌বি? আহাম্মুক বেটারা—ছুঁচো বেটারা—গাড়োল বেটারা—তোরা চৌকী বইতে এসেছিস্ চৌকী বইবি, তোরা প্রেমের কি ধার ধারিস্? তোরা ঐ ধানের ক্ষেতে গিয়ে কাক তাড়াবি।

১ম-অনু। যে আজ্ঞে—

গোদা। চল্, এখন চৌকী তোল্—সুন্দরীকে দেখ্‌বার জন্য আমার কচি প্রাণটা কইলে বাছুরের মত ছুটোছুটী কর্‌ছে। ওঃ প্রেয়সী রে! তোল্ বেটারা—চৌকী তোল্।

[গোদাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

বচসা করিতে করিতে ১ম ও ২য় দস্যুর প্রবেশ।

১ম দস্যু। আমি আগে দেখেছি—আমি তাকে নিয়ে যাব।

২য় দস্যু। নেহি, হাম লে যায়েঙ্গে।

১ম দস্যু। কিছুতেই নয়।

২য় দস্যু। তবে যুদ্ধং দেহি।

১ম দস্যু। উত্তম!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বচসা করিতে করিতে ৩য় ও ৪র্থ দস্যুর প্রবেশ।

৩য় দস্যু। যুদ্ধ কর, যে জিত্‌বে, সেই তাকে নিয়ে যাবে।

৪র্থ দস্যু। ভাল কথা! এস—যুদ্ধ কর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তিত নাসিকার রক্তধারা মুছিতে মুছিতে ১ম ও ২য় দস্যুর পুনঃ প্রবেশ।

১ম দস্যু। ওঁরেঁ বাঁবাঁ রেঁ—নাক্ গেঁল রেঁ!

২য় দস্যু। তুঁই আঁহাঁম্মুকই তঁ যঁত নষ্টেঁর গোঁড়া! ওঁ রেঁ! বাঁবাঁ রে!

কর্ত্তিত হস্ত ৩য় দস্যু ও ভগ্নপদ ৪র্থ দস্যুর পুনঃ প্রবেশ।

৩য় দস্যু। ওরে বাবা রে—কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে—আমার যে ডান হাতখানা রে—

৪র্থ দস্যু। বেটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! বেটা আমার পাখানার দফা-রফা ক'রে দিয়েছে রে!

দস্যু-সর্দ্দারের প্রবেশ।

সর্দ্দার। অকর্ম্মণ্যের দল—কৈ সে রমণী?

১ম দস্যু। কিঁ কঁর্ব, সঁর্দ্দার—নাক গেঁছে!

২য় দস্যু। সঁর্দ্দার! আঁমারও তাঁই।

৩য় দস্যু। সর্দ্দার! আমি নাচার। [কর্ত্তিত হস্ত প্রদর্শন]

৪র্থ দস্যু। আমার পা'খানার দফা-রফা ক'রে দিয়েছে, সর্দ্দার!

সর্দ্দার। তোরাই না বল্‌ছিলি, রমণী একাকিনী; তবে কে এ কাজ কর্‌লে?

৩য় দস্যু। কেউ করে নি, সর্দ্দার! কণ্ঠীর লোভে আমরা আপনা-আপনি লড়াই ক'রে মরেছি।

সর্দ্দার। আহাম্মুকের দল! দূর হ' এখান থেকে—

[দস্যুগণের প্রস্থান।

কিন্তু আমি সে সুন্দরীর আশা কিছুতেই পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না—যেমন ক'রেই হোক্, সে সুন্দরীকে আমি চাই।

[গমনোদ্যোগ, চৌকীতে উপবিষ্ট গোদাকে লইয়া তাহার অনুচরগণের প্রবেশ।]

গোদা। সেটী হচ্ছে না, যাদু! সে সুন্দরী আমার।

সর্দ্দার। কে তুই?

গোদা। পরিচয়ে দরকার কি? ঝাড়্‌ব নাকি একটী ঘা—

সর্দ্দার। মূর্খ, ভাল চাস্ ত পথ ছাড়্—সুন্দরীর আশা ত্যাগ কর্।

গোদা। বুদ্ধিমান্, যদি ভাল চাও ত বুদ্ধিমানের মত স'রে পড়; নইলে দেখ্‌ছ এই লাথি—

সর্দ্দার। কি—এত বড় স্পর্দ্ধা! [আক্রমণ]

গোদা। আমারও তলোয়ার আছে, চাঁদ! শ্রীচরণখানি বেশির ভাগ—

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

[অনতিবিলম্বে গোদাকে স্কন্ধে লইয়া অন্ধ দস্যু-সর্দ্দারের প্রবেশ; গোদা তাহার কর্ত্তিত গোদা পাখানি স্বীয় স্কন্ধে লইয়া বসিয়াছিল।]

সর্দ্দার। গোদা, এই কি ধর্ম্ম হ'ল, ভাই! আমায় জন্মের মত অন্ধ ক'রে দিলি?

গোদা। তুমি যে আমার তার চেয়ে বেশি সর্ব্বনাশ কর্‌লে, দাদা! যে শ্রীচরণের দৌলতে আমি এতগুলো লোকের উপর প্রভুত্ব কর্‌ছিলুম, তোমার জন্যই আজ আমি আমার সেই শ্রীচরণখানি হারালুম!

সর্দ্দার। উঃ, আমরা কি আহাম্মুক!

গোদা। সে কথা আর মুখে ব'লে লাভ কি, দাদা! এখন চল, আস্তানায় যাওয়া যাক্। হা রে অদৃষ্ট!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীরবর্ত্তী পথ।

নেতা ও মনসার প্রবেশ।

নেতা। পারি না, দেবি—সতীর দুর্দ্দশা দেখ্‌তে আর পারি না! দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের প'র বৎসর ক'রে কতদিন কেটে গেল; সতী তার পতিদেবতার মৃতদেহ বুকে নিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে—কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে, তা সে জানে না। শুধু জানে যে, সে ঐ গলিত মৃতদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে আবার ফিরে আস্‌বে। মনের এতখানি দৃঢ়তা—এতদূর উচ্চাশা শুধু ভারতের সতীনারীতেই সম্ভবে। আর কেন, দেবি! রোধ কর তোমার ঐ জিঘাংসা বৃত্তিকে; ডুবিয়ে দাও, দেবি, তোমার প্রতিহিংসার—তোমার অপমানের—তোমার গাত্রদাহের তীব্র জ্বালা, বিস্মৃতির অতলতলে; ভুলে যাও—ভুলে যাও, দেবি—তোমার দেবত্বের অহঙ্কার! যার প্রতিষ্ঠা কর্‌তে তুমি আজ পৃথিবীর একটা নগণ্য মানুষের কাছে পরাজিত—হতমান! তুমি মনে কর্‌ছ, এ তোমার জয়! কিন্তু তা নয়, দেবি—এ তোমার পরাজয়! তার সাক্ষী, ঐ দেখ, ধরার আদর্শসতী বেহুলা সতীত্বের বিমলজ্যোতিতে দশদিক্ আলো ক'রে সগৌরবে চলেছে—পতির পুনর্জীবন দান ক'রে জয়মাল্য তার পিতার গলায় পরাতে! ক্ষান্ত হও, দেবি! আর নয়—যথেষ্ট হয়েছে!

মনসা। নেতা, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ে আনন্দ, না পরাজয়ে আনন্দ। যে প্রতিহিংসার উন্মাদনায় আমি সারা পৃথিবী ছুটে বেড়িয়েছি একটা নগণ্য মানুষের দম্ভ চূর্ণ কর্‌তে সেই প্রতিহিংসার

বিষে আজ আমি নিজেই জর্জ্জরিত—হতমান—লাঞ্ছিত—পরাজিত! তবুও ঐ দাম্ভিক সদাগরের হাতে পূজা পাবার লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছি না। কিন্তু নেতা, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থাক্‌লেও আশা নেই—উপায় নেই—পথ নেই।

নেতা। হতাশ হ'য়ো না, দেবি! যে পথে এতদূর এসেছ, এখন সে বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথ ধর দেখি, দেখ্‌বে—তোমার আশা কখনও অপূর্ণ থাক্‌বে না। হীন প্রতিহিংসার উন্মাদনায় সদাগরের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে কঠোর শাসন-রজ্জুতে তাকে বাঁধ্‌তে গিয়েছিলে—পার নি; এখন করুণায় তার সর্ব্বস্ব তাকে ফিরিয়ে দিয়ে, পবিত্র স্নেহের সলিলে তাকে অবগাহন করিয়ে স্নেহময়ী জননীর মত তাকে আদর ক'রে বুকে তুলে নাও দেখি, দেবি! দেখ্‌বে, কৃতজ্ঞতার অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে সে আপনি বাঁধা প'ড়ে গেছে।

মনসা। তাতেও যদি সে আমার পূজা করতে সম্মত না হয়, নেতা?

নেতা। সেজন্য তোমায় আমায় কিছু করতে হবে না, দেবি! কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সদাগরের কর্ত্তব্যপরায়ণতাই তাকে এ কার্য্যে উৎসাহিত করবে।

মনসা। ভাল, তবে তাই হোক্! সতীর মনোবাসনা পূর্ণ করতে আদর্শসতী বেহুলাকে তুই আশ্রয় দে। পুণ্যবতী সতী নিজের পুণ্যধনে জরামরণশীল মাটীর দেহ নিয়ে দেবলোক দর্শন ক'রে ধন্য হোক্!

নেতা। তা না হয় দিলুম; কিন্তু তাতেই কি তার অভীষ্ট পূর্ণ হবে?

মনসা। তার নির্ভরতা—তার নিষ্ঠা—তার একাগ্রতাই তার অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র পন্থা।

নেতা। তা' হ'লে আসি, দেবি; আশ্রয়হীনা অভাগিনী বালিকার বুকফাটা কাতর ক্রন্দন আর সহ্য হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর।

[নেতা রজকিনী বেশে কাপড় কাচিতেছিল; তাহার শিশুপুত্র সুমালী পরিপূর্ণ নীলের পাত্রটী লইয়া খেলা করিতেছিল। বালকসুলভ চপলতা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গে নীল মাখিয়া একটী নল দ্বারা ঐ নীল রং মুখবিবরে টানিয়া লইয়া কখনও তাহা ফুৎকারে উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিতেছিল—এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ একবার খানিকটা রং নেতা কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত বস্ত্রস্তূপের উপর গিয়া পড়িল। নেতা রোষকষায়িত নেত্রে বালকের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল]

নেতা। হতভাগা, কি কর্‌লি বল্ দেখি! একেবারে সব নষ্ট ক'রে দিলি? আমি তোকে বারবার বল্‌ছি, নীল নিয়ে খেল্‌তে নেই; খেল্‌তে হয়—নদীর জল আছে, জলে ঝিনুক আছে, চড়ে বালি আছে, সেই সব নিয়ে খেলা কর্। বালির ঘর ক'রে ঝিনুক নিয়ে সাজা—গাছের ঝরা পাতা কুড়িয়ে এনে খেলাঘরের বিছানা কর্, এত খেল্‌বার জিনিষ থাক্‌তে, দুষ্টু ছেলের খেল্‌বার জিনিষ হ'ল কিনা নীল! পাজী ছেলে!

সুমালী। দেখ, মা, দেখ—মান্দাস বেয়ে তোমার মত কে একজন যাচ্ছে—ঠিক্ যেন তুমি! ও কে, মা?

নেতা। মনে করেছিস্ বুঝি, দুটো বাজে কথা ক'য়ে আমায় আসল কথা ভুলিয়ে দিবি? তা হবে না—তুই যদি এবার নীলের কাছে যাবি, তোকে পাটায় আছ্‌ড়ে মেরে ফেল্‌ব!

সুমালী। দেখ মা, দেখ—ও বুঝি কাঁদ্‌ছে! কেন কাঁদ্‌ছে, মা?

নেতা। আবার ওদিকে যাচ্ছিস্ ?

সুমালী। বল না, মা—ও কেন কাঁদ্‌ছে ?

[অগ্রসর হইল]

নেতা। [তীব্রস্বরে] সুমালি—

সুমালী। আমি ত ওদিকে যাই নি—ওকে দেখ্‌ছি—ওর কান্না দেখে আমারও কান্না পাচ্ছে ! বল না, মা—ও কেন কাঁদ্‌ছে ? ঐ শোন—আহা, ও বুঝি বড় দুঃখী !

[নেপথ্যে বেহুলার গীত]

বেহুলা।—

গান।

এস ফিরে এস ওগো আমার হৃদয়-স্বামী।
তোমারে ফিরাতে ওপার হ'তে অকূলে ভেসেছি আমি॥
যা কিছু তোমার সকলি গিয়াছে,
তবু আছ গো আমার তুমি,
অঞ্চলে বাঁধা পূত অস্থি, ভাঙা বুকে স্মৃতিখানি,
আমার মরমের ব্যথা জানাব কাহারে
জানেন অন্তরযামী॥

সুমালী। শুন্‌লে ত, মা—বল না ও কে ?

[অন্যমনস্কভাবে নীলের পাত্রে হস্তার্পণ]

নেতা। পাজী, আবার—

[সুমালীর গণ্ডে চপেটাঘাত]

সুমালী। ওঃ—মাগো—

[পতন ও মৃত্যু]

নেতা। হাড় জুড়ুলো! যাই, তাড়াতাড়ি কাপড় ক'খানা গুছিয়ে নি। সুমালী বলেছে বড় মিথ্যা নয়—ঐ যে, দেবীর কোপানলে গতজীবন লখিন্দরের অস্থি ক'খানা সম্বল নিয়ে সতী-শিরোমণি বেহুলা মান্দাস বেয়ে এইদিকেই আস্‌ছে। আহা, অভাগিনীর দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়! দেবী একজনের উপর রোষপরতন্ত্র হ'য়ে এক অবলা সরলারে অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছেন। আমিও ত রমণী—সতী রমণীর এ দুর্দ্দশা আর দেখ্‌তে পারি না; আমি এর উপায় কর্‌ব, তাতে যদি দেবীর কোপানলে আমাকেও—তাই ত মান্দাসখানা ত এই ঘাটের দিকেই আস্‌ছিল, আবার হঠাৎ অন্যদিকে ফির্‌ল কেন? তবে কি আমি স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেছি ব'লে—নিশ্চয়ই তাই! পুত্রকে পুনর্জীবিত কর্‌লে হয় ত—হয় ত কেন নিশ্চয়ই সে ফিরে আস্‌বে! তার পর? তার পরের কর্ত্তব্য তার পর। সুমালি—সুমালি—ওঠ্‌ ত, বাবা!

সুমালী। কেন, মা? [উঠিয়া দাঁড়াইল]

নেতা। দেখ্‌ ত, বাবা, মান্দাসখানা কোন্ দিকে গেল?

সুমালী। কোথায় আর যাবে, মা? ঐ দেখ না, তীরের মত বেগে ঘাটের দিকেই আস্‌ছে—

নেতা। বটে, তবে আয়—মায়ে-পোয়ে কাপড়গুলো গুছিয়ে নি—[উভয়ের তথাকরণ]

কয়েক খণ্ড অস্থি হস্তে বেহুলার প্রবেশ।

বেহুলা। [নেতার পদতলে পড়িয়া] মা—মা—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—

নেতা। কে তুমি?

বেহুলা। আমি যে-ই হই, আমি অভাগিনী—আমায় ভিক্ষা দাও, মা—ভিক্ষা দাও—

নেতা। ভিক্ষা! হীনা রজকিনী আমি—আমি তোমায় কি ভিক্ষা দোব, মা?

বেহুলা। ছলনায় ভোলাবার চেষ্টা করো না, মা—আমায় ভোলাতে পারবে না; আমি স্বচক্ষে দেখেছি—তুমি মৃতদেহে প্রাণ দিয়েছ। তোমার ডাকে মরা ছেলে বেঁচে উঠেছে! আমায় ভিক্ষা দাও, মা—আমায় স্বামী-ভিক্ষা দাও—

নেতা। সে শক্তি আমার নেই, মা! তবে—

বেহুলা। তবে?

নেতা। সতি, তবে তোমার জন্য আমি দেবতার দ্বারে করুণা ভিক্ষা করব। দেবতার করুণায় তোমার আশা কখনও অপূর্ণ থাকবে না। আমি তোমায় দেবতাদের কাছে নিয়ে যাব—আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে; পারবে, সতি?

বেহুলা। এখনই যাব, মা! স্বর্গ কি, মা—আমি স্বামীর জন্য নরকে যেতে প্রস্তুত আছি—যদি সেখানে একবার তাঁর দেখা পাই; জলে ডুবতে, আগুনে পুড়তেও রাজী আছি, মা! তুমি আমায় নিয়ে চল। কিন্তু তুমিও মানুষ আমিও মানুষ; কি ক'রে আমাকে সেখানে তুমি নিয়ে যাবে তাই আমি ভাবছি।

নেতা। সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি মানুষ হ'লেও শক্তি-সাধনায় আমার কিছু সিদ্ধিলাভ হয়েছে; সেই শক্তিতে আমি এ জন্মে দেবতাদের রজকিনী হ'তে পেরেছি; আমি নিত্য তাঁদের কাপড় কেচে দিয়ে আসি। মা, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

বেহুলা। যাব—কতদিনে সেখানে—সে এখান থেকে কত দূর? যাব—এ আমি কোথায় এসেছি?

নেতা। অনেক দূর এসে পড়েছ, মা! তুমি এসেছ পৃথিবীর শেষ

সীমানায়—স্বর্গ আর মর্ত্তের ঠিক সন্ধিস্থলে। এই যে নদী দেখ্‌ছ, উত্তর দিক্ থেকে ব'য়ে আস্‌ছে, এর নাম মন্দাকিনী। আর এই যে দক্ষিণ দিকে পৃথিবীর দিকে ব'য়ে যাচ্ছে, এইখান থেকে মন্দাকিনীর নাম গঙ্গা। বেশি দূর নয়—আমার সিদ্ধিবলে তোমাকে সহজে শীঘ্র নিয়ে যাব।

বেহুলা। তোমার ত মা, সিদ্ধি আছে—তবে তুমিই আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও না কেন ?

নেতা। সে হয় না, সতি ! আমি নিজের হাতে মেরে ফেলে—নিজে বাঁচাতে পারি। আর তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে দেব-রোষে। তার পুনর্জীবন লাভ দেবতাদের করুণার উপর নির্ভর কর্‌ছে। ভাল, তুমি দেবতাদের সন্তোষের জন্য কিছু কর্‌তে পার—এমন কোন গুণ তোমার আছে ?

বেহুলা। আমার এমন কি গুণ আছে যে, আমি দেবতাদের সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌ব ? তবে আমি নৃত্যগীত জানি।

নেতা। তা আমি শুনেছি—তোমার মত নৃত্য-পটিয়সী নারী পৃথিবীতে আর নাই। নৃত্যগীতে দেবতারা সহজেই মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন, তা যখন তোমার খুব ভাল রকম জানা আছে, তখন ত আর কোন কথাই নাই—সহজে কার্য্যসিদ্ধি হবে। এখন এস—তুমি আমার সঙ্গে এস। এই কাপড়গুলো গুছিয়ে নিই, চল।

[নেতা ও তৎপশ্চাৎ বেহুলার প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেব-সভা।

[ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ, যম, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শনৈশ্চর প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। সভার সম্মুখভাগে দ্বারদেশে দণ্ডধারিদ্বয় সমাসীন। মদন প্রথমে কতকগুলি পুষ্পমাল্য আনিয়া দেবতাদিগকে পরাইয়া দিল ; পরে গন্ধদ্রব্যাদি সিঞ্চন করিতে লাগিল। অভ্যর্থনাদি সমাপ্ত হইলে মদন প্রস্থান করিল। সমবেত দেবগণ উল্লাসে দেবরাজের জয়ধ্বনি করিল।]

ইন্দ্র। জান কি, বরুণ, এমন অসময়ে সভা-আহ্বানের উদ্দেশ্য কি ?

বরুণ। কারণ না জান্‌লেও অনুমান হয়, আবার কোন দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যের অত্যাচার দেবরাজের সহ্যের সীমা ছাপিয়ে উঠেছে ; তাই তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে দেবতাদের আবার অস্ত্রধারণ কর্‌তে হবে।

ইন্দ্র। না, বরুণ—তা নয়। মৃত্যুপতি ! তোমার কি অনুমান হয় ?

যম। দীর্ঘকাল কোষবদ্ধ তরবারিকে যখন শত্রুর তপ্ত রক্তে স্নান করাবার সুযোগ হ'ল না, তখন অকারণ সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যস্ত কর্‌তে চাই না ; পরম বিজ্ঞ পবনদেবই আপনার অনুমান কি প্রকাশ করুন।

শনি। থাক্—থাক্—ওঁকে আর অতটা কষ্ট কর্‌তে হবে না ; ওঁর সদাপ্রফুল্ল ভাবটুকুই মধুর—ভাবনা চিন্তায় মুহূর্ত্তের জন্য যদি উনি একটু গম্ভীর হ'য়ে পড়েন, তা হ'লেই প্রতুল আর কি ! সভাসুদ্ধ সকলে এখনই গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে উঠ্‌বেন। তার চেয়ে ও সব অনুমানের নটখটি ছেড়ে দিয়ে

মহারাজ নিজে উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত কর্‌লেই ব্যাপারটাও একটু তরল হ'য়ে আসে, আর আমরাও একটা প্রবল উৎকণ্ঠার হাত থেকে রক্ষা পাই।

ইন্দ্র। ভাল, আমিই বল্‌ছি ; এ সভা-আহ্বানের উদ্দেশ্য—মন্ত্রণা।

বরুণ। মন্ত্রণা ?

শনি। মন্ত্রণার চেয়ে উৎকণ্ঠার যন্ত্রণাটা যে ক্রমশঃ অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে, মহারাজ! প্রমাণস্বরূপ ঐ দেখুন, মৃত্যুপতির মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে—যেন মৃত্যু-বিভীষিকা! চন্দ্রদেব ঊর্দ্ধনেত্র—যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌ছেন! জ্যেষ্ঠতাত জলাধিপ যেন পুত্রশোকে মুহ্যমান! পবন খুড়োর ঘন ঘন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের ধমক দেখে মনে হচ্ছে, খুড়োর বুকের ভেতর কুলকাঠের আগুন জ্বল্‌ছে! অগ্নিদেব যেন তুষারের পাহাড় চাপা পড়েছেন! আর কার কথাই বা বল্‌ব, মহারাজ—আমি ত নেই বল্‌লেই হয়। শব্দের মধ্যে যেমন লুপ্ত অকার, আমিও তেমনি আমার অস্তিত্বের বিষয়টাই ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি না!

ইন্দ্র। সত্য, শনৈশ্চর—এ মন্ত্রণা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়! মর-জগতের এক সতী ভিক্ষাথিনীরূপে দেব-সভায় সমাগত। কি যুক্তি দাও তোমরা ; তাকে ভিক্ষা দেবে না ভিক্ষায় বিমুখ কর্‌বে ?

দেবগণ। হা—হা—হা!

যম। মর্ত্তের মানবী মাটীর দেহ নিয়ে দেবলোকে এসেছে ভিক্ষা কর্‌তে ? আশ্চর্য্য!

পবন। আর তার জন্যই মহারাজ এতখানি চিন্তিত ?

শনি। স্পর্দ্ধা ত কম নয়! দাও না, বড়-দা, তোমার নরকের ফটকটা খুলে বেটীকে সেই পথ দেখিয়ে ; স্যাটা ঢুকে যাক্।

অগ্নি। কোন্ পুণ্যবলে একটা নগণ্য মানবী দেবলোকে আস্‌তে সমর্থ

হ'ল, মহারাজ? যখন সে মাটীর দেহ নিয়ে নরের অগম্য স্থানে আস্‌তে সক্ষম হয়েছে, তখন মনে হচ্ছে সে সামান্য মানবী নয়!

চন্দ্র। না হয় অসামান্যই হ'ল, বলি তবু এসেছে ত ভিক্ষা করতে?

শনি। ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্, এখন ভিক্ষা দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছা; ইচ্ছা করলে ভিক্ষাও দিতে পারি, আবার অর্দ্ধচন্দ্রও দিতে পারি।

ইন্দ্র। তা হয় না, মূর্খ, অসাধারণ মানবী অসাধারণ উচ্চাশা নিয়ে তিনলোকের শ্রেষ্ঠ লোকে এসেছে, তাকে বিমুখ করা চলে না। দেবতার কাছে মানুষ যদি এতখানি অবিচার পায়, তা' হ'লে দেবতাকে সর্ব্বনিম্ন মর্ত্তলোক হ'তেও নিম্নতর লোকে নেমে যেতে হবে।

[দেবগণ সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিলেন]

এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, সমস্যাটা যতদূর সহজ মনে কর্‌ছ, ততটা সহজ নয়? ঐ দেখ, সেই অসামান্যা বালিকা, নেতার সঙ্গে এইদিকে আস্‌ছে। যুক্তি স্থির কর, দেবগণ—এখনই—এই মুহূর্ত্তেই!

দূরে বেহুলা ও নেতার প্রবেশ, দেবগণ সবিস্ময়ে বেহুলাকে দেখিতে লাগিল।

নেতা। নিরাশ হ'য়ো না, বুক বাঁধো—কল্পবৃক্ষের তলায় এসে কেউ কখনও হতাশ হ'য়ে ফিরে যায় না!

বেহুলা। এ কোথায় এলুম, মা? সম্মুখে ঐ সুবিমল সচল জ্যোতিঃ-পুঞ্জ দেখে চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে। ওঁরা কি দেবতা? কি অপূর্ব্ব কান্তি! প্রশান্ত বদনে কি অপূর্ব্ব লাবণ্য! মা—মা—স্বামী কি আমার এতদূর এসেছেন? এঁরাই বুঝি আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছেন? এমন হাস্যোজ্জ্বল করুণামাখা মুখ দেখে ত মনে হয় না, মা, এঁদের প্রাণ এত কঠোর!

নেতা। কঠোরতা আর কোমলতার চরম পরিণতিতে দেবতার হৃদয় তৈরী হয়েছে, তাই দেবতার কর্ম্ম—একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে ধ্বংস : একদিকে কোমলতার পূর্ণ নিদর্শন বরাভয়, অন্যদিকে বিশ্বধ্বংসী বজ্রপ্রহারে বিরাট্ ধ্বংস-লীলা! এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, তোমার কর্ত্তব্য কি?

বেহুলা। বুঝেছি, মা! সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়ন্তা দেবতাকে তুষ্ট কর্‌তে হবে; নইলে আশা পূর্ণ হওয়া সুদূরপরাহত। কিন্তু কেমন ক'রে তাঁদের তুষ্টিসাধন কর্‌ব, মা?

নেতা। শুনেছি, তুমি অপূর্ব্ব নৃত্যগীত-পটিয়সী। পরিপূর্ণ ভক্তি ও একাগ্রতা নিয়ে তোমার শিক্ষিত কলাবিদ্যার সহায়তায় তাঁদের চরণ বন্দনা কর।

বেহুলা। আশীর্ব্বাদ কর, মা! যেন তোমার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হয়।

ইন্দ্র। অবাক্ হ'য়ে তোমরা দেখ্‌ছ কি? একটা উপায় কর; ভিক্ষার্থিনী যদি———

শনি। ইন্দ্রত্ব কামনা ক'রে বসে! হা—হা—হা—মহারাজ! তাও কি সম্ভব! আর সম্ভব হলেই বা তা দিচ্ছে কে? অর্দ্ধচন্দ্রেন বিতাড়য়েৎ।

ইন্দ্র। অলৌকিক শক্তিসম্পন্না মানবী দেবসমীপে; ভিক্ষার্থিনী বিমুখ কর্‌তে পার্‌ব না, শনৈশ্চর—তাতে ইন্দ্রত্ব যায় যাক্!

[নৃত্যভঙ্গী সহ বেহুলা দেবগণের সম্মুখীন হইল]

শনি। [জনান্তিকে] দেখ্‌ছ কি, পবনখুড়ো! ছুঁড়ী আমাদের উর্ব্বশী মেনকারও উপরে যায়!

নৃত্যসহ বেহুলার গীত।

বেহুলা।—

গান।

করুণা-আধার লোক-লোকেশ্বর,
ওগো জীব-শিবকারী অগতির গতি।
শরণ-আগত, বেদনা-ব্যথিত,
পতি-কাঙালিনী মাগে প্রাণপতি ॥
মুকুল-জীবনে সাধ না পুরিল,
আশার মঞ্জরী অকালে শুখালো,
কোমল পরাণে কত স'বে বল,
পতির বিরহ পতিহারা সতী ॥
মৃত পতি কোলে ভাসিয়া অকূলে,
এসেছি কূলে—কল্পতরু মূলে।
ভিখারিণী বালা, পতি শোকাকুলা,
ভিক্ষা দাও গো দাও গো ভিক্ষা
অবলার প্রাণপতি ॥

[গীতান্তে বেহুলা ইন্দ্রের পদতলে পতিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারাইল। দেবগণ এতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে বেহুলার দিকে চাহিয়াছিলেন, সহসা তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল ; তাঁহারা ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত, এ কি হ'ল !"]

ইন্দ্র। নেতা, বালিকার চৈতন্য-সম্পাদন কর। জরা-মরণশীল মর্ত্তের মানবীর এত শক্তি—এমন একাগ্রতা—এতদূর নিষ্ঠা ! এমন ত্রিলোক-দুর্লভ পতিপ্রেম এই ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয়ে ! অপূর্ব্ব ! সত্যই অপূর্ব্ব ! নেতা, আমি মুগ্ধ হয়েছি—আত্মহারা হয়েছি ! জিজ্ঞাসা কর, নেতা—সে কি

চায়? অসম্ভব হ'লেও আমি তার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌ব। মা—মা—সতী-রাণি—বল্, মা! তুই কি চাস্?

নেতা। ত্রিদিব-ঈশ্বরের উপযুক্ত কথা বটে! কিন্তু দেবরাজ! বালিকার প্রার্থনা সত্যই অসম্ভব! সে চায় তার মৃতপতির পুনর্জীবন। এ কি সম্ভব, প্রভু?

ইন্দ্র। মৃত্যুপতি! সত্যই কি তাই? এই সরলা পতিপরায়ণা কিশোরীকে অকাল-বৈধব্য প্রদান ক'রে জগতে ধ্বংস-নীতির মর্য্যাদা খুব রক্ষা করেছ! কিন্তু শোন, কাল! তোমায় এ নীতির ব্যভিচার কর্‌তে হবে। সতীকে তার পতি-ভিক্ষা দিতে হবে।

যম। বৃথা আমার উপর দোষারোপ কর্‌ছেন কেন, দেবরাজ? এর জন্য প্রকৃত অপরাধী আমি নই—অপরাধী আর একজন—

মনসার প্রবেশ।

মনসা। হাঁ, আর একজন—দেবতার কন্যা হ'য়ে, দেব-সমাজে স্থান পায় নি ব'লে, মর্ত্তে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য অন্ধের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পরিপূর্ণ উদ্যমে ছুটেছিলুম—এক সদাগরের হাতে পূজা পাবার আশায়; কিন্তু পরম নিষ্ঠাবান্ শিবভক্ত সদাগর আমায় অপদেবতা ব'লে উপেক্ষা কর্‌লে—শুধু উপেক্ষা নয়, দেবরাজ! দাম্ভিক সদাগর আমার আশ্রিত সর্পকুল ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হ'ল। প্রতিহিংসায় অন্ধ আমি. তার দর্প চূর্ণ কর্‌তে তার ছয় পুত্রকে নিধন কর্‌তে আমার আশ্রিত সর্পকুলকে আদেশ দিলুম; তবুও সদাগরের দর্প চূর্ণ হ'ল না! ছয় পুত্র গেল, কালীদহের অতল জলে তার সাধের সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিমজ্জিত হ'ল, নিরাশ্রয়, ক্ষুৎপিপাসাকাতর সদাগর লজ্জানিবারণের একখণ্ড বস্ত্রের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল, কত অপমান—কত নির্যাতন সহ্য কর্‌লে, কিন্তু তবুও সে অটল—অচল—কিছুতেই আমার পূজা কর্‌লে না।

আমি আর সইতে পার্‌লুম না—তার শিবরাত্রের সল্‌তে বংশের একমাত্র আনন্দ-দুলাল—এই বালিকার স্বামীকে বিবাহ-বাসরে মৃত্যুর কোলে তুলে দিয়ে ভেবেছিলুম বুঝি, এইবার সদাগরের দর্প চূর্ণ হবে ; কিন্তু দেবরাজ ! বল্‌ব কি—বল্‌তে যেন লজ্জায় অভিমানে মাথা নুয়ে পড়্‌ছে, নিদারুণ মর্ম্ম-দাহে জ্ব'লে পুড়ে মর্‌ছি ! ওঃ তথাপি তার দম্ভ চূর্ণ হ'ল না—সে আমার পূজা কর্‌লে না ! ওঃ, এত যন্ত্রণা—এত অপমান—এতখানি লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তেই কি আমি দেবকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলুম !

ইন্দ্র। আক্ষেপ ক'র না, পদ্মা ! একটা ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে দেবকুল তোমার দেবতার সম্মান হ'তে বঞ্চিত করেছিল ; অনুতপ্ত দেব-সমাজকে মার্জ্জনা কর, পদ্মা ! আজ হ'তে আমি তোমার দেবসমাজে যোগ্য আসন প্রদান কর্‌ছি, আমার অনুরোধ রাখ, সতীকে তার পতি-ভিক্ষা দাও। তুমি জান না, পদ্মা ! তেজোময়ী সতীর এক-এক-বিন্দু অশ্রু এক-একটা স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি ক'রে দেবলোক ধ্বংস কর্‌বে। বিরাট ধ্বংসের মাঝে প'ড়ে স্বর্গ মর্ত্ত এক হ'য়ে যাবে। পদ্মা—পদ্মা—কথা রাখ—সতীকে তার পতিভিক্ষা দাও।

মনসা। না, পার্‌ব না, দেবরাজ ! আমায় মার্জ্জনা করুন। মর্ত্তের একটা নগণ্য মানুষের কাছে অপমানিত হ'য়ে দেবসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই না।

মহাদেব ও ভগবতীর প্রবেশ।

মহাদেব। অভিমানিনী কন্যা আমার ! অভিমান পরিত্যাগ কর্‌। দেবকন্যা হ'য়ে দেবতার অমঙ্গল ডেকে আনিস্ নি। এই দেখ্—সতীর বুকের ব্যথা সতীরাণী ঈশানীর বুকে বেজেছে, তাই আজ তোর পদ্ম-আঁখির আঘাতের চিহ্ন স্বহস্তে মুছে দিয়ে তোকে স্নেহের অঙ্কে তুলে নিতে

তোর স্নেহময়ী জননী ছুটে এসেছে। শোন্, পদ্মা—শ্মশানচারী ভাণ্ডড় ভোলার দেবসমাজে যদি এতটুকু স্থান থাকে, তা' হ'লে শিবদুহিতা পদ্মার আসন তা হ'তে অনেক উচ্চে থাক্‌বে, আর তোর আশ্রিত অনুগত সন্তান তুল্য সর্পকুলের আসন আজ হ'তে আমার বক্ষে—কণ্ঠে—মস্তকে; বল, মা পদ্মা—এইবার তুই অভাগিনীকে পতিভিক্ষা দিবি?

মনসা। শুধু সতীকে পতিভিক্ষা কেন, বাবা, আমি তার শ্বশুরের মৃত আর ছয় পুত্রের জীবন দান কর্‌ব; তার বড় সাধের সপ্তডিঙ্গা মধুকরকে কালীদহের অতল তল হ'তে উদ্ধার ক'রে দেবো—শোকের মর্ম্মভেদী হাহাকার-মুখরিত শ্মশানতুল্য সদাগরের গৃহখানাকে চির শান্তিময় আনন্দ-নিকেতনে পরিণত কর্‌ব, বাবা—যদি সদাগর আমার পূজা করে।

বেহুলা। কর্‌বে—কর্‌বে, মা—শ্বশুর আমার তোমার পূজা কর্‌বে; আমি তাঁকে পূজা করাব। মা—মা—দুঃখিনীর প্রতি প্রসন্না হও!

মনসা। প্রতিজ্ঞা কর্‌ছ? সতীর প্রতিজ্ঞা—মনে থাকে যেন!

বেহুলা। হাঁ, মা! সতীর প্রতিজ্ঞা—তিনি যদি পূজা না করেন, তোমার দেওয়া জিনিষ তুমি আবার ফিরিয়ে নিয়ো, মা!

মনসা। তা' হ'লে কই, তোমার পতির অস্থিগুলো কৈ? এইখানে রক্ষা কর।

[বেহুলা অস্থিগুলো সাজাইয়া রাখিয়া দিল ও মনসা তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।]

ঐ দেখ, সতি! তোমার ইষ্টদেবতা স্বামী তোমার সম্মুখে।

কঙ্কাল হইতে লখিন্দরের আবির্ভাব।

লখি। আমি কি এতই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—না এখনও স্বপ্ন দেখ্‌ছি! বেহুলা—বেহুলা—এ আমরা কোথায় এসেছি, বেহুলা?

বেহুলা। মানুষে যেখানে আস্‌তে পারে না। পরে সব বল্‌ব, প্রভু! আগে যাঁর কৃপায় তোমায় পেয়েছি, সেই মাকে প্রণাম কর।

[বেহুলা ও লখিন্দর সকলকে প্রণাম করিল]

ইন্দ্র। যাও, মা—এইবার হৃষ্টমনে পতিসঙ্গে কর্ম্মময় জীবনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও! নেতা, এদের পথ দেখিয়ে দাও।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

অগ্রে উন্মত্তপ্রায় চাঁদ-সদাগর এবং তাঁহাকে তাঁহার ইপ্সিত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করণে সচেষ্ট নেড়ার প্রবেশ।

চাঁদ। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, নেড়া, আমি যাব—আমায় যেতেই হবে! মা আমার লখিনকে নিয়ে ফিরে আস্‌ছে, আমি স্বয়ং তাদের নগরপ্রান্ত হ'তে সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে আস্‌ব। নগরপ্রান্তে অন্নসত্র জলসত্র স্থাপন করতে হবে—গম্ভীর আরাবে দামামা বাজ্‌বে; জগৎ জান্‌বে—ধর্ম্মযুদ্ধে মনসা পরাজিত, চাঁদ-সদাগর জয়ী! দর্পিতা নাগরাণী আমার লখিনকে কেড়ে নিয়েছিল, সাধ্বী মা আমার সাবিত্রীর মত তার দর্প চূর্ণ ক'রে তার মৃত পতিকে যমের অধিকার থেকে ছিনিয়ে আন্‌ছে। সতী সাধ্বীর এ মহান্ গৌরবে দামামা বাজ্‌বে না—বাজ্‌বে বৈ কি! দামামা বাজ্‌বে—আলোক-মালায় নগরী সজ্জিত হবে—স্বর্গ হ'তে দেবতারা সতীর শিরে পুষ্পবৃষ্টি করবে! দে—দে—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—

নেড়া। [স্বগত] ভগবান্, আর যে দেখ্‌তে পারি না। প্রভু আমার কি ছিলেন আর কি হয়েছেন! রাজ-রাজেশ্বর সর্ব্বস্ব হারা হ'য়ে আজ উন্মাদ—অদৃষ্টের কি ক্রূর নির্যাতন! জগদীশ্বর—কি কর্‌লে!

চাঁদ। নেড়া—মূর্খ—হাস্‌ছিস? আমায় দেখে—আমার দুর্দ্দশা দেখে হাস্‌ছিস? মনে করেছিস্ বুঝি, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে! মনসার সঙ্গে বিবাদ ক'রে আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে! হাস্—হাস্—উচ্চৈঃস্বরে হো হো ক'রে অট্টহাসি হাস্—সমস্ত জগৎকেও হাস্‌তে বল্—সবাই হাসুক, কিন্তু চাঁদ-সদাগর বিরাট্ হিমাদ্রির মত অচল অটল! দুঃসহ দারিদ্র্য আমায় বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না—তিন-লোকের সুতীব্র শোক-সন্তাপে এ কঠোর হৃদয়ের সূক্ষ্মতম পরতে একটা কালো দাগও পড়্‌বে না! পুত্র গেছে যাক্—রাজ্য গেছে যাক্—মা বেহুলার অভাবে আমার সংসারে লক্ষ্মী ছাড়া হয়েছে হোক্, তবু আমি উচ্চকণ্ঠে বল্‌ব—আমার জয়—মনসার পরাজয়! দেখ্‌ত—দেখ্‌ত, নেড়া—বিজয়-গৌরবে আমার ললাটের রাজটিকাটা কেমন জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে!

নেড়া। প্রভু—রাজা—প্রকৃতিস্থ হোন্, অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে; যদি অদৃষ্টে থাকে, তবে যা গিয়েছে তা আবার ফিরে পাবেন।

চাঁদ। মূর্খ—অদৃষ্ট কি? পুরুষকার বল্—অদৃষ্ট দুর্ব্বলের প্রলাপ! পুরুষকারের একনিষ্ঠ সাধক চাঁদ-সদাগরের কাছে যে অদৃষ্টের নাম উচ্চারণ কর্‌বে, তার শাস্তি কি জানিস্, মূর্খ? তার শাস্তি প্রাণদণ্ড! [কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া] নেড়া—নেড়া—ঐ না দামামা বেজে উঠ্‌ল! বুঝি মা আমার নগর-প্রবেশ কর্‌ছে। আমায় ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—সতীর সম্বর্দ্ধনার কাল ব'য়ে যায়—সতীর সম্বর্দ্ধনার কাল ব'য়ে যায়! মা—মা—দাঁড়া—দাঁড়া—আমি যাচ্ছি। [আপনাকে মুক্ত করত বেগে প্রস্থান।

নেড়া। প্রভু—প্রভু—রাজা—[পশ্চাদ্ধাবন]

পূজার উপকরণাদি লইয়া পরিচারিকা এবং

মনসার ঘটকক্ষে সনকার প্রবেশ।

সনকা। আর কোন কথা শুনব না, মা—কারও অনুরোধ রাখ্ব না; আমি ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা কর্‌ব! সর্ব্বস্ব গেছে—কোলশূন্য ক'রে নিষ্ঠুর নিয়তি সাত-সাত পুত্র কেড়ে নিয়েছে—লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূ বেহুলাকে হারিয়েছি—এত সহ্য ক'রেও স্বামী-সুখে সুখিনী ছিলুম, তাই স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করি নি; কিন্তু দুর্ভাগ্যের নির্ম্মম নির্যাতনে আজ পুত্রশোকে স্বামীও আমার বিকৃত-মস্তিষ্ক; তবে আর কার মুখ চাইব? কারও মুখ চাইব না—আমি মনসার পূজা কর্‌ব! সে রমণী বলেছে, ষোড়শোপচারে ভক্তিভরে দেবীর পূজা কর্‌লে আবার আমি আমার সর্ব্বস্ব ফিরে পাব। সে আমারই মত অভাগিনী, সর্ব্বস্ব হারিয়ে দেবীর কৃপায় আবার সব ফিরে পেয়েছে—সে ব'লেছে আমিও পাব। নে, মা—শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর মায়ের পূজার আয়োজন ক'রে দে; দশমী তিথির আর ছয় দণ্ড মাত্র আছে, পুরোহিত-ঠাকুর এখনই আস্‌বেন।

পরি। পূজার সমস্ত আয়োজনই ত হয়েছে, মা! পুরুত-ঠাকুর এলেই হয়। এই যে ঠাকুর মশাই! আসুন—আসুন—

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। আয়োজন সব হয়েছে, মা? আমি বেশিক্ষণ বিলম্ব কর্‌তে পার্‌ব না। আমার আবার আরও পাঁচ বাড়ী যেতে হবে। পূজো-পার্ব্বণ ছাড়া আমায় আবার এক যজ্‌মানের পিতৃশ্রাদ্ধ আর এক জনের গর্ভ-ধারিণীর সপিণ্ডকরণ! একটু হাত চালিয়ে না নিলে সারাদিনেও সব কাজ শেষ হবে না। হাঁ, ভাল কথা! আগে শুনি, দক্ষিণান্তের ব্যবস্থাটা কি

করা হচ্ছে? এ ত পূজা করতে আশা নয়—এসেছি বাঘের মুখে নরবলি দিতে! রাজার কানে গেলে আমায় আর গর্দ্দানা নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে না! প্রাণটী হাতে ক'রে পূজা করতে হবে—দক্ষিণান্তের ব্যবস্থাটা ভাল রকম না হ'লে আর এ কাজে এগুচ্ছি না।

সনকা। সে-জন্ত কোন চিন্তা নেই, ঠাকুর! আপনি ভাল ক'রে মায়ের পূজা করুন, দক্ষিণাস্বরূপ যা চাইবেন, তাই দোব।

পুরো। আহা, তা আর করব না—তোমার বাড়ী ভাল ক'রে পূজা করব না! আবাহনের আড়াইটে মন্ত্রে মাকে জাগিয়ে তুলব—তার পর পাদ্য অর্ঘ্য, সোপকরণ নৈবেদ্য ত আছেই; কেশবের সন্তান আমি—আমার মত পূজা করবে কোন্ বেটা!

সনকা। বেশ, তা' হ'লে আর বিলম্ব করবেন না, দশমীর আর পাঁচ দণ্ড মাত্র বাকী।

পুরো। কেশবের সন্তান আমি—আমি অত দণ্ড পলের ধার ধারি না! আচমন আর দক্ষিণান্ত করতেই যা একটু সময় লাগে, পূজা করতে আর কতক্ষণ? ভক্তিভরে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে একটা ফুল দেওয়া বৈ ত নয়! নাও, নিয়ে এস দক্ষিণা—রজত, কাঞ্চন, মণি, মুক্তা হীরক প্রবালাদি ধাতব পদার্থ, বিষ্ণুর জোড়, শিবের জোড়, বাস্তু দেবতার জোড়, আমার জোড়, তোমার জোড়, পাড়া-প্রতিবাসীর জোড়, আত্মীয়-স্বজনের জোড়, ষোড়শোপচারে সিধা-পত্তর, আর ভোগের উপকরণাদি যা কিছু আছে সব নিয়ে এস। সিধাপত্তরগুলো একখানা মজবুত রকমের গাত্রমার্জ্জনী অর্থাৎ গামছায় বেঁধে দাও, আমি ততক্ষণ মায়ের আবাহন করছি।

[পূজায় নিযুক্ত হইলেন এবং মাঝে মাঝে বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া দক্ষিণা চাহিতে লাগিলেন; অনতিকাল মধ্যে পূজা সমাপ্ত হইল, তিনি ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন।]

বেগে চাঁদ-সদাগর ও নেড়ার পুনঃ প্রবেশ।

চাঁদ। একেই ত বলি সতী—একেই ত বলি পতিপরায়ণা সাধ্বী পত্নী! খুব সমারোহ ক'রে বাবা বিশ্বনাথের পূজা কর, সনকা। মা, আমার লখিনকে ফিরিয়ে আন্‌তে গেছে; মা তুমি—সন্তানের কল্যাণ কর—সন্তানের কল্যাণ কর! সনকা—

সনকা। রাজা!

চাঁদ। সনকা, বাবার পূজো কর্‌ছ, অখণ্ড বিল্বদল কই? বাবার পরম প্রিয় ধুতুরার মালা কই? আমার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বাবার পূজার আয়োজন না ক'রে এখানে পূজার আয়োজন করেছ কেন, সনকা? ওকি, নীরব রইলে কেন, সনকা? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে? বুঝেছি, আমার উপর অভিমান করেছ; সাত পুত্রের জননী হ'য়ে আজ আমারই জন্য তুমি পুত্রহীনা, তাই এ অভিমান!

সনকা। না, প্রভু! দাসীর আবার অভিমান কোথায়? তুমি এখনও বুঝ্‌লে না, স্বামি—কি ছিলে আর কি হয়েছ! সর্ব্বস্ব গিয়েছে, তাতে দুঃখ নেই, তুমি দেবতা-বিদ্বেষ ভুলে আবার মানুষ হও, আবার আমাদের সব হবে—আবার সোনার চাঁদ আমার শূন্য কোল পূর্ণ কর্‌বে। ওগো স্বামি—ওগো প্রভু—ওগো দেবতা—কথা রাখ, তোমার পায়ে পড়ি, কথা রাখ—তুমি দেবতা-বিদ্বেষ ভুলে মায়ের পূজা কর, মায়ের কৃপায় আমরা আমাদের হারানিধি ফিরে পাব।

চাঁদ। কি বল্‌লে, সনকা! তুমি কি আমার স্ত্রী? আমায় অপদেবতার পূজা কর্‌তে উপদেশ দিচ্ছ! যে হস্তে বাবা বিশ্বনাথের পূজা করেছি, সেই হস্তে অপদেবতার পূজা কর্‌ব? অপদেবতার পূজা ক'রে আবার পুত্রবতী হবে—সাত পুত্রের শোক ভুলে যাবে? বাঃ—বাঃ—বাঃ—পতিব্রতার মত কথা বটে! এখন বুঝেছি, সনকা! তুমি কার পূজা

করছ। ভাল, তাই কর, আর আমি নিষেধ করব না। তুমি নিজে সমারোহ ক'রে পূজা কর, আর সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাও—প্রজারাও সমারোহ ক'রে পূজা করুক! আমি দেবতা-বিদ্বেষী, আমার এ গৃহে স্থান নেই—এ রাজ্যে স্থান নেই! আয়, নেড়া, চ'লে আয়—দেবতা-বিদ্বেষী আমি—আমার স্থান এখানে নয়!

[প্রস্থান।

সনকা। নেড়া—নেড়া—যা—যা—রাজাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

নেড়া। কার উপর যে রাগ করব, কিছু ভেবে পাচ্ছি না! যাই—যতক্ষণ আছি, অন্নদাতা প্রভুর মুখ চাইতেই হবে।

[প্রস্থান।

পুরো। [আরতি বন্ধ করিয়া এতক্ষণ আতঙ্কে কাঁপিতেছিলেন; চাঁদ-সদাগর প্রস্থান করিলে হস্তস্থিত ঘণ্টাটি কয়েকবার সজোরে বাজাইয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন এবং তাড়াতাড়ি নৈবেদ্য প্রভৃতি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া লইলেন] এই আশীর্ব্বাদী ফুল রইল, আমি চল্লুম—আমার ঢের কাজ।

[প্রস্থান।

সনকা। দেবি—দয়াময়ি—আর যে সহ্য করতে পারি না, মা! কত সইব—কত সয়? দয়া কর—দয়া কর—আমার স্বামীর মন ফিরিয়ে দাও!

চামর হস্তে বেদিনীবেশে বেহুলার প্রবেশ।

বেহুলা।—

গান।

স্বরগের পূত শান্তি নির্ঝর
ধরার বুকে বহিয়ে যায়।
আয় রে তাপিত, আয় রে ব্যথিত,
কে জ্বালা জুড়াবি আয় রে আয়॥

তর্ তর্ চলে ফেনিল কল্লোলে,
ছুটে আয় পাপী মা মা ব'লে,
কিসের বেদন, কেন রে রোদন,
ওরে মা'র ছেলে ছুটে মা'র কোলে আয় ॥
সুমন্দ মন্দ মলয় বায়,
পরশি সে ধারা শান্তি ছড়ায়,
পুলকে পাখী শাখী 'পরে গায়,
ওরে মা'র ছেলে ছুটে মা'র কোলে আয় ॥
আয়—ওরে আয়—ওরে আয়—
পাপী তাপী ছুটে আয় ॥

সনকা। কে—কে মা তুই ?

বেহুলা। মা, আমি বেদেদের মেয়ে। তোমাদের বাড়ী মায়ের পূজা হচ্ছে শুনে ছুটে এলুম ; কিন্তু মা, আনন্দময়ী মা'র পূজা কর্‌তে ব'সে এমন নিরানন্দ কেন, মা ? চোখে জল কেন, মা ?

সনকা। আমার মত মন্দভাগিনী সংসারে কে আছে, মা ? সাত পুত্রের জননী হ'য়েও আজ আমি পুত্রহীনা !

অগ্রে চাঁদ-সদাগর ও তৎপশ্চাৎ নেড়ার পুনঃ প্রবেশ।

চাঁদ। নেড়া—কি শুন্‌লুম, নেড়া ! যেন সেই স্বর—যেন কতদিনের পরিচিত স্বর—সেই কাল-রাত্রির অবসানে শুনেছিলুম্, আবার আজ শুন্‌ছি ! নেড়া—নেড়া—বুঝি মা এসেছে ! মা—মা—এসেছিস্, মা— [সহসা বেদিনীবেশধারিণী বেহুলাকে দেখিয়া] একি—একি—হ'ল, নেড়া—মা কোথায় গেল ?

বেহুলা। কাকে খুঁজ্‌ছ, বাবা ? আমার মত তোমার বুঝি একটা মেয়ে আছে, তাকেই বুঝি খুঁজ্‌ছ ?

চাঁদ। না, ভুলি নি ত—ভুলি নি ত—ভোলা কি যায়? কখনও ভোলা যায় না। নেড়া—নেড়া—দেখ্ ত—দেখ্ ত—এ যে সেই স্বর! আমি ত সে স্বর ভুল্‌তে পারি নি—চোখে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না; কিন্তু কান রয়েছে—যে সুধাস্বর একবার শুনেছি, তা ভুল্‌তে পারি নি।

সনকা। হঁ্যাগা, কে গা তুমি—যেন—যেন—

চাঁদ। যেন নয়, সনকা—ঠিক। মা—মা—একলা এসেছিস্? আমার লখিন্‌কে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লি নি?

বেহুলা। কেন পার্‌ব না, বাবা? আমি যে সতী! মা'র কৃপায় শুধু স্বামীকে নয়, বাবা—তোমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর আর আমার ছয় ভাসুরকেও ফিরিয়ে এনেছি।

চাঁদ। এনেছিস্, মা—এনেছিস্? চাঁদ-সদাগরের জয় হয়েছে! যদি এনেছিস্, তবে তারা কোথায়? একবার তাদের দেখা।

বেহুলা। ঐ দেখুন, বাবা—তাঁরা এসেছেন। বাবা, একটা অনুরোধ!

চাঁদ-সদাগরের ছয়পুত্র সহ লখিন্দরের প্রবেশ।

চাঁদ। বাপ্ লখিন্—আমার আনন্দ-দুলাল!

[পুত্রগণকে আলিঙ্গন]

বেহুলা। বাবা, একটা অনুরোধ—রাখ্‌বে, বাবা?

চাঁদ। যার সতীত্ব-গৌরবে আজ মনসার গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে, তার অনুরোধ রাখ্‌ব না? মা, কি চাস্?

বেহুলা। বাবা, যা হারিয়েছিলে, দেবীর দয়ায় তা ফিরে পেয়েছি। তুমি দেবীর পূজা কর, বাবা!

চাঁদ। দেবী? কোন্ দেবী—মা চণ্ডী?

বেহুলা। না, বাবা, দেবী মনসা।

চাঁদ। মনসা ? ফিরিয়ে নিতে বল্, মা—তার দেওয়া আমার ঐ যথাসর্ব্বস্ব। আমি প্রাণান্তেও মনসার পূজা কর্‌ব না !

মনসার প্রবেশ।

মনসা। বিজয়ী সদাগর—তোমার শত হেনস্তা, ঘৃণা, অপমান সহ্য ক'রেও তোমার হাতে পূজা গ্রহণের লোভ পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌লুম না, তাই আজ ভিক্ষার্থিনীর মত ছুটে এসেছি। চাঁদ, ভিক্ষার্থিনীকে ভিক্ষা দাও !

চাঁদ। কেমন ক'রে দেবো। যে হস্তে সচন্দন বিল্বপত্র দিয়ে দেবাদি-দেব মহেশ্বরের চরণ-পূজা করেছি, সে হস্তে তোমায় পদ্ম-পুষ্পাঞ্জলী কেমন ক'রে দেবো, পদ্মা ?

অন্তরীক্ষে মহাদেবের আবির্ভাব।

মহা। তাতে এতটুকু দ্বিধা ক'র না, বৎস ! যাকে তুমি অপদেবতা ব'লে ঘৃণা কর্‌ছ, সেই নাগ-কুলরাণী পদ্মা অপদেবতা নয়—আমারই কন্যা। তাকে পূজা কর্‌লে আমাকেই পূজা করা হবে, বৎস !

[অন্তর্দ্ধান।

চাঁদ। তবুও পার্‌ব না, দেব ! যে হস্তে তোমার অর্চ্চনা করেছি, সে হস্তে তোমার কন্যা পদ্মার চরণে পদ্ম-পুষ্পাঞ্জলি দিতে। তবে যদি দেবী প্রসন্না হ'য়ে আমার বামহস্তের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, আমি সানন্দে দেবীর পূজা কর্‌ব।

মনসা। তাই কর, চাঁদ—তুমি বাম হস্তেই আমার পূজা কর, তাতেই আমি পরিতৃপ্ত হ'ব।

চাঁদ। তবে ধর, দেবি—ধর, পদ্মা—তোমার চির-প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদ-সদাগরের আনন্দাশ্রুসিক্ত-পদ্ম-পুষ্পাঞ্জলি।

সকলে। [সমস্বরে]

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগ্নিবাসুকীস্তথা।

জরৎকারু মুনের্পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে ॥

যবনিকা

চাঁ—১০

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনব নাটকাভিনয়।

ত্রিশঙ্কু বা সপ্তর্ষি-সৃজন। কবিবর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বরের অপেরায় মহা-অভিনয়; এমন সুন্দর নাটকাভিনয় নাই। সেই অদৃষ্ট পুরুষাকারের দ্বন্দ্ব, সেই বীরকুমার অজিত, কুটিল অঞ্জন, বিশ্বাসঘাতক ধৃষ্টকেতু, রামরূপ, আদর্শ-বীর ধীরসিংহ, স্নেহময়ী সত্যবতী, শক্তিময়ী শক্তি, প্রেমময়ী লীলা, ঈর্ষাময়ী ছোটরাণী অনীতা, ভক্তিভরা অনিল, আনন্দ লহরী প্রভৃতি কবির কল্পনা-কাননের অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র॥

অংশুমান্ উক্ত কবিবর কেশব বাবুরই রচিত। এই অভিনয়ে সত্যম্বর অপেরায় যশঃ দিগন্তবিস্তৃত, সেই জয়ন্ত, শক্তকাম, সমরকেতন, প্রসেনজিৎ, অরিসিংহ, বলাদিত্য, সিদ্ধেশ্বর, রতনচাঁদ, অসমঞ্জা, সুধাকর, শোভনলাল, ষষ্ঠী, সুমতি, মলিনা, রেবতী, কমলা প্রভৃতি চরিত্র-সৃষ্টি অতি অপূর্ব্ব [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

জড় ভরত উক্ত কেশব বাবুর রচিত, শশী অধিকারীর দলে অভিনীত। সেই জিতাশ্ব, রহূগণ, বীরসিংহ, সুব্রত, সন্তপ, পরন্তপ, করুণা, হিরণ্ময়ী, পাগলিনী সবই আছে। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

কুবলাশ্ব সুকবি শ্রীভোলানাথ রায় রচিত, শশী অধিকারীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সেই চন্দ্রাশ্ব, কমলাশ্ব, দুর্ম্মুখ, শক্তিচাঁদ পাগল, উজ্জানক, বীরেন্দ্র, প্রতিভা, বাসন্তী, রক্তিমা, রঙ্গিণী, ভিখারিণী সবই আছে। [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

মান্ধাতা নবভাবের নবীন কবি শ্রীঅভয়চরণ দত্ত প্রণীত। শশিভূষণ হাজরার দলের অভিনয়ে এই নাটকের যশ পথে ঘাটে মাঠে, যেখানে সেখানে, লোকের মুখে মুখে। ময়মনসিংহ বরিশাল প্রভৃতি সকল দেশের সকল দলে অভিনয় চলিতেছে। ইহাতে সেই পিতা হ'য়ে পুত্রের হৃৎপিণ্ড উৎপাটনকারী মান্ধাতা, সেই অম্বরীষ, মুচুকুন্দ, চণ্ডবিক্রম, বিবেকানন্দ, ভক্তদাস, বিন্দুমতী, প্রভা, কুম্ভীনসী সবই আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

সুধন্বা-উদ্ধার সুকবি শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত, সুধন্বাকে [illegible] নিক্ষেপ, [illegible] সঙ্কট, [illegible] যুদ্ধে অর্জ্জুনের [illegible] শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, হংসধ্বজের মহামুক্তি [সচিত্র] মূল্য ১৷৹।

সগরাভিষেক সুকবি শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরা পার্টিতে অভিনীত, ইহাতে সেই বাহু রাজা, সগর, প্রতর্দ্দন, অমরসিংহ, পরমানন্দ, কুটিল, অনীতা, সুনন্দা, শোভা আছে। [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

প্রমীলা উক্ত অতুল বাবুরই অতুলনীয় নাটক, ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়, সুধন্বা, সুরথ ও নারী-দেশের রাণী বীরা প্রমীলার সহ অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ, সেই বিখ্যাত গান "দিন ফুরাল ঘরে চল" ও "অকূল ভবসাগর-বারি" প্রভৃতি আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা,

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

জনপ্রিয় নাটকাবলী।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টীর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। সচিত্র মূল্য ১॥•

অনন্ত-মাহাত্ম্য উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরার যশঃপূর্ণ অভিনয়, ইহাতে চিত্রাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, সমরকেতন, চন্দ্রকেতু, শীলধ্বজ, নির্ব্বাসিতা রাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যাধ-বালিকা দুলালী নিরাশ-প্রেমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত। [সচিত্র] মূল্য ১॥• মাত্র।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলে যশের অভিনয়; বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, রস-সাগর মদনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভুবন দাসের যাত্রা পার্টীতে নব-রসময় অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জ্জয়কেতন, দুলালী, ধুরন্ধর, ভদ্রাবতী, বিষয়া, শান্তি, মনুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১॥• মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেরার ইহা অতীব যশের অভিনয়। সে দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ, শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। মূল্য ১॥• মাত্র।

অদৃষ্ট উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত ষষ্ঠী-অপেরাপার্টীর বিজয়-বৈজয়ন্তী, ইহাতে সেই পুরঞ্জন, সুরথসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক দয়ালচাঁদ, রঞ্জিতা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাঙ্গনা সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

সৎমা বা বিজয়-বসন্ত। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারীর অপেরায় দিগ্বিজয়ী যশের অভিনয়। সেই জয়সেন, রঘুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, গজেন্দ্র, কমলা, দুর্জ্জয়ময়ী, শান্তা, দুর্লতা সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

মিবার-কুমারী উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, ষষ্ঠী অপেরাপার্টির মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মানসিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, নন্দলাল, মোহন মাধুরী, কৃষ্ণা, রত্নাবতী, চতুরা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥• মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী, শীতলসেনী, পান্না, কজ্জলা সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরার অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিক্য, সীতা, সরমা, সূর্পনখা, আর সেই কুশীলক, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত; ষষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনূতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ মাত্র।

প্রমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কাবিভূষণ প্রণীত; সত্যম্বর অপেরায় ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই সুকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, রণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১॥০ মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১॥০।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১৷০ মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টীতে যশের অভিনয়; সেই বিরূপ, কেতুমান, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়্‌যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদন-মোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজা, ভারি মজা! ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৴০ আনা।

জেনানা-যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, চোর বেচারা মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝলে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, মেথ্‌রাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথার দিয়ে॥ ঘোম্‌টার ভিতরে গুঁফো ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে! বাসর-ঘরে রসের গান—দুশো মজা! মূল্য ।০ মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য ।৴০ আনা।

এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।